face or disturb any of the said lamps or extinguish any light therein, or abstract or take away from any of the said lamps any oil or other matter or thing therein, or any part thereof without the order of the said Commissioners, or of their said Surveyor, shall forfeit and pay on conviction before a Magistrate for every such offence any sum not exceeding 50 Rupees.

XLIX. And it is enacted, that if any party shall have committed any irregularity, trespass or other wrongful proceeding in the execution of this Act, or by virtue of any power or authority hereby given, and if before action brought in respect thereof, such party shall make tender of sufficient amends to the party injured, such last mentioned party shall not recover in any such action when brought, and if no such tender shall have been made, it shall be lawful for the defendant in such action by leave of the Court, where such action shall be pending at any time before issue joined to pay into Court, such sum of money as he shall think fit, and thereupon such proceedings shall be had as in other cases where defendants are allowed to pay money into Court.

L. And it is enacted, that in all cases where any damage, costs or expences are by this Act directed to be paid, and the method of ascertaining the amount or enforcing the paying thereof is not provided for, such amount in case of dispute, shall be ascertained and determined by arbitration in like manner as is provided for proceeding by arbitration under Act No. XXII. of 1847, and if the parties cannot agree upon two persons as arbitrators or the arbitrators fail to pronounce their award as aforesaid, then by any two Magistrates of Calcutta, and if the amount so ascertained be not paid by the said Commissioners or by the other party liable to pay the same, as the case may be, within seven days after demand thereof, the amount may be recovered by action of debt or on the case in Her Majesty's said Supreme Court of Judicature.

LI. And it is enacted, that the said Commissioners shall publish short particulars of the several offences for which any penalty is imposed by this Act, or by any Bye-laws of the said Commissioners affecting other persons than Officers or servants of the said Commissioners, and of the amount of every such penalty, and shall cause such particulars to be printed on a board, or printed upon paper and pasted thereon, in English and Bengalee, and shall cause such board to be hung up or affixed in some conspicuous place in the Office of the Clerk of the said Commissioners, and when any such penalties are of local application shall cause such boards to be affixed in some conspicuous place of the immediate neighbourhood to which such penalties are applicable or have reference, and such particulars shall be renewed as often as the same or any part thereof is obliterated or destroyed, and no such penalty shall be recoverable unless such particulars shall have been published and kept published in

বিরূপ করে কি ব্যাঘাত করে কি তাহার মধ্যের কোন আলো নির্ব্বাণ করে বা উক্ত কমিস্যানরেরদের বা তাঁহারদের উক্ত সরবেয়রের হুকুম না পাইয়া উক্ত দীপহইতে কোন তৈল বা অন্য বিষয় কি দ্রব্য তুলিয়া লয় বা লইয়া যায় সেই ব্যক্তির অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ৫০৲ টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি।

৪৯ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কার্য্যকরণেতে কি এই আইনের দত্ত কোন ক্ষমতা বা শক্তিক্রমে যে কোন ব্যক্তি কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম বা দোষ কি অন্য অনুপযুক্ত কার্য্য করে যদি তন্নিমিত্ত নালিশ হওনের পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করে তবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নালিশ করিলে কিছু টাকা পাইবেক না এবং যদি সেইরূপ কোন টাকা দিবার প্রস্তাব না হয় তবে যে আদালতে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের অনুমতিক্রমে নালিশের বিচার হওনের পূর্ব্বে সেই নালিশে ঐ আসামী যত টাকা উচিত বোধ করে তত টাকা আদালতে আমানৎ করিতে পারে এবং তাহা হইলে অন্যান্য যে গতিকে আসামীরা আদালতে টাকা আমানৎ করণের অনুমতি পায় সেই গতিকে যেরূপ কার্য্য হয় সেইরূপ কার্য্য হইবেক ইতি।

৫০ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল গতিকে কোন ক্ষতিপূরণের টাকা বা খরচ কি খরচা এই আইনের দ্বারা দিবার হুকুম আছে এবং ঐ টাকার সংখ্যা নির্ণয় করণের এবং তাহা আদায় করণের কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই সেই২ গতিকে যেরূপে ১৮৪৭ সালের ২২ আইনক্রমে সালিসীর দ্বারা কার্য্যকরা নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে ঐ বিবাদি টাকার সংখ্যা সালিসীর দ্বারা নির্ণয় ও নির্দ্দিষ্ট হইবেক এবং যদি উভয় পক্ষীয় ব্যক্তি দুই জন সালিস নিযুক্ত করণের বিষয়ে ঐক্য না হইতে পারে অথবা যদি সালিসেরা পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদের ফয়সলা না করেন তবে কলিকাতার কোন দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ঐ টাকার সংখ্যার নির্ণয় হইবেক এবং সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট টাকা উক্ত কমিস্যানরেরদের দ্বারা অথবা অন্য যে ব্যক্তির সেই টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তির দ্বারা যদি দাওয়া হওনের সাত দিবসের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে সেই টাকা কর্জ্জের নালিশের দ্বারা বা প্রকারান্তরে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর উক্ত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

৫১ ধারা। এবং হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যানরেরদের কর্ম্মকারক অথবা চাকর ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে এই আইনের দ্বারা কি উক্ত কমিস্যানরেরদের কোন ব্যবস্থার দ্বারা যে২ অপরাধের জন্যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই নানা অপরাধের সংক্ষেপ বিবরণ এবং প্রত্যেক দণ্ডের বিবরণ তাঁহারা প্রকাশ করিবেন এবং ঐ বিবরণ একটা তক্তার উপরে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় লেখাইবেন কি তাহা কাগজের উপর মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ঐ তক্তার উপর লেয়াই দিয়া বসাইবেন এবং ঐ তক্তা উক্ত কমিস্যানরেরদের মুহুরীরের দফ্তরেরসকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্কাইবেন অথবা বসাইবেন। এবং যখন ঐরূপ কোন জরীমানা কোন বিশেষ স্থানের বিষয়ে খাটে তখন যে স্থানে ঐ জরীমানা অর্শে বা সম্পর্ক রাখে তাহার অতি নিকটবর্ত্তি সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ তক্তা লট্কাইবেন। এবং যতবার ঐ সকল বিবরণ কিম্বা তাহার কোন ভাগ মোচা যায় বা নষ্ট হয় ততবার তাহা পুনর্ব্বার লিখিবেন। এবং যদি সেই বিবরণ পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ না হয় অথবা প্রকাশ করিয়া না রাখা যায় কিম্বা খামখা ও দ্বেষপূর্ব্বক লুপ্ত

the manner hereinbefore required, or wantonly and maliciously obliterated or destroyed.

LII. And it is enacted, that if any person shall pull down, break or defase any board put up as required by this Act, or shall obliterate any of the letters or figures thereon, he shall forfeit and pay for every such offence a sum not exceeding 50 Rupees, and shall also defray the expences attending the restoration of such board.

LIII. And it is enacted, that every penalty or forfeiture imposed by this Act, or by any Bye-law made in pursuance thereof, the recovery of which is not otherwise provided for may be recovered by summary proceeding before any Magistrate of Calcutta, and on complaint being made to any such Magistrate, he shall issue his summons requiring the party complained against to appear before him at a time and place to be named in such summons, and every such summons shall be served on the party offending either in person or by leaving the same at his usual or last known place of abode, and upon the appearance of the party complained against or in his absence after proof of the due service of such summons, it shall be lawful for such Magistrate to proceed to the hearing of the complaint which complaint shall be reduced to writing, and upon proof of the offence either by the confession of the party complained against, or upon the oath or solemn affirmation of one credible witness or more, it shall be lawful for such Magistrate to convict the offender, and upon such conviction to adjudge the offender to pay the penalty or forfeiture incurred as well as such costs attending the conviction as such Magistrate or Assistant Magistrate shall think fit, which penalty or forfeiture and costs so adjudged may be levied by distress.

LIV. And it is enacted, that where in this Act or in Act No. XVI. of 1847, any sum of money whether in the nature of penalty or otherwise is directed to be levied by distress, such sum of money shall be levied by distress and sale of the Goods and Chattels of the party liable to pay the same, and the overplus arising from such Goods and Chattels after satisfying such sum of money, and the expences of the distress and sale, shall be returned on demand to the party whose Goods shall have been restrained.

LV. And it is enacted, that no distress levied by virtue of this Act, or of Act No. XVI. of 1847, shall be deemed unlawful, nor shall any party making the same be deemed a trespasser on account of any defect or want of form in the summons, conviction, warrant of distress, or other proceeding relating thereto, nor shall any such party be deemed a trespasser ab initio on account of any irregularity afterwards committed by him, but all persons aggrieved by such defect or irregularity may and shall recover full satisfaction for the special damage in an action on the case in Her Majesty's said Supreme Court.

[*Government Gazette*, 28*th March*, 1848.]

অথবা বিনষ্ট না হয় তবে সেই প্রকার কোন গুনাহগারী আদায় হইতে পারে না ইতি।

৫২ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে তক্তা লট্‌কাইবার হুকুম আছে তাহা যদি কোন ব্যক্তি নামাইয়া ফেলে অথবা ভগ্ন করে কি বিরূপ করে অথবা তাহার উপর লিখিত কোন অক্ষর বা অঙ্ক মুচিয়া ফেলে তবে এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০৲ টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক এবং সেইরূপ তক্তা পুনর্ব্বার প্রস্তুত করণে যে খরচ লাগে তাহা দিবেক ইতি।

৫৩ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে বা তদনুসারে করা কোন ব্যবস্থাক্রমে যে কোন দণ্ড বা গুনাহগারী নির্দ্দিষ্ট আছে যদি তাহা আদায় করণের অন্য কোন প্রকার নিয়ম না থাকে তবে তাহা সরাসরীমতে কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আদায় হইতে পারে। এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে কোন নালিশ হইলে তিনি সমনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে হাজির হওনার্থ নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিকে তলব করিবার সমন বাহির করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেক সমন অপরাধি ব্যক্তির উপর নিজে জারী হইবেক অথবা তাহার সামান্যতঃ বাস স্থান বা শেষে জ্ঞাতহওয়া বাসস্থানে দিয়া আসিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইয়াছে সেই ব্যক্তি হাজির হইলে অথবা হাজির না হইলে সমন রীতিমত জারী হওনের প্রমাণ হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই নালিশ শুনিতে পারেন। এবং ঐ নালিশ লিখনের দ্বারা দাখিল হইবেক। এবং নালিশগ্রস্ত ব্যক্তির কবুলের দ্বারা অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিদের শপথ কি সুকৃতির দ্বারা ঐ অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অপরাধির দোষ নির্ণয় করিতে পারেন এবং তাহার দোষ এইরূপ সাব্যস্ত হইলে অপরাধি ব্যক্তি যে দণ্ড ও গুনাহগারীর যোগ্য তাহা এবং ঐ দোষ সাব্যস্ত করণের যে খরচা মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করেন তাহা ঐ অপরাধির দিবার হুকুম করিবেন। এবং ঐরূপে হুকুম করা দণ্ড বা জরীমানা বা খরচা জিনিস ক্রোকের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

৫৪ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের মধ্যে অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের মধ্যে যদি কোন টাকা গুনাহগারীস্বরূপ বা প্রকারান্তরে ক্রোকের দ্বারা আদায় করণের হুকুম হয় তবে সেই টাকা যে ব্যক্তির দেয় হয় সেই ব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইবেক এবং সেই দেনা টাকা ও ক্রোক ও বিক্রয়ের খরচা পরিশোধ হইলে ঐ জিনিস ও সম্পত্তিহইতে উৎপন্ন অবশিষ্ট টাকা যাহার জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহার দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫৫ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের শক্তিক্রমে যে ক্রোক হয় তাহা সমনে বা দোষ সাব্যস্ত করণে বা ক্রোকী পরওয়ানাতে কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যেতে কোন দোষ বা বেদাঁড়া হইয়াছে বলিয়া বেআইনী জ্ঞান হইবেক না এবং যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি অপরাধী জ্ঞান হইবেক না এবং সেই ব্যক্তি তৎপরে কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম করিলে তৎপ্রযুক্ত আদৌ দোষী জ্ঞান হইবেক না কিন্তু যে সকল ব্যক্তি ঐ দোষ অথবা বেদাঁড়া কর্ম্মের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সকল ব্যক্তি সেই বিশেষ ক্ষতির সম্পূর্ণ প্রতিকার সেই বিষয়ের নালিশক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর উক্ত সুপ্রিম কোর্টে পাইতে পারে ও পাইবেক ইতি।

LVI. And it is enacted, that the Magistrate by whom any such penalty or forfeiture shall be imposed may when the application thereof is not otherwise provided for, award not more than one-half thereof to the informer, and shall award the remainder to the said Commissioners to be by them applied to the purposes of this Act as to them shall appear fit, and shall order the same to be paid over to the Clerk of the said Commissioners for that purpose, whose receipt shall be a good and sufficient discharge to the person so paying the same.

LVII. And it is enacted, that no person shall be liable to the payment of any penalty or forfeiture imposed by virtue of this Act, for any offence complained of before a Magistrate, unless the complaint respecting such offence shall have been made before such Magistrate within six months next after the commission of such offence.

LVIII. And it is enacted, that if through any act, neglect or default, on account whereof any person shall have incurred any penalty imposed by this Act, any damage to the property of the said Commissioners shall have been committed by such person, he shall be liable to make good such damage as well as to pay such penalty, and the amount of such damages shall in case of dispute be determined by the Magistrate by whom the party incurring such penalty shall have been convicted, and in case such damages shall not be paid on demand the same may be recovered by action of debt or on the case in Her Majesty's said Supreme Court of Judicature.

LIX. And it is enacted, that it shall be lawful for any Magistrate to summon any person to appear before him as a witness in any matter in which such Magistrate shall have jurisdiction under the provisions of this Act at a time and place to be mentioned in such summons, and require from him an oath or solemn affirmation that he will testify the truth in such matter, and if any person so summoned shall without reasonable cause refuse or neglect to appear at the time and place appointed for that purpose, having been paid or tendered a reasonable sum for his expences if from distance or any other cause he shall be lawfully entitled to claim such expences, or if any person appearing shall refuse to be examined on his oath or solemn affirmation according to law, or to give evidence before such Magistrate or Assistant Magistrate, every such person shall for every such offence forfeit and pay a sum not exceeding fifty Rupees.

LX. And it is enacted, that in Acts No. XVI. of 1847, and No. XXII. of 1847, and in this Act, the following words and expressions shall have the several meanings hereby assigned to them, unless there be something in the subject or context repugnant to such construction (that is to say,) words importing the singular number shall include the plural number, and words importing the plural number shall include the singular number, words import-

৫৬ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা সেইরূপ কোন দণ্ড বা গুনাহগারী নির্দ্দিষ্ট হয় সেই গুনাহগারী ব্যয় করণের বিষয়ে অন্য প্রকারে কোন নিয়ম না থাকিলে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক গোয়েন্দাকে দিতে পারেন এবং অবশিষ্ট কমিস্যানরদিগকে দিতে হুকুম করিবেন এবং তাঁহারা যেমত উচিত বোধ করেন সেই মতে ঐ টাকা এই আইনের অভিপ্রায়েতে খরচ করিবেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব তন্নিমিত্ত সেই টাকা উক্ত কমিস্যানরেরদের মুহুরীরকে দিতে হুকুম করিবেন এবং মুহুরীরের রসীদ যে ব্যক্তি সেই টাকা দেয় সেই ব্যক্তির প্রতি উত্তম ও মাতবর ফারখৎ হইবেক ইতি।

৫৭ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ কোন অপরাধ হওনের পর যদি তাহার বিষয়ে নালিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ছয় মাসের মধ্যে না করা যায় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ হইলে কোন ব্যক্তি এই আইনের শক্তিক্রমে নির্দ্দিষ্ট কোন দণ্ড বা গুনাহগারী দেওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।

৫৮ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন কর্ম্ম কি ত্রুটি বা কসুরের দ্বারা কোন ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট জরীমানার যোগ্য হইয়াছে সেই কর্ম্মপ্রভৃতিপ্রযুক্ত যদি সেই ব্যক্তি উক্ত কমিস্যানরেরদের সম্পত্তির কোন ক্ষতি করিয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি সেই জরীমানা দিবেক এবং সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবার যোগ্য হইবেক এবং যদি সেই ক্ষতি পূরণের বিষয়ে কোন বিবাদ হয় তবে দণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তির দোষ যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা সাব্যস্ত হইল সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি হইবেক এবং যদি সেই ক্ষতি পূরণের টাকা দাওয়া হইলে না দেওয়া যায় তবে তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে কর্জের নালিশের দ্বারা বা বিশেষ নালিশের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

৫৯ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন বিষয়ে এই আইনের নিয়মানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকা থাকে সেই বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এবং যে সময়ে ও যে স্থানে তাহার হাজির হইতে হইবেক তাহা ঐ সমনে লেখা থাকিবেক এবং সেই বিষয়ে যথার্থ সাক্ষ্য দেওনার্থ তাহাকে শপথ করাইতে বা তাহার স্থানে মুকৃতি লইতে পারেন। এবং যদি কোন ব্যক্তির এইরূপে তলব হইলে এবং দূরত্ব বা কারণান্তর প্রযুক্ত সেই ব্যক্তি আইনের মতে আপনার খরচার জন্যে যথার্থ দাওয়া করিতে পারে তাহার সেই খরচার জন্যে তাহাকে ওয়াজিবী টাকা দেওয়া গেলে বা দিবার প্রস্তাব হইলে যদি সেই ব্যক্তি তন্নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ স্থানে হাজির হইতে উপযুক্ত কারণ বিনা অস্বীকৃত হয় বা ত্রুটি করে তবে অথবা যদি কোন ব্যক্তি হাজির হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আইনানুসারে শপথ বা মুকৃতিক্রমে জোবানবন্দী দিতে বা সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত না হয় তবে এমত ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০৲ টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি।

৬০ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের এবং ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের এবং এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত কথার যে নানা অর্থ এই আইনের দ্বারা নিরূপণ হইয়াছে যদি সেই বিষয়ে অথবা তাহার পূর্ব্বাপর কথায় সেই অর্থ করণের বিরুদ্ধে কিছু না থাকে তবে সেই কথার সেই অর্থ হইবেক। বিশেষতঃ যে কথা এক বচনে লেখা গিয়াছে তাহাতে বহু বচনের অর্থও বুঝাইবেক এবং যে কথা বহু বচনে লেখা গিয়াছে তাহার অর্থ এক বচ-

ing the masculine gender only shall include females unless the word male is used. The word "person" shall include corporations whether aggregate or sole. The words "Oath," "Affirmation," and "Solemn Affirmation" when used alone shall include oath or affirmation or other declaration lawfully substituted for an oath in such case by any Legislative Act of the Governor General of India in Council, or by any Act of the Parliament of Great Britain extended to India. The word "Street" shall include any square, circus, street, court, alley, footpath, highway, lane, road, thoroughfare, public passage, or other public place within the said Town. The words "the said Commissioners" shall mean the Commissioners for the time being appointed under the provisions of Act No. XVI. of 1847.

G. A. BUSHBY,
Secy. to the Govt. of India.

নেও হইবেক এবং যে কথা পুংলিঙ্গ আছে তাহা যদি "পুং" এই বিশেষ লেখা না থাকে তবে স্ত্রীলিঙ্গও বুঝাইবেক। এবং "ব্যক্তি" এই কথা বহু জনবিশিষ্ট বা এক জনের চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বুঝাইবেক। এবং "শপথ" ও "সুকৃতি" এবং "ধর্ম্মতঃপ্রতিজ্ঞা" এই কথা যখন অন্য কথায় সংযুক্ত না থাকে তখন ভারতবর্ষে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন আইনের দ্বারা বা ভারতবর্ষে প্রচলিত ইঙ্গলণ্ড দেশের পার্লিমেণ্টের কোন আক্টের দ্বারা শপথের পরিবর্ত্তে যে কোন শপথ বা সুকৃতি কি প্রতিজ্ঞা আইনমতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও বুঝাইবেক। এবং "রাস্তা" এই কথা কোন চক বা আখড়া কি রাস্তা কিম্বা অঙ্গন বা সুড়িপথ কি পদব্রজে গমনোপযুক্ত পথ বা রাজমার্গ কিম্বা গলি অথবা পন্থা বা খোলা পথ কি প্রবেশের স্থান বা অন্য কোন সাধারণ জায়গা বুঝাইবেক। এবং "উক্ত কমিস্যনরেরা" এই কথা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধির অনুসারে যে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হন তাহারদিগকে বুঝাইবেক ইতি।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

REPORTS OF SUMMARY CASES DETERMINED BY THE COURT OF SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

10th January, 1848.

A Judge having granted permission to a decree-holder intending to purchase the property of his judgment debtor, to file his receipt, instead of paying the purchase money, is competent to withdraw such permission under altered circumstances shewn by the application of a party holding a decree against such decree-holder.

Musst. Wuzeer-oonnissa,—Petitioner.

Meer Kubeer Hussein, husband of the petitioner, having sold to her a decree obtained by him against Meer Ukbar Ullee and others, she was, on the 23d July, 1847, permitted, by the Additional Judge of Behar, to give her receipt for the amount due, in lieu of the purchase money, if she purchased the property to be sold in satisfaction of the decree. Afterwards this permission was withdrawn on the objection of Byjnath Sahoo, who held a decree against Meer Kubeer Hussein; and who represented that the sale of this latter's decree to his wife was collusive, with a view to defraud him.

Against the order to such effect, which was dated the 22d September following, the petitioner appealed to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court (Mr. Hawkins.) "When the order of the 23d July was passed, there were no "apparent objections. Afterwards, upon the application of Byjnath Sahoo, that he held a decree "against Meer Kubeer Hussein, who was husband "of the petitioner, and that the sale to the latter "was fraudulent and collusive, the features of the "case became altered. The Judge was then competent to require payment of the purchase money "in cash. It is clear that Meer Kubeer Hussein "sold his decree against Meer Ukbar Ullee and

সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৪৮ সাল ১০ জানুআরি।

ডিক্রীদার যদি দেনদারের সম্পত্তি খরীদ করিতে মানস করে এবং বিচারকর্ত্তা তাহাকে খরীদী টাকার পরিবর্ত্তে আপনার রসীদ দাখিল করিতে অনুমতি দেন তবে ঐ ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি ডিক্রী পাইয়া থাকে সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিয়া বিষয়ের বৈলক্ষণ্য দর্শাইলে বিচারকর্ত্তা আপনার ঐ অনুমতি অন্যথা করিতে পারেন।

মসম্মাৎ উজীরন্নেছা। দরখাস্তকারিণী।

দরখাস্তকারিণীর স্বামী মীর কবির হুসেন মীর আকবার আলী ও অন্যেরদের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী পাইয়াছিল তাহা দরখাস্তকারিণীকে বিক্রয় করিল এবং বেহারের অতিরিক্ত জজ সাহেব ১৮৪৭ সালের ২৩ জুলাই তারিখে ঐ স্ত্রীকে এই অনুমতি দিলেন যে ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার কল্প আছে তাহা যদি দরখাস্তকারিণী খরীদ করে তবে খরীদী টাকার পরিবর্ত্তে আপনার পাওনা টাকার রসীদ দিতে পারে। তাহার পর মীর কবির হুসেনের বিরুদ্ধে বৈজনাথ সাহুর এক ডিক্রী থাকাতে সেই ব্যক্তি আপত্তি করিয়া কহিল যে ঐ মীর কবির হুসেন আমার পাওনা টাকা না দিবার অভিপ্রায়ে ঐ ডিক্রী গণতাক্রমে আপনার স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়াছে। তাহাতে ঐ অতিরিক্ত জজ সাহেব আপনার পূর্ব্বোক্ত অনুমতি অন্যথা করিলেন।

ঐ হুকুম ১৮৪৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে হইল তাহার উপর দরখাস্তকারিণী সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন "যে ১৮৪৭ সালের ২৩ জুলাই তারিখে যখন "ঐ হুকুম হইল তখন কোন আপত্তি দৃষ্ট ছিল না। "তাহার পরে বৈজনাথ সাহু এই দরখাস্ত করিল যে "দরখাস্তকারিণীর স্বামি মীর কবির হুসেনের বিরুদ্ধে "এক ডিক্রী আমার নিকটে আছে এবং দরখাস্তকারিণীকে ঐ বিক্রয় প্রতারণা ও গণতাক্রমে হইয়াছে। "তাহাতে মোকদ্দমার ভাবের এইরূপ বৈলক্ষণ্য হওয়াতে "জজ সাহেবের এই ক্ষমতা ছিল যে মূল্য নগদ টাকায় "দিতে হুকুম করেন। মীর কবির হুসেনের নিকটে মীর "আকবার আলী ও অন্যেরদের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী ছিল

" others, to his wife, to defraud his judgment cre-
" ditors. For these reasons the Judge's order, of
" 22d September, must be upheld." Petition re-
jected.

10th January, 1848.

An estate, only privately divided, is not exempt from attachment under Section 26, Regulation V. 1812.

Muhindur Nurain Raee, &c.—Petitioners.

The Judge of Zillah Backergunge had, on the petition of Hursoondree, &c., issued a precept to the Collector of the Zillah, under Section 26, Regulation V. 1812, as modified by Regulation V. 1827, to appoint a manager to a Mehal, consisting of 10 gundahs, 1 cowree, of Pergunnah Suleemabad ; of which, taken as a whole, 10 annas, 13 gundas, 1 cowree, 1 krant, belonged to petitioners ; and 5 annas, 6 gundas, 2 cowrees, 2 krants to Hursoondree and others.

From the order to this effect, which was dated the 8th September, 1847, the petitioners appealed to the Sudder Dewanny Adawlut, urging more especially, that a division of the lands, forming the above two shares, had taken place ; and that they were distinct and separate. As it appeared, however, that the alleged partition was not a regular one under Regulation XX. 1814, their objections were over-ruled by the Court, (present Mr. Hawkins,) and the Judge's order confirmed.

11th January, 1848.

When not otherwise specified, the era current in any particular district is to be presumed.

Girdharee Purshad,—Petitioner.

In execution of a decree, obtained against the petitioner by Bydnath Das Mahapatr, the parties had entered into a compromise, by which, on condition of the former paying a certain sum, on the 25th Jheit 1253, the decree was to be considered satisfied. The money being deposited in the Court of the Principal Sudder Ameen of Midnapore, on the 26th Jheit Umlee, he, on the 3d April, 1847, ordered the decree-holder to receive it ; observing that the era not being mentioned, and the above date corresponding with the 25th Jheit, B. S., the petitioner had fulfilled his bargain.

On appeal by the decree-holder, the Zillah Judge reversed the above order, on the 14th June following, on the ground that the Umlee style should be presumed ; such being the custom of the district.

The petitioner then appealed to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court (Mr. Hawkins.) " The Umlee
" Era is current in the Zillah, and where the par-
" ties reside, as appears from a report specially
" called for from the Zillah Judge, and from other
" documents executed between the same parties.
" The order of the Judge is therefore correct."
Petition rejected.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৮। ২৮ মার্চ।]

" তাহা আপন স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় এই যে
" ডিক্রী প্রাপ্ত আপনার মহাজনেরদিগের পাওনা টাকা
" না দেয় ইহা অতিস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। এই২ হেতুতে
" ঐ জজ সাহেবের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখের হুকুম
" বহাল করিতে হইবেক।" দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল।

১৮৪৮ সাল ১০ জানুআরি।

যে মহাল কেবল আপোসে বিভক্ত হইয়াছে তাহা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে ক্রোক হইতে পারে।

মহেন্দ্রনারায়ণ রায় ও অন্যেরা। দরখাস্তকারী।

হরসুন্দরী ও অন্যেরদের দরখাস্তক্রমে জিলা বাকরগঞ্জের জজ সাহেব ১৮২৭ সালের ৫ আইনের দ্বারা মতান্তরহওয়া ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে এই হুকুম করিলেন যে তিনি সলীমাবাদ পরগনার ১০ গণ্ডা ১ কড়া রকম মহালে সরবরাহকার নিযুক্ত করেন। সেই সম্পূর্ণ মহালের ॥৶ আনা ১৩ গণ্ডা ১ কড়া = ক্রান্তি হিস্যা দরখাস্তকারিরদের এবং ৴ আনা ৬ গণ্ডা ॥ কড়া = ক্রান্তি হিস্যা হরসুন্দরী ও অন্যেরদের।

এই হুকুম ১৮৪৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে হইল তাহার উপর দরখাস্তকারিরা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিয়া বিশেষ মতে জানাইল যে ঐ দুই হিস্যার ভূমি বিভাগ হইয়াছে এবং তাহা স্বতন্ত্র ও পৃথক্ আছে। পরন্তু দৃষ্ট হইল যে ঐ কথিত বিভাগ ১৮১৪ সালের ২০ আইনানুসারে রীতিমতে হয় নাই। তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হকিন্স সাহেব তাহারদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া জজ সাহেবের হুকুম বহাল রাখিলেন।

১৮৪৮ সাল ১১ জানুআরি।

যদি কোন কাগজপত্রে সনের কোন নিদর্শন না থাকে তবে সেই বিশেষ জিলাতে যে সন চলন আছে সেই সন লিখনের অভিপ্রায় ছিল এমত বোধ করিতে হইবেক।

গিরিধারিপ্রসাদ। দরখাস্তকারী।

দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে বৈদ্যনাথ দাস মহাপাত্র ডিক্রী পাইয়াছিল ঐ ডিক্রী জারীকরণ সময়ে উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরা আপোসে এই বন্দোবস্ত করিল যে দরখাস্তকারী যদি ১২৫৩ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠে নির্দ্দিষ্ট কতক টাকা দাখিল করে তবে ডিক্রীর মতাচরণ হইয়াছে বোধ হইবেক। দরখাস্তকারী ঐ টাকা অমলী সনের ২৬ জ্যৈষ্ঠে মেদিনীপুরের প্রধান সদর আমীনের আদালতে আমানৎ করিল এবং তিনি ১৮৪৭ সালের ৩ আপ্রিল তারিখে ডিক্রীদারকে ঐ টাকা লইতে হুকুম করিয়া কহিলেন যে বন্দোবস্তপত্রের মধ্যে কোন সন নির্দ্দিষ্ট নাই এবং ঐ অমলী ২৬ জ্যৈষ্ঠ তারিখ বাঙ্গলা সনের ২৫ জ্যৈষ্ঠের সঙ্গে মিলে অতএব দরখাস্তকারী আপন বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়াছে।

ডিক্রীদার আপীল করিলে জিলার জজ সাহেব ১৮৪৭ সালের ১৪ জুন তারিখে ইহা বলিয়া ঐ হুকুম অন্যথা করিলেন যে ঐ জিলাতে অমলী সন চলন আছে অতএব বন্দোবস্তপত্রে ঐ সন লিখনের অভিপ্রায় ছিল এমত বোধ করিতে হইবেক।

তাহাতে দরখাস্তকারী সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল।

সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন যে " ঐ জিলার জজ সাহেবের স্থানে যে বিশেষ রি-
" পোর্ট তলব হইয়াছে তাহার দ্বারা এবং ঐ উভ
" পক্ষের মধ্যে অন্য যে লেখাপড়া হইয়াছে তাহার
" দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ জিলাতে এবং উভয় পক্ষ
" যে স্থানে বাস করে সেই স্থানে অমলী সন চলন আছে।
" অতএব জজ সাহেবের হুকুম যথার্থ।" দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল।

17th January, 1848.

The personal attendance in Court of the Principal to execute the engagement on receipt of a certificate, under Act XX. 1841, is unnecessary.

Birm Mye Goopteea, Mother of Bhojindur Raee, and Poornomunnee Goopteea, mother of Gopal Chunder Raee and of Kedarnath Raee,—Petitioners.

This was an appeal from an order of the Judge of Nuddea, dated 26th July, 1847, striking off the file the petitioner's application to obtain, under Act XX. 1841, a certificate of representative title of their deceased husband, Kaleepershad, because they did not attend personally in Court to execute the engagement, required prior to the grant of the certificate. This order was passed in pursuance of an opinion expressed by the Sudder Dewanny Adawlut.

It was held by the Court at large, on further consideration, that the personal attendance of the Principal was unnecessary. The applicant, if unable to attend, might execute the deed in question in the usual way adopted in such cases, viz. by an authorised agent, or before a commission issued to attest their execution.

The order of the Judge was accordingly reversed.

18th January, 1848.

The application of the holder of a decree against several judgment debtors to divide their liabilities according to shares being rejected, does not preclude execution being taken out against them all jointly and severally.

Saliheh Khatoon and Kamleh Khatoon,—Petitioners.

Kurm Ullee Chowdree and others, having obtained a decree against the petitioners, and Gholam Imam Chowdree and others, had caused the attachment of their property. Afterwards, the decree-holders represented that the amount decreed was due by the petitioners in the proportion of 5 *annas*, 6 *gundas*, 2 *cowrees*, 2 *krants*, and by Gholam Imam Chowdree and others, in that of 10 *annas*, 13 *gundas*, 1 *cowree*, 1 *krant*. They, therefore, applied to the Principal Sudder Ameen of Nuddea, in whose Court the case was pending, to have the property of the former sold, and that of the latter released, as they had arranged to pay. The Principal Sudder Ameen observing, that the respective shares of the debtors could not be ascertained, but by a regular suit, struck the case of execution of decree off the file on the 6th July, 1847.

১৮৪৮ সাল ১৭ জানুআরি।

১৮৪১ সালের ২০ আইনানুসারে সর্টিফিকট দেওন সময়ে যে জামিনীনামা লিখিতে হয় তাহা লিখিবার জন্যে সর্টিফিকটের দরখাস্তকারির স্বয়ং আদালতে হাজির হইবার আবশ্যক নাই।

ভোজেন্দ্র রায়ের মাতা ব্রহ্মময়ী গুপ্তী এবং গোপালচন্দ্র রায় ও কেদারনাথ রায়ের মাতা পূর্ণমণি গুপ্তী দরখাস্তকারিণী।

দরখাস্তকারিণীরা আপনারদের মৃত স্বামি কালীপ্রসাদের স্থলাভিষিক্ত হওনের সর্টিফিকট ১৮৪১ সালের ২০ আইনানুসারে পাইবার দরখাস্ত নদীয়ার জজ সাহেবের নিকটে করিল এবং তিনি ১৮৪৭ সালের ২৬ জুলাই তারিখে ইহা বলিয়া তাহারদের দরখাস্ত নথীহইতে উঠাইয়া দিলেন যে সর্টিফিকট দেওনের পূর্ব্বে যে জামিনীনামা দিতে হয় তাহাতে দস্তখৎ করিবার নিমিত্তে তাহারা স্বয়ং আদালতে হাজির হইল না। এই হুকুম সদর দেওয়ানী আদালতের প্রকাশিত মতানুযায়ী হইল তাহার উপর এই আপীল হইল।

তাহাতে সদর আদালতের সকল জজ সাহেব এই বিষয় পুনশ্চ বিবেচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন যে "যে ব্যক্তি সর্টিফিকটের দরখাস্ত করে সে ব্যক্তির "স্বয়ং হাজির হওনের আবশ্যক নাই। যদি দরখাস্ত-"কারী হাজির হইতে না পারে তবে এই প্রকার গতিকে "যে উপায় রীতিমতে করা যায় তদনুসারে ঐ দলীলে "দস্তখৎ হইতে পারে অর্থাৎ কোন নিযুক্ত মোখ্তারের "দ্বারা অথবা ঐ দলীলে দস্তখতের প্রমাণ করিবার যে "কমিসান নিযুক্ত হয় তাহার সম্মুখে দস্তখৎ হইতে "পারে"।

তদনুসারে জজ সাহেবের হুকুম মতান্তর করা গেল।

১৮৪৮ সাল ১৮ জানুআরি।

যে নানা দেনদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছে তাহারদের দায় অংশাংশ করিবার ডিক্রীদারের দরখাস্ত যদি নামঞ্জুর হয় তবে তাহার দ্বারা ঐ ডিক্রী তাহারদের সকলের প্রতিকূলে সাধারণে এবং একেং জারী করণের কোন বাধা নাই।

সালিহে খাতুন ও কামলে খাতুন। দরখাস্তকারী।

দরখাস্তকারিরদের ও গোলামইমাম চৌধুরী ও অন্যেরদের বিরুদ্ধে করম আলী চৌধুরী ও অন্যেরা ডিক্রী পাইয়া তাহারদের সম্পত্তি ক্রোক করাইয়াছিল। পরে ডিক্রীদারেরা কহিল যে ডিক্রীর টাকার ৵ আনা ৬ গণ্ডা ॥ কড়া= দুই ক্রান্তি হিসাব দরখাস্তকারিরদের স্থানে পাওনা আছে এবং গোলামইমাম চৌধুরী ও অন্যেরদের স্থানে ॥৵ আনা ১৩ গণ্ডা। কড়া – ক্রান্তি হিসাব পাওনা আছে। ঐ মোকদ্দমা নদীয়ার প্রধান সদর আমীনের আদালতে উপস্থিত ছিল অতএব ডিক্রীদারেরা তাঁহার নিকটে দরখাস্ত করিল যে দরখাস্তকারিরদের সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় এবং গোলামইমাম চৌধুরী ও অন্যেরদের জমা খালাস হয় যেহেতুক তাহারা ঐ টাকা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। তাহাতে প্রধান সদর আমীন কহিলেন যে দেনদারেরদের স্বতন্ত্র হিসাব কেবল জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা নিশ্চয় করা যাইতে পারে অতএব তিনি ১৮৪৭ সালের ৬ জুলাই তারিখে ঐ ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা নথীহইতে উঠাইয়া দিলেন।

The decree-holders then appealed to the Zillah Judge, who, on the 21st September following, allowed execution to be proceeded with against all the judgment debtors as before, as the decree was against them jointly and severally.

From this order the petitioners appealed to the Sudder Dewanny Adawlut, when the Court (present Mr. Hawkins) upheld it, as the petitioners had not satisfied the claims against them.

20th January, 1848.

Objections to a sale in execution of a decree, founded on its having been previously satisfied, cannot be heard after such sale when held after due notice.

Sreemuttee Dasee,—Petitioner.

Turruff Khetr Pala, the property of the petitioner, had been sold, on the 1st February, 1847, and purchased by Sumbhoo Chunder Mujmooadar in execution of a decree obtained against her by Omeschunder Ghose, Surbarakar on the part of Rajah Indur Bhoosun Deb Raee, a minor. Afterwards the petitioner represented to the Principal Sudder Ameen of Jessore, that she had settled with Ram Chunder Mujmooadar, a former Surbarakar, in satisfaction of the decree, and had his receipt in full endorsed upon it; notwithstanding which, the present Surbarakar had caused the sale of her property, without the issue of notice or proclamation as required by Law. This statement of the petitioner was contradicted both by the auction purchaser and the decree-holder: the former urging that she should have objected to the sale before it was held, and that she could not be heard after it; nevertheless the Principal Sudder Ameen, on the 1st June, 1847, reversed the sale, considering both the satisfaction of the decree and the non-issue of proclamation to have been established. On the 29th September following, the Zillah Judge reversed this order on appeal; because it appeared to him that the sale had been held after due notice given, and without the decree having been satisfied.

The petitioner then appealed to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court, (present Mr. Tucker, Sir R. Barlow, and Mr. Hawkins.) "As the Roobookaree, "of the Zillah Judge shows that the proclamation "was issued, and no irregularity appears in the "sale proceedings, and the petitioner did not pre-"fer her objections before the sale that she had "satisfied the decree, there being no grounds for "the summary reversal of the sale, the order of the "Zillah Judge must be confirmed." Order accordingly.

পরে ডিক্রীদারেরা জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল করিলে তিনি ১৮৪৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে এই হুকুম করিলেন যে ঐ ডিক্রী সাধারণে ও একে২ সকল দেনদারের বিরুদ্ধে হইয়াছিল অতএব ডিক্রীর মধ্যে লিখিত সকল দেনদারের বিরুদ্ধে পূর্ব্বের মতে ডিক্রী জারী করিতে অনুমতি দিলেন।

এই হুকুমের উপর দরখাস্তকারিরা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হকিন্স সাহেব তাহা বহাল রাখিলেন যেহেতুক দরখাস্তকারিরা আপনারদের দেনা টাকা পরিশোধ করে নাই।

১৮৪৮ সাল ২০ জানুআরি।

উপযুক্ত এত্তেলা দেওনপূর্ব্বক ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইলে পর ঐ ডিক্রীর মতাচরণ পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিয়া নীলামের বিষয়ে কোন আপত্তি শুনা যাইতে পারে না।

শ্রীমতী দাসী। দরখাস্তকারিণী।

নাবালগ রাজা ইন্দ্রভূষণ দেব রায়ের সরবরাহকার উমেশচন্দ্র ঘোষ দরখাস্তকারিণীর বিরুদ্ধে এক ডিক্রী পাইল এবং তাহা জারী করিয়া ১৮৪৭ সালের ১ ফেব্রুআরি তারিখে তরফ ক্ষেত্রপালনামক দরখাস্তকারিণীর সম্পত্তি নীলাম করিল ঐ সম্পত্তি শম্ভুচন্দ্র মজুমদার খরীদ করিয়াছিল। তাহার পরে দরখাস্তকারিণী যশোহরের প্রধান সদর আমীনের নিকটে এই দরখাস্ত করিল যে ঐ ডিক্রীর মতাচরণ করিয়া আমি সাবেক সরবরাহকার রামচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম এবং ঐ ডিক্রীর পৃষ্ঠে মজুমদার সম্পূর্ণ রসীদ লিখিয়া দিয়াছে কিন্তু এইমত হইলেও বর্ত্তমান সরবরাহকার আইনমতে কোন এত্তেলা কি ঘোষণাপত্র জারী না করিয়া আমার সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়াছে। দরখাস্তকারিণীর এই কথা নীলামী খরীদার এবং ডিক্রীদার উভয়ে অস্বীকার করিল। খরীদার কহিল যে নীলাম হওনের পূর্ব্বে দরখাস্তকারিণীর সেই বিষয়ে আপত্তিকরা উচিত ছিল কিন্তু নীলামের পরে তাহার ওজর শুনা যাইতে পারে না। তথাপি প্রধান সদর আমীন বোধ করিলেন যে ঐ ডিক্রী পূর্ব্বে জারী হইয়াছে এবং ঘোষণাপত্র প্রকাশ হয় নাই ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে এবং ১৮৪৭ সালের ১ জুন তারিখে নীলাম অসিদ্ধ করিলেন। জিলার জজ সাহেবের নিকটে এই হুকুমের উপর আপীল হইলে তিনি ১৮৪৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ হুকুম অন্যথা করিলেন যেহেতুক ঐ নীলাম উপযুক্ত এত্তেলা দেওনের পরে হইয়াছিল এবং ঐ ডিক্রীর মতাচরণ পূর্ব্বে হয় নাই তাঁহার এমত বোধ হইল।

দরখাস্তকারিণী সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত সর আর বার্লো সাহেব ও শ্রীযুত হকিন্স সাহেব এই হুকুম করিলেন "যে জিলার জজ সাহেবের রুবকারীর দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ "হইয়াছিল এবং নীলামের কার্য্যেতে কোন বেদাড়া "কার্য্য দৃষ্ট হয় না এবং দরখাস্তকারিণী পূর্ব্বে ডিক্রীর "মতাচরণ করিয়াছে বলিয়া কোন আপত্তি নীলামের "পূর্ব্বে করিল না অতএব সমারীমতে নীলাম অন্যথা "করণের কোন হেতু নাই এবং জিলার জজ সাহেবের "হুকুম বহাল রাখিতে হইবেক।" তদনুসারে হুকুম হইল।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 2.

To the Civil Judges in the Lower Provinces.

The Sudder Dewanny Adawlut notify, for general information, that their Court will be closed on the dates indicated in the annexed Memorandum, being the days on which English, Mahomedan, and Hindoo holidays will take place in the present year 1848, and they hereby authorize the closing of the Civil Courts in the several Districts under their control, for the same periods.

Fort William, the 25th February, 1848.

W. KIRKPATRICK, *Deputy Register.*

Statement of English, Mahomedan, and Hindoo holidays in the year 1848.

Names of Holidays.	English Month.	Bengalee Month.	Days of the Week.
New year's day,	1st January,	18th Poos 1254,	Saturday.
Akheree Chahar Sumba,	2d February,	21st Maugh,	Wednesday.
Busunt Punchumee,	9th and 10th Do.,	28th and 29th Do.,	Wednesday and Thursday.
Futteh Dwazduhun,	18th Do.	7th Falgoon,	Friday; but if the Moon be visible on the 7th February, then on the 19th.
Sheorathree,	3d and 4th March,	21st and 22d Falgoon,	Friday and Saturday.
Doljathra, including Eclipse of the Moon,	19th, 20th and 21st March,	7th, 8th and 9th Chyte,	Sunday to Tuesday.
Barunee Usnan,	1st April,	20th Chyte,	Saturday.
Churruk Poojah,	10th and 11th April,	29th and 30th Chyte,	Monday and Tuesday.
Ramnowmee,	12th Do.,	1st Bysakh 1255,	Wednesday.
Good Friday,	21st Do.,	10th Bysakh,	Friday.
Queen's Birthday,	24th May,	12th Jyte,	Wednesday.
Dusserah Gunga Poojah,	10th June,	29th Do.,	Saturday.
Usnan Jattra,	16th Do.,	4th Ashar,	Friday.
Ruth Jattra,	2d July,	20th Do.,	Sunday.
Ooltah Ruth,	10th Do.,	28th Do.,	Monday.
Shub-e-burat,	16th Do.,	2d Surwan,	Sunday; if the Moon be visible on the 3rd July, then on the 17th, Monday.
Raksha Bundun,	14th August,	31st Surwan,	Monday.
Junum Ushtumee,	22d and 23d Do.,	8th and 9th Bhadoon,	Tuesday and Wednesday.
Eedool fitre,	31st August, and 1st September,	17th and 18th Do.,	Thursday and Friday; if the Moon be visible on the 31st August, then on the 1st and 2d September, Friday and Saturday.
Eclipse of the Moon,	14th September,	31st Bhadoon,	Thursday, provided the Eclipse be visible on the previous night.
Dusserah Vacation, including Mahaloya, Dewallee, and Bhydooj,	24th September to 29th October (both days inclusive,)	10th Assin to 14th Kartick, (both days inclusive,)	Sunday to Sunday.

Names of Holidays.	English Month.	Bengalee Month.	Days of the week.
Juggut-dhuttree Poojah, ...	5th and 6th November, ...	21st and 22d Kartick, ...	Sunday and Monday.
Edooz Zoha, ...	7th and 8th Do., ...	23d and 24th Do., ...	Tuesday and Wednesday; if the Moon be visible on the 29th October, then on the 8th and 9th November, Wednesday and Thursday.
Kartick Poojah, ...	14th and 15th November, ...	30th Kartick and 1st Ughrun, ...	Tuesday and Wednesday.
Mohurrum, ...	28th November to 12th December, (both days inclusive,)	14th to 28th Ughrun, both days inclusive,	Tuesday to Tuesday; if the Moon be visible 28th November, then from 29th November to 13th December, Wednesday to Wednesday.
Christmas-day, ...	25th December, ...	12th Poos, ...	Monday.

*** The holidays falling in the latter part of 1254, B. S. are included here, with a view to make this list complete.

(True copy,) W. KIRKPATRICK, *Deputy Register.*

সদর দেওয়ানী আদালতের সরকুলর অর্ডর।

২ নম্বর।

বাঙ্গালাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত সিবিল জজ সাহেব বরাবরেষু।

সদর দেওয়ানী আদালত সকল লোককে জানাইতেছেন যে বর্ত্তমান ১৮৪৮ সালে ইঙ্গরেজী ও হিন্দু ও মুসলমানের পরবের নিমিত্ত সদর আদালত পশ্চাৎ লিখিত তালিকার নির্দ্দিষ্ট দিবসে বন্দ হইবেক এবং তাঁহারদের অধীন নানা জিলার দেওয়ানী আদালত সেই২ দিবসে বন্দ করিতে হুকুম দিতেছেন।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৮। ২৫ ফেব্রুআরি।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

১৮৪৮ সালে ইঙ্গরেজী ও মুসলমানেরদের ও হিন্দুরদের পরবের তালিকা।

পরবের নাম।	ইঙ্গরেজী মাস	বাঙ্গলা মাস	সপ্তাহের দিবস
নূতন বৎসরারম্ভ	১ জানুআরি	১২৫৪। ১৮ পৌষ	শনিবার
আখেরী চহার শোম্বা	২ ফেব্রুআরি	„ ২১ মাঘ	বুধবার
বসন্ত পঞ্চমী	৯। ১০ ঐ	„ ২৮। ২৯ ঐ	বুধ ও বৃহস্পতিবার
ফতে দোআজদহম	১৮ ঐ	„ ৭ ফাল্গুণ	শুক্রবার কিন্তু যদি চন্দ্র ৭ ফেব্রুআরি তারিখে দেখা যায় তবে ১৯ তারিখে
শিবরাত্রি	৩। ৪ মার্চ	„ ২১। ২২ ফাল্গুণ	শুক্র ও শনিবার
দোলযাত্রা ও চন্দ্রগ্রহণ	১৯। ২০। ২১ মার্চ	„ ৭। ৮। ৯ চৈত্র	রবি ও সোম ও মঙ্গলবার
বারুণী স্নান	১ আপ্রিল	„ ২০ চৈত্র	শনিবার
চড়কপূজা	১০। ১১ আপ্রিল	„ ২৯। ৩০ চৈত্র	সোম ও মঙ্গলবার

পরবের নাম।	ইঙ্গরেজী মাস।	বাঙ্গলা মাস	সপ্তাহের দিবস
রামনবমী	১২ আপ্রিল	১২৫৫। ১ বৈশাখ	বুধবার
গুডফ্রাইডে	২১ ঐ	„ ১০ বৈশাখ	শুক্রবার
শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর জন্মদিন	২৪ মে	„ ১২ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার
দশহরা গঙ্গা পূজা	১০ জুন	„ ২৯ ঐ	শনিবার
স্নানযাত্রা	১৬ ঐ	„ ৪ আষাঢ়	শুক্রবার
রথযাত্রা	২ জুলাই	„ ২০ ঐ	রবিবার
উল্টা রথ	১০ ঐ	„ ২৮ ঐ	সোমবার
শুবই বরাৎ	১৬ ঐ	„ ২ শ্রাবণ	রবিবার কিন্তু যদি চন্দ্রকে ৩ জুলাই তারিখে দেখা যায় তবে ১৭ তারিখ সোমবার
রক্ষা বন্ধন	১৪ আগস্ট	„ ৩১ শ্রাবণ	সোমবার
জন্মাষ্টমী	২২। ২৩ ঐ	„ ৮। ৯ ভাদ্র	মঙ্গল ও বুধবার
ঈদউল ফিত্র	৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর	„ ১৭। ১৮ ঐ	বৃহস্পতি ও শুক্রবার যদি ৩১ আগস্ট চন্দ্রকে দেখা যায় তবে ১ ও ২ সেপ্টেম্বর শুক্র ও শনিবার
চন্দ্রগ্রহণ	১৪ সেপ্টেম্বর	„ ৩১ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার যদি তাহার পূর্ব্ব রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্ট হয়
দশহরা বন্দ ও মহালয়া ও দেওয়ালী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	২৪ সেপ্টেম্বরঅবধি ২৯ অক্টোবরপর্য্যন্ত	„ ১০ আশ্বিনঅবধি ১৪ কার্ত্তিকপর্য্যন্ত	রবিবারঅবধি রবিবারপর্য্যন্ত
জগদ্ধাত্রীপূজা	৫ ও ৬ নবেম্বর	„ ২১। ২২ কার্ত্তিক	রবি ও সোমবার
ঈদউজ্জহা	৭। ৮ ঐ	„ ২৩। ২৪ ঐ	মঙ্গল ও বুধবার যদি ২৯ অক্টোবর তারিখে চন্দ্রকে দেখা যায় তবে ৮। ৯ নবেম্বর বুধ ও বৃহস্পতিবার
কার্ত্তিক পূজা	১৪। ১৫ নবেম্বর	„ ৩০ কার্ত্তিক ও ১ অগ্রহায়ণ	মঙ্গল ও বুধবার
মহরম	২৮ নবেম্বরঅধি ১২ ডিসেম্বরপর্য্যন্ত	„ ১৪ অগ্রহায়ণঅবধি ২৮ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত	মঙ্গলবারঅবধি মঙ্গলবারপর্য্যন্ত। কিন্তু যদি ২৮ নবেম্বর তারিখে চন্দ্রকে দেখা যায় তবে ২৯ নবেম্বর বুধবারঅবধি ১৩ ডিসেম্বর বুধবারপর্য্যন্ত।
কৃসমাস দিন	২৫ ডিসেম্বর	„ ১২ পৌষ	সোমবার

*** এই তালিকা সম্পূর্ণ করণের অভিপ্রায়ে বাঙ্গলা ১২৫৪ সালের শেষে যে কএক পরব হয় তাহাও লেখা গিয়াছে।

(যথার্থ নকল)

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

EDUCATION NOTICE.

In consequence of Saturday, the 1st of April, being a Hindu holiday "Baronee" the examination of Candidates for promotion and employment in the Education Department, has been postponed to Monday, the 3d of April, 1848.

(By order,)

FRED. J. MOUAT, M. D.,
Secy. Council of Education.

Council of Education, March 25, 1848.

A Special Examination of Candidates for admission to the free and stipendiary lists of the Medical College, will be held in that Institution during the first week in April next.

2. There are several stipendiary vacancies of Eight Rupees per mensem each, tenable for five years. No candidate can be admitted under the full age of 16, or above that of 20 years, on any account whatever.

3. Every applicant for admission must bring a letter of recommendation from some respectable person, certifying that he is of good character, and worthy of admission to the privilege of studying Medicine.

4. The candidates must present themselves before the Secretary to the College, at least three days prior to the date of examination with a view to their being identified as the persons really desiring admission.

5. All candidates will be expected to possess a competent knowledge of English, so as to be able to read, write, and enunciate it with fluency and facility. They must be able to analyse a passage in Milton's Paradise Lost, Robertson's Histories, or works of a similar classical standard; be acquainted with the elements of Arithmetic, Algebra, Geometry, and Natural Philosophy; and bring certificates from the proper authorities of the College or School in which they have studied, expressly stating that they possess the information required and are capable of undergoing the ordeal proposed. The preference in selection will always be given to those who possess the greatest amount of information in the abovementioned branches of education.

6. The course of instruction given in the Bengal Medical College is recognized by the University of London, the Royal College of Surgeons of England, and the Worshipful Society of Apothecaries of London, the Degrees, Diploma, and License of which bodies respectively can be obtained by any pupil who has studied in Calcutta, provided he passes through the particular course and extent of study required by each; of which every particular may be ascertained on personal application to the Secretary, Medical College.

(By order,)

FRED. J. MOUAT, M. D.,
Secretary.

Council of Education, February 22d, 1848.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৮। ২৮ মার্চ।]

বিদ্যাধ্যাপনের বিজ্ঞাপন।

আপ্রিল মাসের ১ তারিখ শনিবার বারুণী স্নান হওয়াপ্রযুক্ত বিদ্যাধ্যাপনের ডিপার্টমেণ্টে নিযুক্ত হওন ও উচ্চ পদ প্রাপণাকাঙ্ক্ষিরদের ইমতিহান ১৮৪৮ সালের ৩ আপ্রিল তারিখ সোমবারে হইবেক।

(হুকুমক্রমে।)

এফ জে মৌআট।

বিদ্যাধ্যাপনের কৌন্সেলের সেক্রেটারী।

বিদ্যাধ্যাপনের কৌন্সেল।

১৮৪৮। ২৫ মার্চ।

মেডিকাল কালেজের বৈতনিক ও অবৈতনিক সম্প্রদায়ের পদ প্রাপণাকাঙ্ক্ষিরদের বিশেষ ইমতিহান আগামি আপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে উক্ত কালেজে হইবেক।

২। বৈতনিক কএক পদ শূন্য আছে তাহার বেতন মাসিক ৮৲ টাকা এবং তাহা পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত ভোগ হইতে পারে। ষোল বৎসরের ন্যূন কি বিশ বৎসরের অধিকবয়স্ক কোন পদাকাঙ্ক্ষিকে কোনমতে নিযুক্ত করা যাইতে পারিবেক না।

৩। ঐ পদাকাঙ্ক্ষি প্রত্যেক জনের আবশ্যক যে তিনি কোন সম্ভ্রান্ত লোকের স্থানহইতে এক সুপারিশপত্র আনেন তাহাতে ইহা লেখা থাকিবেক যে তিনি সদাচারী এবং ঔষধ বিদ্যা শিক্ষা করণের যোগ্য বটেন।

৪। যাঁহারা ঐ পদ পাইতে প্রার্থনা করেন তাঁহারদের অনন্যতা নিশ্চয় করণের অভিপ্রায়ে তাঁহারদের আবশ্যক যে ইমতিহানের দিবসের অন্যূন তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহারা কালেজের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে উপস্থিত হন।

৫। সকল পদাকাঙ্ক্ষির আবশ্যক যে তাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষা উত্তমরূপে জানেন ও শুদ্ধরূপে এবং সহজে তাহা পাঠ করিতে ও লিখিতে এবং উচ্চারণ করিতে পারেন। আরো তাঁহারদের আবশ্যক যে তাঁহারা মিল্টন পারাডৈস লষ্ট কিম্বা রাবর্টসনের ইতিহাস পুস্তক কি তত্তুল্য উত্তম পুস্তকের কোন ভাগের অর্থ করিতে পারেন এবং অঙ্ক বিদ্যা ও বীজগণিত বিদ্যা ও ভূমি পরিমাপক বিদ্যা ও পদার্থনির্ণায়ক বিদ্যার মূল নিয়ম জানেন এবং তাঁহারা যে কালেজে বা বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত কার্য্যকারকের স্থানহইতে এক সর্টিফিকট আনেন তাহাতে লেখা থাকিবেক যে তাঁহারা আবশ্যক জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রস্তাবিত ইমতিহান দিতে পারেন। যাঁহারা উপরের লিখিত বিদ্যাবিষয়ে অধিক জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাই অগ্রে মনোনীত হইবেন।

৬। বাঙ্গলা দেশের মেডিকাল কালেজে যেং বিষয়ের শিক্ষা হইতেছে তাহাতে লণ্ডন নগরের উনিবর্সিটির এবং ইঙ্গলণ্ড দেশের চিকিৎসকেরদের রাজকীয় কালেজের ও লণ্ডন নগরে ঔষধ প্রস্তুতকারিরদের অতিসম্ভ্রান্ত সভার সম্মতি আছে এবং কলিকাতায় যে ছাত্রেরা শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা যদি ঐ প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নিরূপিত বিশেষ বিদ্যাবলিতে বিজ্ঞ হন তবে তাঁহারা ঐ বিদ্যালয়ের উপাধি কিম্বা যোগ্যতার পত্র কি চিকিৎসা করণের অনুমতিপত্র পাইতে পারেন তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত যে কেহ জানিতে চাহেন তিনি স্বয়ং মেডিকাল কালেজের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

(হুকুমক্রমে।)

এফ জে মৌআট। সেক্রেটারী।

বিদ্যাধ্যাপনের কৌন্সেল। ১৮৪৮। ২২ ফেব্রুআরি।

NOTIFICATIONS.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

APPOINTMENTS.

The 17th March, 1848.

Moolvie Socjat Alli, Mahomedan Law Officer, to officiate for the Moonsiff of Rajarampore, Zillah Dinagepore, during the absence of the incumbent on deputation.

Baboo Ghunnoo Lall, Moonsiff of Bagdah, to be Moonsiff of Meherpoor, vice Baboo Gour Mohun Bidyalunkur deceased.

Baboo Ramgopal Shome, Moonsiff of Ranaghat, (which station is abolished) to be Moonsiff of Bagdah.

LEAVE OF ABSENCE.

The 17th March, 1848.

Baboo Greeschunder Chatterjea, Moonsiff of Pulasbaree, Zillah Rungpore, for 14 days in extension of that granted on the 16th ultimo.

B. J. Colvin, *Register*.

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৫০৭ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৮ সাল ৯ মার্চ।

যশোহরের সিবিল আসিস্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর সি পামর সাহেব (Dr. C. Palmer,) ঐ জিলার দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর ও হইবেন।

১৮৪৮ সাল ১৫ মার্চ।

শ্রীযুত এচ বি বেরেসফোর্ড সাহেবের (Mr. H. B. Beresford,) ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থান কিম্বা অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত শ্রীযুত ডবলিউ জে আলেন সাহেব (Mr. W. J. Allen,) ময়মুনসিংহের কালেক্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। গত মাসের ৯ তারিখের শ্রীযুত ডবলিউ বেল সাহেবের(Mr. W. Bell,) নিয়োগ রহিত হইল।

শ্রীযুত বাবু নবচন্দ্র বাঁড়ুয্যা ছুটী লইয়া অনুপস্থিত হওয়াপ্রযুক্ত তাঁহার কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে বলুআর অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী হামিদুল্লা খাঁ বাহাদুর বর্ত্তমান মাসের ১৩ তারিখঅবধি ত্রিপুরাতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৪৮ সাল ১৭ মার্চ।

এদেশীয় ৩২ পদাতিক পল্টনের লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুত এচ সি জেমস সাহেব (Lieutenant H. C. James,) আসিস্টাণ্ট রেবিনিউর সরবেয়র হইবেন এবং শ্রীযুত কাপ্তান স্মিথ সাহেবের (Captain Smyth,) অধীনে চব্বিশপরগনার রেবিনিউর সর্ব্বের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন।

১৮৪৮ সাল ২১ মার্চ।

ডবলিউ এম হৌএল সাহেবের (Mr. W. M. Howell,) মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত বড় ডি ব্রৌণ সাহেব (Mr. D. Brown, Senr.,) ত্রিহুতে গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ১৫ মার্চ।

ত্রিপুরার অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবচন্দ্র চাটুয্যা গত মাসের ৯ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে আরো এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

[*Government Gazette*, 28*th March*, 1848.]

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৮ সাল ১৭ মার্চ।

জিলা দিনাজপুরের রাজারামপুরের মুনসেফ সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রেরিত হওনপ্রযুক্ত তাঁহার অনুপস্থানপর্য্যন্ত ফতওয়াদায়ক শ্রীযুত মৌলবী সুজাত আলী তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

মৃত বাবু গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের পরিবর্ত্তে বাগদহের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ঘনুলাল মেহরপুরের মুনসেফ হইবেন।

রাণাঘাটের মুনসেফী পদ মৌকুফ হওয়াতে রাণাঘাটের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু রামগোপাল সোম বাগদহের মুনসেফ হইবেন।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ১৭ মার্চ।

জিলা রঙ্গপুরের পলাশবাড়ীর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র চাটুয্যা গত মাসের ১৬ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত চৌদ্দ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বি জে কলবিন। রেজিষ্টর।

১৮৪৮ সাল ১৬ মার্চ।

ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এবং কালেক্টর সাহেবের আসিস্টাণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ সি ওয়াটসন সাহেব (Mr. W. C. Watson,) চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে আট মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৮ সাল ২০ মার্চ।

শ্রীযুত কাপ্তান এস আর টিকেল সাহেবকে (Captain S. R. Tickell,) গত অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল বর্ত্তমান মাসের ৩ তারিখঅবধি রহিত হইল ঐ তারিখে তিনি ভাগলপুরের ও মুঙ্গেরের জরিপী কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৮ সাল ১৮ মার্চ।

সিবিলসম্পর্কীয় সিরিশ্তার শ্রীযুত ডবলিউ সি লকনর সাহেব ও শ্রীযুত এ আবরক্রম্বি সাহেব ও শ্রীযুত আর পি জেনকিন্স সাহেব ও শ্রীযুত জি এচ এম রিকেট্স সাহেব ও শ্রীযুত জে আর মাকিলপ সাহেব ও শ্রীযুত ডবলিউ মাক্ক্লেরি সাহেব ও শ্রীযুত ই এ প্রিন্সেপ সাহেব (Messrs. W. C. Lochner, A. Abercrombie, R. P. Jenkins, G. H. M. Ricketts, J. R. Mackillop, W. McChlery, and E. A. Prinsep,) এদেশীয় দুই ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া সরকারী কর্ম্মের উপযুক্ত এমত রিপোর্ট হইয়াছে।

১৮৪৮ সাল ২২ মার্চ।

সিবিলসম্পর্কীয় সিরিশ্তার শ্রীযুত এচ বি হারিংটন সাহেব ও শ্রীযুত ই টি ট্রেবর সাহেব (Messrs. H. B. Harington and E. T. Trevor,) ইঙ্গলণ্ডে গমনার্থ "অরল অফ হার্ডুইক" নামক জাহাজে আরোহণ করিয়াছেন ঐ জাহাজ গত মাসের ১৮ তারিখে আড়্কাটি সাহেব সমুদ্রে ছাড়িয়া আইসেন।

ভাগলপুরের কালেক্টর শ্রীযুত পি ই জি টেলর সাহেব (Mr. P. E. G. Taylor,) বর্ত্তমান মাসের ৮ তারিখে আপন কর্ম্মের ভার শ্রীযুত ডবলিউ সি ওয়াটসন সাহেবের (Mr. W. C. Watson,) স্থানে গ্রহণ করেন।

মেদিনীপুরের কালেক্টর শ্রীযুত জে এস টরেন্স সাহেব (Mr. J. S. Torrens,) বর্ত্তমান মাসের ১৩ তারিখে আপন কর্ম্মের ভার অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত শিবচন্দ্র দেবের স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত আর ই কনলিফ সাহেব (Mr. R. E. Cunliffe,) বর্ত্তমান মাসের ১৪ তারিখে আপন সিরিশ্তার কর্ম্মের ভার ঐ জিলার একটিং প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করেন।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর সাহেবের হুকুমক্রমে। এফ জে হালিডে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

৫৩৫ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৮ সাল ১৮ মার্চ।

শ্রীযুত লালা শঙ্করলাল ছিলটের প্রধান সদর আমীন হইবেন।

১৮৪৮ সাল ২২ মার্চ।

শ্রীযুত ডবলিউ সি লকনর সাহেব (Mr. W. C. Lochner,) নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এবং কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত আর পি জেনকিন্স সাহেব (Mr. R. P. Jenkins,) ত্রিহুতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত এ আবরক্রম্বি সাহেব (Mr. A. Abercrombie,) ঢাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী করিমদাদ খাঁ চাটিগাঁহইতে উঠিয়া ছিলটে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৪৮ সাল ২৩ মার্চ।

শ্রীযুত ই টি ট্রেবর সাহেব (Mr. E. T. Trevor,) যে তারিখে ইঙ্গলণ্ডে গমন করেন তাহা অর্থাৎ বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখঅবধি শ্রীযুত জি পি লেষ্টর সাহেব (Mr. G. P. Leycester,) নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ২২ মার্চ।

পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী নৈয়দ ফজলরব্বি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে পাঁচ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

রঙ্গপুরের সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত জে জৌএট সাহেব (Mr. J. Jowett,) স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে বিশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের আবকারীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ সমাদ্দার স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে বর্ত্তমান মাসের ১৯ তারিখঅবধি তের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৮ সাল ২২ মার্চ।

পুরুলিয়ার সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত জে পি কেলি সাহেবকে (Mr. J. P. Kelly,) গত মাসের ১৬ তারিখে স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে যে দুই মাসের ছুটী দেওয়া যায় তাহা তাঁহার প্রার্থনায় রহিত হইল।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

INSOLVENT COURT. যোত্রহীনেরদের আদালত।

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

That by an order bearing date the 26th of February last, in the matters of SHAIK ABDULLAH, late of College Street, in the Town of Calcutta, a Pleader in the Civil Court of the 24-Pergunnahs, and late a Prisoner confined in the Common Gaol of Calcutta, it was amongst other things ordered that personal service of the notice of hearing in the matters of his Petition, which are appointed to be heard in the said Court, on Saturday, the 6th day of May next, at the hour of eleven o'clock in the forenoon, be dispensed with in respect to all the former Creditors of the said Insolvent, whose names are inserted in the Schedule filed by him on the 19th day of February last, and that in lieu thereof notice of the day so appointed for hearing be published once in each of the English and Bengalee Newspapers of Calcutta, therein mentioned; and that by another order bearing date the 17th March instant, it was amongst other things ordered that the Schedule of the said Insolvent be and that the same has been accordingly amended by adding Creditors.

Calcutta, 21st March, 1848. PAUL and SMELT, *Insolvent's Attornies.*

শহর কলিকাতার অক্ষম ঋনিরদিগের পরিত্রাণার্থ আদালত।

পূর্ব্বে জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতের উকীল কলিকাতা নম্বরের কালেজ ষ্ট্রিটনিবাসী ও পরে কলিকাতা নগরের সাধারণ জেলখানায় কয়েদী সেখ আবদুল্লার বিষয়ে গত ফেব্রুআরি মাসের ২৬ তারিখে অন্যান্য হুকুমের মধ্যে এই হুকুমও হইল যে তাঁহার দরখাস্তের মর্ম্মের যে শুননি আগামি মে মাসের ৬ তারিখ শনিবার বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে উক্ত আদালতে হইবার নির্দ্ধারণ হইয়াছে সেই শুননির এত্তেলা গত ফেব্রুআরি মাসের ১৯ তারিখে উক্ত যোত্রহীন যে তফসীল দাখিল করেন তাহাতে পূর্ব্বকার যে মহাজনেরদের নাম লেখা গেল তাঁহারদের প্রতি জারী হইবেক না এবং তাহার পরিবর্ত্তে ঐ শুননির নিরূপিত দিবসের বিষয়ের এত্তেলা ঐ হুকুমে লিখিত কলিকাতার ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা প্রত্যেক সম্বাদপত্রে একবার প্রকাশ হয়। এবং বর্ত্তমান মার্চ মাসের ১৭ তারিখে অন্যান্য হুকুমের মধ্যে এই হুকুমও হইল যে উক্ত যোত্রহীনের তফসীলে আর কএক মহাজনের নাম লিখিয়া তাহা শুধরান যায় তদনুসারে শুধরান গেল।

কলিকাতা ১৮৪৮। ১৪ মার্চ। পাউল ও স্মেল্ট। যোত্রহীনের উকীল।

In the matter of ROBERT BLACKLOCK LAKE, and WILLIAM HAMMILL, of Writers' Buildings, in the Town of Calcutta, Merchants and Agents, carrying on business under the name, style and firm of Lake, Hammill and Co., now residing at the French Settlement of Chandernagore, in the Province of Bengal.

NOTICE is hereby given, that by an order of the said Court, made on the 22d day of March instant, it is adjudged that the Petition of Greeschunder Bose, a creditor of the said ROBERT BLACKLOCK LAKE, and WILLIAM HAMMILL, was true, and that the said Robert Blacklock Lake, and William Hammill, have committed an act of insolvency, and that by another order of the said Court, made on this day, William Macpherson, Esq., was appointed Assignee of the Estate of the said Insolvent.

Dated this 22nd day of March, 1848.

PAUL and SMELT, *Attornies for the Petitioning Creditor.*

লেক হামিল কোম্পানির নামে সওদাগরী ও এজেন্টী কর্ম্মকারী পূর্ব্বে কলিকাতা নগরের রাইটর বিল্‌ডিং নিবাসী এক্ষণে বাঙ্গলা দেশের ফ্রান্সীয়েরদের অধীন চন্দননগরনিবাসি রাবর্ট ব্লাকলক লেক সাহেব ও উলিয়ম হামিল সাহেবের বিষয়ে

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান মার্চ মাসের ২২ তারিখে উক্ত আদালতে নির্দ্ধারণ হইল যে উক্ত রাবর্ট ব্লাকলক লেক সাহেবের ও উলিয়ম হামিল সাহেবের মহাজন গিরিশচন্দ্র বসু যে দরখাস্ত দাখিল করেন তাহা সত্য এবং উক্ত রাবর্ট ব্লাকলক লেক সাহেব ও উলিয়ম হামিল সাহেব যোত্রহীন বটেন এবং উক্ত আদালতে অদ্য আরো হুকুম হইল যে শ্রীযুত উলিয়ম মাকফরসন সাহেব উক্ত যোত্রহীনেরদের ইষ্টেটের আসৈনি পদে নিযুক্ত হন্ ইতি।

কলিকাতা ১৮৪৮। ২২ মার্চ। পাউল ও মেল্ট। দরখাস্তকারি মহাজনের উকীল।

In the matter of JOHN ARMSTRONG CURRIE, an Insolvent.

On Saturday, the 4th day of March instant, upon an application of the Assignee in this matter, it was ordered that the said Assignee do from and out of the sum of Co.'s Rs. 1306-7-11 in his hands pay a dividend at the rate of Co.'s 8as. per cent. (which will amount to the sum of Co.'s Rs. 1173-13-6,) upon the several claims admitted on the Schedule of the said Insolvent so soon as such claims shall be duly substantiated to the satisfaction of the said Assignee.

Notice whereof is hereby given.

Assignee's Office, 23d March, 1848.

যোত্রহীন জান আর্ম্মস্ট্রং করি সাহেবের বিষয়ে

এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের দরখাস্তমতে বর্ত্তমান মার্চ মাসের ৪ তারিখে হুকুম হইল যে উক্ত যোত্রহীনের তফসীলে যে সকল দাওয়া মঞ্জুর হইয়াছে সেই সকল দাওয়া উক্ত আসৈনি সাহেবের খাতিরজমামতে সাবুদ হইলে তাঁহার হাতে যে কোং ১৩০৬ ।৶১১ টাকা আছে তাহাহইতে তিনি ঐ প্রত্যেক দাওয়ার উপর শতকরা কোং ॥০ আনা ডিবিডেণ্ড দেন্ অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ১১৭৩৸৬ টাকা দেন।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া গেল।

আসৈনির দপ্তরখানা।

১৮৪৮। ২৩ মার্চ।

The like Notice in the matter of HURRYHUR MOOKERJEE, an Insolvent, in which it was ordered that out of the sum of Co.'s Rs. 2658-13-10, a dividend at 10 per cent (amounting to Co.'s Rs. 2341-11-9,) be paid.

যোত্রহীন হরিহর মুখুয্যার বিষয়ে উক্ত প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে হুকুম হইল যে কোং ২৬৫৮৸১০ টাকাহইতে শতকরা ১০৲ টাকার হারে ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ২৩৪১ ॥৶৯ টাকা দেওয়া যায়।

The like Notice in the matter of STEPHEN WILLIAMS, an Insolvent, in which it was ordered that out of the sum of Co.'s Rs. 1757-9-5, a dividend at the rate of 6 per cent. (amounting to Co.'s Rs. 1411-7-6,) be paid.

যোত্রহীন ষ্টিবন উলিয়মস সাহেবের বিষয়ে উক্ত প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে হুকুম হইল যে কোং ১৭৫৭ ॥৶৫ টাকাহইতে শতকরা ৬৲ টাকার ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ১৪১১ ।৶৬ টাকা দেওয়া যায়।

The like Notice in the matter of JAMES SMALL, an Insolvent, in which it was ordered that out of the sum of Co.'s Rs. 1971-5-2, a dividend at the rate of 32 per cent. (amounting to Co.'s Rs. 1779-13-11,) be paid.

যোত্রহীন জেম্‌স স্মাল সাহেবের বিষয়ে উক্ত প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে হুকুম হইল যে কোং ১৯৭১ ।৶১ টাকাহইতে শতকরা ৩২৲ টাকার ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ১৭৭৯৸১১ টাকা দেওয়া যায়।

The like Notice in the matter of BENJAMIN HARVEY, an Insolvent, in which it was ordered that out of the sum of Co.'s Rs. 6800-6-6, a dividend at the rate of 25 per cent. (amounting to Co.'s Rs. 6502-, 0-7,) be paid.

যোত্রহীন বেঞ্জামিন হার্বি সাহেবের বিষয়ে উক্ত প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে হুকুম হইল যে কোং ৬৮০০ ।৶৬ টাকাহইতে শতকরা ২৫৲ টাকার ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ৬৫০২৲৭ টাকা দেওয়া যায়।

The like Notice in the matter of NILRUTTON HOLDAR, an Insolvent, in which it was ordered that out of the sum of Co's Rs. 1597-2-8, a dividend at the rate of 1 per cent. (amounting to Co.'s Rs. 1422-3-3,) be paid.

যোত্রহীন নীলরত্ন হালদারের বিষয়ে উক্ত প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে হুকুম হইল যে কোং ১৫৯৭৶৮ টাকাহইতে শতকরা ১৲ টাকার ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ১৪২২৶৩ টাকা দেওয়া যায়।

The like Notice in the matter of AUGUSTUS GABRIEL ROUSSAC, an Insolvent, in which it was ordered that out of the sum of Co.'s Rs. 6415-15-6, a dividend at the rate of Co.'s Rs. 6 per 100 Sa. Rs. (amounting to Co.'s Rs. 6206-7-6,) be paid.

যোত্রহীন আগষ্টস গেব্রিয়েল রুসাক সাহেবের বিষয়ে উক্ত প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে হুকুম হইল যে কোং ৬৪১৫৸৬ টাকাহইতে সিক্কা শতকরা কোং ৬৲ টাকার ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ৬২০৬ ।৶৬ টাকা দেওয়া যায়।

The like Notice in the matter of RUGGOONAUTH BOSE, an Insolvent, in which it was ordered that out of the sum of Co.'s Rs. 909-1-9, a dividend at ½ per cent. (amounting to Co.'s Rs. 556-12-6,) be paid.

যোত্রহীন রঘুনাথ বসুর বিষয়ে উক্ত প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে হুকুম হইল যে কোং ২০৯/১ টাকাহইতে শতকরা ॥০ আনার ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ৫৫৬৸৬ টাকা দেওয়া যায়।

The like Notice in the matter of CHARLES MOTTLEY, an Insolvent, in which it was ordered that out of the sum of Co.'s Rs. 3388-7-6, a dividend at the rate of 3 per cent. (amounting to Co.'s Rs. 3283-13-6,) be paid.

যোত্রহীন চার্লস মটলি সাহেবের বিষয়ে উক্ত প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে হুকুম হইল যে কোং ৩৩৮৮ ৷৶৬ টাকাহইতে শতকরা ৩৲ টাকার ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ৩২৮৩৸৶ ৬ টাকা দেওয়া যায়।

The like Notice in the matter of GEORGE ROBERT WILTON, an Insolvent, in which it was ordered that out of the sum of Co.'s Rs. 1647-5-9, a dividend at the rate of Co.'s Rs. 4 per 100 Sa. Rs. (amounting to Co.'s Rs. 1429-11-10,) be paid.

যোত্রহীন জার্জ রাবর্ট উইলটন সাহেবের বিষয়ে উক্ত প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে হুকুম হইল যে কোং ১৬৪৭ ৷৵২ টাকাহইতে সিক্কা শতকরা কোং ৪৲ টাকার ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ১৪২৯ ॥৶১০ টাকা দেওয়া যায়।

The like Notice in the matter of GEORGE JAMES GORDON, an Insolvent, in which it was ordered that out of the sum of Co.'s Rs. 1002-2-2, a dividend at the rate of Co.'s 1 R. 10 as. per 100 Sa. Rs. (amounting to Co.'s Rs. 802-8-9,) be paid.

যোত্রহীন জার্জ জেম্‌স গার্ডন সাহেবের বিষয়ে উক্ত প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে হুকুম হইল যে কোং ১০০২৵২ টাকাহইতে সিক্কা শতকরা কোং ২ ॥৶ ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ৮০২ ৷৯ টাকা দেওয়া যায়।

The like Notice in the matter of GEORGE ALBERT SHEPPARD, an Insolvent, in which it was ordered that out of the sum of Co.'s Rs. 2612-2-1, a dividend at the rate of 1½ per cent. (amounting to Co.'s Rs. 1785-5-1,) be paid.

যোত্রহীন জার্জ আলবর্ট সেপর্ড সাহেবের বিষয়ে উক্ত প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে হুকুম হইল যে কোং ২৬১২৵১ টাকাহইতে শতকরা ১ ॥০ টাকা ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ১৭৮৫ ৷৵১ টাকা দেওয়া যায়।

The like Notice in the matter of ANDREW HERVEY, an Insolvent, in which it was ordered that out of the sum of Co.'s Rs. 6891-2-4, a dividend at the rate of 3 per cent. (amounting to Co.'s Rs. 5962-12-3,) be paid.

যোত্রহীন আন্ড্রু হার্বি সাহেবের বিষয়ে উক্ত প্রকার সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে হুকুম হইল যে কোং ৬৮৯১৵৪ টাকাহইতে শতকরা কোং ৩৲ টাকার ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ৫৯৬২৸৩ টাকা দেওয়া যায়।

In the matter of JAMES WILLIAM HENRY ILBERY and another, Insolvents.

On Saturday, the 4th day of March instant, upon an application of the Assignee in this matter, it was ordered that the said Assignee do from and out of the sum of Co.'s Rs. 11,508-6-8, in his hands, pay a dividend at the rate of Co.'s Rs. three per cent., (which will amount to the sum of Co.'s Rs. 10,200,) upon the several claims admitted on the Schedule of the said Insolvent, so soon as such claims shall be duly substantiated to the satisfaction of the said Assignee.

Notice whereof is hereby given.

Assignee's Office, 24th March, 1848.

যোত্রহীন জেম্‌স উলিয়ম হেনরি ইলবরি সাহেব ও অন্যের বিষয়ে

এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের দরখাস্তমতে বর্ত্তমান মার্চ মাসের ৪ তারিখ শনিবারে হুকুম হইল যে উক্ত যোত্রহীনের তফসীলে যে সকল দাওয়া মঞ্জুর হইয়াছে তাহা উক্ত আসৈনি সাহেবের খাতিরজমামতে সাবুদ হইলে তাঁহার হাতে যে কোং ১১,৫০৮ ৷৶৮ টাকা আছে তাহাহইতে তিনি ঐ প্রত্যেক দাওয়ার উপর শতকরা ৩৲ টাকার ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ১০,২০০৲ টাকা দেন।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া গেল।

১৮৪৮। ২৪ মার্চ। আসৈনির দফ্তরখানা।

In the matter of WILLIAM FAIRLIE CLARK and others, Insolvents.

On Saturday, the 4th day of March instant, upon an application of the Assignee in this matter, it was ordered that the said Assignee do from and out of the sum of Co.'s Rs. 53,533-10-9, in his hands, pay a dividend at the rate of Co.'s annas two and six pies per cent., (which will amount to the sum of Co.'s Rs. 53,223,) upon the several claims admitted on the Schedule of the said Insolvent, so soon as such claims shall be duly substantiated to the satisfaction of the said Assignee.

Notice whereof is hereby given.

Assignee's Office, 24th March, 1848.

যোত্রহীন উলিয়ম ফের্লি ক্লার্ক সাহেব এবং অন্যেরদের বিষয়ে

এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের দরখাস্তমতে বর্ত্তমান মার্চ মাসের ৪ তারিখ শনিবারে হুকুম হইল যে উক্ত যোত্রহীনের তফসীলে যে সকল দাওয়া মঞ্জুর হইয়াছে তাহা উক্ত আসৈনি সাহেবের খাতিরজমামতে সাবুদ হইলে তাঁহার হাতে যে কোং ৫৩,৫৩৩ ॥৶২ টাকা আছে তাহাহইতে ঐ প্রত্যেক দাওয়ার উপর শতকরা ৵৬ ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ৫৩,২২৩৲ টাকা দেন।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া গেল।

১৮৪৮। ২৪ মার্চ। আসৈনির দফ্তরখানা।

In the matter of HENRY CHAPMAN KEMP, or T. HYDE GARDINER and Co., an Insolvent.

On Saturday, the 4th day March instant, upon an application of the Assignee in this matter, it was ordered that the said Assignee do from and out of the sum of Co.'s Rs. 14,078-9-6, in his hands, pay a

dividend at the rate of Co.'s Rs. Six per cent (which will amount to the sum of Co.'s Rs. 13,260,) upon the several claims admitted on the Schedule of the said Insolvent, so soon as such claims shall be duly substantiated to the satisfaction of the said Assignee.

Notice whereof is hereby given.

Assignee's Office, 24th March, 1848.

যোত্রহীন হেনরি চাপমান কেম্প সাহেব অথবা টি হাইড গার্ডিনর কোম্পানির বিষয়ে

এই বিষয়ে উক্ত আসৈনি সাহেবের দরখাস্তমতে বর্ত্তমান মার্চ মাসের ৪ তারিখ শনিবারে হুকুম হইল যে উক্ত যোত্রহীনের তফসীলের লিখিত যে সকল দাওয়া মঞ্জুর হইয়াছে তাহা উক্ত আসৈনি সাহেবের খাতিরজমামতে সাবুত হইলে তাঁহার হাতে যে কোং ১৪০৭৮৷৶৬ টাকা আছে তাহাহইতে তিনি ঐ প্রত্যেক দাওয়ার উপর শতকরা ৬৲ টাকার ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ১৩,২৬০৲ টাকা দেন।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া গেল।

১৮৪৮। ২৪ মার্চ। আসৈনির দপ্তরখানা।

In the matter of JAMES YOUNG and others, Insolvents.

On Saturday, the 4th day of March instant, upon an application of the Assignee in this matter, it was ordered that the said Assignee do from and out of the sum of Co.'s Rs. 66,570-2-9, in his hands, pay a dividend at the rate of Co.'s annas two and nine pies per cent. (which will amount to the sum of Co.'s Rs. 64,726,) upon the several claims admitted on the Schedule of the said Insolvent, so soon as such claims shall be duly substantiated to the satisfaction of the said Assignee.

Notice whereof is hereby given.

Assignee's Office, 24th March, 1848.

যোত্রহীন জেম্স ইয়ং সাহেব ও অন্যেরদের বিষয়ে

এই বিষয়ে আসৈনি সাহেবের দরখাস্তমতে বর্ত্তমান মার্চ মাসের ৪ তারিখ শনিবারে হুকুম হইল যে উক্ত যোত্রহীনের তফসীলে যে সকল দাওয়া মঞ্জুর হইয়াছে তাহা উক্ত আসৈনি সাহেবের খাতিরজমামতে সাবুদ হইলে তাঁহার হাতে যে কোং ৬৬,৫৭০৶৯ টাকা আছে তাহাহইতে তিনি ঐ প্রত্যেক দাওয়ার উপর শতকরা ৶৯ ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ কোং ৬৪,৭২৬ টাকা দেন।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া গেল।

১৮৪৮। ২৪ মার্চ। আসৈনির দপ্তরখানা।

In the matter of the Petition of JOHN ARMSTRONG, sued by the name of J. Armstrong, of Jackson's Ghaut Street, in the Town of Calcutta, who heretofore carried on business as an Engineer, and a Brass and Iron Founder, under the name or style of Aitcheson and Company, adjudged entitled on Saturday, the 17th day of October, 1846, to the benefit of the Act of the 9th George the 4th, Chapter 73, entitled "an Act to provide for the Relief of Insolvent Debtors in the East Indies."

NOTICE is hereby given, that by an order made in this Court, on Monday, the 28th day of the month of December last, it was ordered that the Petition of the said John Armstrong, praying that his Petition for discharge from all his debts due at the time of his insolvency on the 26th day of the month of August, 1846, and from all liabilities for which the said John Armstrong was then liable, be received and filed in this Court, and due notice thereof given according to the provisions of the Act in such case made and provided.

The application for the final discharge of the said John Armstrong will be made on Saturday, the 6th day of May next.

Calcutta, 25th March, 1848. SHAW and LYONS, *Insolvent's Attornies.*

এচিসন কোম্পানির নামে এঞ্জিনিয়র ও কাঁসারি ও লোহার কর্ম্মকারি পূর্ব্বে কলিকাতা নগরের জাক্সন ঘাটের রাস্তানিবাসি জে আর্ম্মষ্ট্রং নামে সফীনাহওয়া জান আর্ম্মষ্ট্রং সাহেব ভারতবর্ষের যোত্রহীন খাতকদের উপকারার্থ আইন নামক চতুর্থ জর্জ রাজার অধিকারের নবম বৎসরের ৭৩ অধ্যায়ের লিখিত আইনক্রমে উপকার পাইতে পারেন এমত নির্দ্ধারণ ১৮৪৬ সালের ১৭ অক্টোবর তারিখ শনিবারে হইল।

তাঁহার দরখাস্তের বিষয়ে গত ডিসেম্বর মাসের ২৮ তারিখ সোমবারে এই হুকুম হইল যে উক্ত জান আর্ম্মষ্ট্রং সাহেব এই মজমুনে যে দরখাস্ত দাখিল করেন যে ১৮৪৬ সালের আগষ্ট মাসের ২৬ তারিখে আমার যোত্রহীন হওনের সময়ে আমার স্থানে যত টাকা পাওনা ছিল তাহাহইতে এবং তাহার সমুদয় দায়হইতে মুক্ত হই সেই দরখাস্ত এই আদালতে গ্রাহ্য হইয়া দাখিল করা যায় এবং এই মত গতিক হইলে উক্ত আইনেতে যে বিধান আছে তদনুসারে সেই বিষয়ের এত্তেলা দেওয়া যায়।

উক্ত জান আর্ম্মষ্ট্রং সাহেবের সম্পূর্ণরূপে খালাসহওনের দরখাস্ত আগামি মে মাসের ৬ তারিখ শনিবারে হইবেক।

কলিকাতা ১৮৪৮। ২৫ মার্চ। শা ও লায়ন্স। যোত্রহীনের উকীল।

In the matter of the Petition of FRANCIS BAILEY, lately carrying on business in copartnership at Calcutta, with Robert Thomas, James Stewart Blaikie Scott, Richard Dodd and Charles Marten, as Merchants and Brokers, under the style and firm of Hickey, Bailey and Company.

NOTICE is hereby given, that by an order of this Court, made in this matter on the 7th day of March instant, it was ordered that the Petition of Francis Bailey should be filed together with the Schedule of his separate debts, Estate and Effects, and that William McPherson, Esquire, should be appointed Assignee of the said separate Estate and Effects of the said Francis Bailey.

FRITH, SANDES and WATTS, *Attornies.*

হিকি বেলি কোম্পানির নামে পূর্ব্বে কলিকাতা নগরে রাবর্ট তামস সাহেব ও জেম্স ষ্টুআর্ট ব্লেকি স্কট সাহেব ও রিচার্ড ডড সাহেব ও চার্লস মার্টিন সাহেবের সঙ্গে যৌতায় সওদাগরী ও দালালী কর্ম্মকারি ফ্রান্সিস বেলি সাহেবের দরখাস্তের বিষয়ে

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান মার্চ মাসের ৭ তারিখে উক্ত আদালতে হুকুম হইল যে

ফ্রান্সিস বেলি সাহেবের দরখাস্ত তাঁহার স্বতন্ত্র ঋণ ও মাল ও সম্পত্তির তফসীলের সঙ্গে দাখিল করা যায় এবং শ্রীযুত উলিয়ম মাকফরসন সাহেব উক্ত ফ্রান্সিস বেলি সাহেবের উক্ত স্বতন্ত্র মাল ও সম্পত্তির আসৈনি পদে নিযুক্ত হন।

ফ্রিথ ও সান্ডিস ও ওয়াটস। উকীল।

In the matter of the Petition of CHARLES MARTEN, lately carrying on business in copartnership at Calcutta, with Francis Bailey, Robert Thomas, James Stewart Blaikie Scott and Richard Dodd, as Merchants and Brokers, under the style and firm of Hickey, Bailey and Company.

NOTICE is hereby given, that by an order of this Court, made in this matter on the 2d day of March instant, it was ordered that the Petition of Charles Marten should be filed together with the Schedule of his separate debts, Estate and Effects, and it was further ordered that William McPherson, Esquire, should be appointed Assignee of the said separate Estate and Effects of the said Charles Marten.

FRITH, SANDES and WATTS, *Attornies.*

হিকি বেলি কোম্পানির নামে ফ্রান্সিস বেলি সাহেব ও রাবর্ট তামস সাহেব ও জেম্‌স ফুআর্ট ব্লেকি স্কট সাহেব ও রিচার্ড ডড সাহেবের সঙ্গে যৌতায় সওদাগরী ও দালালী কর্ম্মকারি চার্লস মার্টিন সাহেবের দরখাস্তের বিষয়ে

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান মার্চ মাসের ২ তারিখে এই আদালতে হুকুম হইল যে চার্লস মার্টিন সাহেবের দরখাস্ত তাঁহার স্বতন্ত্র ঋণ ও মাল ও সম্পত্তির তফসীলের সঙ্গে দাখিল করা যায় আরো হুকুম হইল যে শ্রীযুত উলিয়ম মাকফরসন সাহেব উক্ত চার্লস মার্টিন সাহেবের উক্ত স্বতন্ত্র মাল ও সম্পত্তির আসৈনি পদে নিযুক্ত হন।

ফ্রিথ ও সান্ডিস ও ওয়াট্‌স। উকীল।

In the matter of the Petition of RICHARD DODD, lately carrying on business in copartnership at Calcutta, with Francis Bailey, Robert Thomas, James Stewart Blaikie Scott and Charles Marten, as Merchants and Brokers, under the style and firm of Hickey, Bailey and Company.

NOTICE is hereby given, that by an order of this Court, made in this matter on the 7th day of March instant, it was ordered that the Petition of Richard Dodd should be filed together with the Schedule of his separate debts, Estate and Effects, and it was further ordered that William McPherson, Esquire, should be appointed Assignee of the said separate Estate and Effects of the said Richard Dodd.

FRITH, SANDES and WATTS, *Attornies.*

হিকি বেলি কোম্পানির নামে পূর্ব্বে কলিকাতা নগরে ফ্রান্সিস বেলি সাহেব ও রাবর্ট তামস সাহেব ও জেম্‌স ফুআর্ট ব্লেকি স্কট সাহেব ও চার্লস মার্টিন সাহেবের সঙ্গে যৌতায় সওদাগরী ও দালালী কর্ম্মকারি রিচার্ড ডড সাহেবের দরখাস্তের বিষয়ে

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান মার্চ মাসের ৭ তারিখে উক্ত আদালতে হুকুম হইল যে রিচার্ড ডড সাহেবের দরখাস্ত তাঁহার স্বতন্ত্র ঋণ ও মাল ও সম্পত্তির তফসীলের সঙ্গে দাখিল করা যায় আরো হুকুম হইল যে শ্রীযুত উলিয়ম মাকফরসন সাহেব উক্ত রিচার্ড ডড সাহেবের উক্ত স্বতন্ত্র মাল ও সম্পত্তির আসৈনি পদে নিযুক্ত হন।

ফ্রিথ ও সান্ডিস ও ওয়াট্‌স। উকীল।

In the matter of the Petition of JAMES STEWART BLAIKIE SCOTT, lately carrying on business in copartnership at Calcutta, with Francis Bailey, Robert Thomas, Richard Dodd and Charles Marten, as Merchants and Brokers, under the style and firm of Hickey, Bailey and Company.

NOTICE is hereby given, that by an order of this Court, made in this matter on the 1st day of March instant, it was ordered that the Petition of James Stewart Blaikie Scott should be filed, together with the Schedule of his separate debts, Estate and Effects, and it was further ordered that William McPherson, Esquire, should be appointed Assignee of the said separate Estate and Effects of the said James Stewart Blaikie Scott.

FRITH, SANDES and WATTS, *Attornies.*

হিকি বেলি কোম্পানির নামে পূর্ব্বে কলিকাতা নগরে ফ্রান্সিস বেলি সাহেব ও রাবর্ট তামস সাহেব ও রিচার্ড ডড সাহেব ও চার্লস মার্টিন সাহেবের সঙ্গে যৌতায় সওদাগরী ও দালালী কর্ম্মকারি জেম্‌স ফুআর্ট ব্লেকি স্কট সাহেবের দরখাস্তের বিষয়ে

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান মার্চ মাসের ১ তারিখে উক্ত আদালতে হুকুম হইল যে জেম্‌স ফুআর্ট ব্লেকি স্কট সাহেবের দরখাস্ত তাঁহার স্বতন্ত্র ঋণ ও মাল ও সম্পত্তির তফসীলের সঙ্গে দাখিল করা যায় আরো হুকুম হইল যে শ্রীযুত উলিয়ম মাকফরসন সাহেব উক্ত জেম্‌স ফুআর্ট ব্লেকি স্কট সাহেবের উক্ত স্বতন্ত্র মাল ও সম্পত্তির আসৈনি পদে নিযুক্ত হন।

ফ্রিথ ও সান্ডিস ও ওয়াট্‌স। উকীল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৮। ২৮ মার্চ।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জান কাশমন সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, APRIL 4, 1848.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৮ সাল ৪ আপ্রিল।

ACT.

FORT WILLIAM,
HOME DEPARTMENT,
LEGISLATIVE,
THE 25TH MARCH, 1848.

The following Act is brought up before the Legislative Council this-day, the Governor General of India in Council being desirous that no time should be lost in passing the Act—

Resolved—That the Rules requiring that all Acts of the Governor General of India in Council shall be brought up for second reading in two months, or in three months from the date of the first reading, be suspended in respect to the following proposed Act, and that it be at once passed into Law.

ACT No. VII. OF 1848.

An Act to except certain free Ports from the operation of Section III., Act No. VI. of 1848, *and otherwise to amend that Act.*

I. In modification of Section III., Act No. VI. of 1848, it is hereby enacted, that the provisions of the said Section shall not apply to Goods exported from any part of the Territories subject to the Government of the East India Company, to any of the ports in the Straits of Malacca, or to any of the ports in the Tenasserim Provinces, or to any of the ports in the Province of Arracan, nor to Goods imported from any of those ports into any port of the said Territories.

II. And it is hereby enacted, that no drawback shall be allowed on the re-export of Goods from any port in the Territories, subject to the Government of the East India Company, to any other port in the said Territories, to which the operation of Section III., Act No. VI. of 1848, may extend.

G. A. BUSHBY,
Secy. to the Govt. of India.

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২৫ মার্চ।

নীচের লিখিত আইন অদ্য ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে উপস্থিত করা গেল এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইচ্ছা করেন যে এই আইন জারী করণের বিষয়ে বিলম্ব না হয় অতএব

নির্দ্ধারণ হইল যে যে বিধানমতে আইনের মুসাবিদা প্রথমবার পাঠ হওনের তারিখের পর দুই কিম্বা তিন মাস পরে তাহা দ্বিতীয়বার পাঠ হওনের নিমিত্তে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে উপস্থিত করা যাইবেক সেই বিধান নীচের লিখিত প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে স্থগিত হয় এবং তাহা একেবারে আইনস্বরূপ জারী হয়।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৭ আইন।

১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা কতক২ বেমাসুলী বন্দরে চলন না হওনের এবং অন্য প্রকারে সেই আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা। ১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা মতান্তর হইল এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগহইতে মলাকার মোহনার কোন বন্দরে অথবা থনাসরিম প্রদেশের কোন বন্দরে কি আরাকান প্রদেশের কোন বন্দরে যে জিনিস রুক্ত হয় কিম্বা ঐ২ বন্দরের কোন এক বন্দরহইতে যে২ জিনিস কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত উক্ত দেশের কোন বন্দরে আমদানী হয় তাহার বিষয়ে উক্ত ৩ ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি।

২ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন বন্দরহইতে উক্ত প্রদেশের যে কোন বন্দরে ১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা খাটে সেই বন্দরে জিনিস পুনর্ব্বার রুক্ত হইলে কোন মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

REPORTS OF SUMMARY CASES DETERMINED BY THE COURT OF SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

20th January, 1848.

It being unnecessary to file with an appeal to a Zillah Judge, from a decision of a Collector under Section 30, Regulation 2, of 1819, copy of the decision appealed against, any deduction of time for such purpose, in calculating the period of appeal, is illegal.

Jyekishen Mookerjee and Rajkishen Mookerjee,—Petitioners.

The Judge of Zillah Hooghly, on the 10th September, 1847, rejected the petitioner's appeal against the decision of the Collector, dated 20th April preceding, in their suit against Bhyrub Chunder Bhuttacharij and others, for the assessment of certain lands held by them exempt from revenue, because their petition of appeal had not been presented within three months from that date. On appeal to the Sudder Dewanny Adawlut, the Zillah Judge was directed to report, what was the practice in the Zillah for calculating the period of appeal,—whether the petitions were usually preferred within three months from the date of decision, or allowance was made for the time requisite for preparing copy of the order appealed against, after filing the necessary stamp papers. In reply, the Judge informed the Court, that appeals were preferred within three months from the date of the Collector's decision ; but that, in some instances, the time between filing the stamps and getting copy of the decree had been deducted.

By the Court (present Mr. Tucker, Sir R. Barlow, and Mr. Hawkins.) "The appeal against "the Collector's decision should be preferred "within three months from its date, because "it is unnecessary to file copy of it, or may "be allowed afterwards, on good and sufficient "cause being shewn for delay. The Judge re"ports, that, occasionally, the time between filing "stamps and the preparation of copy of the deci"sion, has been allowed ; and, in the present case, "there has been no lache on the part of the peti"tioners. Hereafter, however, Clause 7, Section 30, "Regulation II. 1819, must be attended to, which "enjoins the presentation of appeal within three "months ; and reasons such as are now assigned, "that a deduction should be made of the time be"tween giving in stamps and getting the copy, "which is unnecessary by Law, will not be deemed "sufficient to admit the appeal."

In this case, with reference to the above, the order of the Zillah Judge was reversed, and the appeal of the petitioners restored to the file to be disposed of after trial.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৮। ৪ আপ্রিল।]

সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৪৮ সাল ২০ জানুআরি।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তির উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল হয় তাহার আরজীর সঙ্গে কালেক্টর সাহেবের ঐ নিষ্পত্তির নকল দাখিল করণের আবশ্যক নাই অতএব অপীলের মিয়াদ হিসাব করণেতে ঐ জন্যে কোন সময় বাদ দেওয়া আইনসিদ্ধ নহে।

জয়কৃষ্ণ মুখুয্যা ও রাজকৃষ্ণ মুখুয্যা দরখাস্তকারী।

ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অন্যেরা যে কতক ভূমি নিষ্কররূপে ভোগ দখল করিতেছিল তাহার উপর জমা ধার্য্য করিবার জন্যে দরখাস্তকারিরা তাহারদের নামে নালিশ করিল এবং কালেক্টর সাহেব সেই মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি ১৮৪৬ সালের ২০ আপ্রিল তারিখে করিলেন তাহার উপর তাহারা জিলা হুগলীর জজ সাহেবের নিকটে আপীল করিল। ঐ জজ সাহেব ১৮৪৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে ইহা বলিয়া ঐ দরখাস্তকারিরদের আপীল অগ্রাহ্য করিলেন যে তাহারদের আপীলের আরজী ঐ ২০ আপ্রিল তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে দাখিল হয় নাই। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইল এবং জিলার জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে আপীলের মিয়াদ হিসাব করণের বিষয়ে ঐ জিলাতে যে ব্যবহার চলন আছে তাহার রিপোর্ট করেন অর্থাৎ নিষ্পত্তির তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে আরজী দাখিল হইয়া থাকে কিম্বা যে হুকুমের উপর আপীল হয় তাহার নকল প্রস্তুত করণের জন্যে আবশ্যক ইষ্টাম্পকাগজ দাখিল করণের পর যে সময় লাগে তাহা বাদ দেওয়া যায়। তাহাতে জজ সাহেব এই উত্তর দিলেন যে কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তির তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে আপীলী মোকদ্দমা উপস্থিত করা গিয়া থাকে কিন্তু কোন২ গতিকে ইষ্টাম্পকাগজ দাখিল করণের এবং ডিক্রীর নকল পাওনের মধ্যে যত দিন হয় তাহা বাদ দেওয়া গিয়া থাকে।

পরে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত সর আর বার্লো সাহেব ও শ্রীযুত হকিন্স সাহেব এই হুকুম করিলেন যে "কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তির নকল "দাখিল করিবার আবশ্যক নাই অতএব ঐ নিষ্পত্তির "তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে সেই নিষ্পত্তির উপর "আপীল উপস্থিত করিতে হইবেক অথবা বিলম্বের "উত্তম ও মাতবর কারণ দর্শান গেলে তিন মাসের পরেও "উপস্থিত হইতে পারে। জজ সাহেব কহিয়াছেন যে "কোন২ গতিকে ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করণের পর "নিষ্পত্তির নকল প্রস্তুত করিতে যে সময় লাগে তাহা "বাদ দেওয়া যায়। এবং এই মোকদ্দমায় দরখাস্তকা"রিরদের কোন ত্রুটি হয় নাই। পরন্তু উত্তর কালে "১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৭ প্রকরণের "বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবেক তাহাতে হুকুম "আছে যে আপীলী মোকদ্দমা তিন মাসের মধ্যে উপ"স্থিত করিতে হইবেক এবং ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল "করণের ও নকল পাওনের মধ্যে যে সময় লাগে তাহা "বাদ দেওনের বিষয়ে যে প্রকার কারণ এই মোকদ্দমায় "দর্শান গিয়াছে তাহা ঐ আপীল গ্রাহ্য করণের মাত"বর হেতু জ্ঞান হইবেক না যেহেতুক আইনানুসারে নক"লের আবশ্যক নাই।"

উক্ত মোকদ্দমায় এই বিষয় দৃষ্টে জিলার জজ সাহেবের হুকুম অন্যথা হইল এবং দরখাস্তকারিরদের আপীল সাবেক নম্বরে পুনর্ব্বার বহাল করা গেল এবং তাহার বিচার হইয়া তাহা নিষ্পত্তি হইবেক।

20th January, 1848.

The claimant of an estate, in right of inheritance is not required to include all debtors to it in one suit; nor should he be referred to a regular suit to prove his title, if it be contested by a party claiming on a specialty.

Rumnee Dosee, and others,—Petitioners.

The Petitioners, representing themselves to be the heirs of one Hurnuraieen Mundul, who had bought in the name of his servant, Goopeenath Raiee, a decree obtained on the 25th July, 1838, by Tirpoorah Soondree Deebeea against Lukkeenuraieen Mundul, sued the said Goopeenath Raiee, and Hurgobind Mukkoorjea, heir of the above Tirpoorah Soondree Deebeea, for its amount with interest, viz. Company's Rupees 2355-8-5, in the Court of the Principal Sudder Ameen of the 24-Pergunnahs.

Their claim was opposed by Pearee Lal Mundul, and others, who said they were entitled to the property of Hurnuraieen Mundul, which had been made over to them by one of his sons, Rajkishen Mundul, and denied the Petitioner's right to the amount of decree now sued for, urging that they could not, by claiming only an item of Hurnuraieen's property, establish their right of heirship to him; moreover, that the present suit being confessedly for only a portion of Hurnuraieen Mundul's estate, was instituted contrary to the Circular Order No. 29, dated 11th January, 1839.

The Principal Sudder Ameen for various reasons, but chiefly with reference to the fact that the Plaintiffs' right of heirship to Hurnuraieen Mundul was disputed, and had not been judicially established, nonsuited the Plaintiffs on the 3d June, 1847; and the Zillah Judge having, on the 15th September following, confirmed his order on appeal, the Plaintiffs then appealed to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court (Present Mr. Tucker, Sir R. Barlow, and Mr. Hawkins.) "The Plaintiffs have "sued to recover the amount of a decree due to "Hurnuraieen Mundul's estate, whose legal heirs "they represent themselves to be. Their action is "for the recovery of money; and, if they be non-"suited in consequence of their title, which is "founded on inheritance, not being judicially "established, it will become a precedent for com-"pelling heirs to include in one action all the deb-"tors to a single estate, from which would arise "great difficulties in recovering debts due to the "estates of deceased parties.

"Debts are of different kinds, and separate ac-"tions for their recovery may be brought.

"Moreover, Rumnee Dosee, one of the Plain-"tiffs, is the widow of Deegumbur Mundul, a son, "and therefore an heir of Hurnuraieen Mundul;

১৮৪৮ সাল ২০ জানুআরি।

উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্বক্রমে যে ব্যক্তি সম্পত্তির দাওয়া করে তাহার একি মোকদ্দমায় সকল দেনদারের নামে নালিশ করিবার আবশ্যক নাই এবং যদি অন্য ব্যক্তি কোন বিশেষ কারণক্রমে দাওয়া করে এবং তাহার অধিকারিত্বের আপত্তি করে তবে নয়রী মোকদ্দমার দ্বারা তাহার অধিকারিত্ব সাব্যস্ত করণের হুকুম করিতে হইবেক না।

রমণী দাসী ও অন্যেরা দরখাস্তকারী।

ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী ১৮৩৮ সালের ২৫ জুলাই তারিখে লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডলের বিরুদ্ধে এক ডিক্রী পাইয়াছিল ঐ ডিক্রী হরিনারায়ণ মণ্ডল আপন চাকর গোপীনাথ রায়ের নামে খরীদ করিয়াছিল। দরখাস্তকারিরা আপনারদিগকে হরিনারায়ণ মণ্ডলের উত্তরাধিকারী বলিয়া সুদসমেত ঐ ডিক্রীর টাকা অর্থাৎ কোং ২৩৫৫ ৷৫ টাকা পাইবার জন্যে জিলা চব্বিশপরগনার প্রধান সদর আমীনের আদালতে ঐ গোপীনাথ রায় এবং উক্ত ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর উত্তরাধিকারি হরগোবিন্দ মুখুয্যার নামে নালিশ করিল।

প্যারীলাল মণ্ডল এবং অন্যেরা তাহারদের দাওয়ার প্রতিবন্ধকতা করিয়া কহিল যে হরিনারায়ণ মণ্ডলের এক পুত্র রাজকৃষ্ণ মণ্ডল ঐ হরিনারায়ণ মণ্ডলের সম্পত্তি আমারদিগকে অর্পণ করিয়াছিল অতএব ঐ সম্পত্তিতে আমারদের অধিকার আছে এবং দরখাস্তকারিরা এক্ষণে যে ডিক্রীর টাকা পাইবার জন্যে নালিশ করে তাহাতে তাহারদের স্বত্ব নাই যেহেতুক তাহারা হরিনারায়ণের সম্পত্তির কেবল এক অংশের দাওয়া করণের দ্বারা আপনারদের উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারে না। তাহারা আরো কহিল যে এই মোকদ্দমা স্পষ্টতঃ হরিনারায়ণ মণ্ডলের সম্পত্তির কেবল এক অংশের জন্যে হইয়াছে অতএব তাহা ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরি তারিখের ২৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের বিরুদ্ধে করা গিয়াছে।

প্রধান সদর আমীন নানা হেতুতে কিন্তু বিশেষতঃ উক্ত হরিনারায়ণ মণ্ডলের উত্তরাধিকারিত্বে ফরিয়াদীরদের স্বত্ব বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে এবং তাহা আদালতে সাব্যস্ত হয় নাই এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ১৮৪৭ সালের ৩ জুন তারিখে ফরিয়াদীরদিগকে ননসুট করিলেন। ঐ হুকুমের উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইলে তিনি ১৮৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ হুকুম বহাল রাখিলেন এবং ফরিয়াদীরা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত সর আর বার্লো সাহেব ও শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন যে "ফরিয়াদীরা আপনারদিগকে হরিনারায়ণ "মণ্ডলের আইনমতে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঐ মণ্ডলের "ইষ্টেটের পাওনা এক ডিক্রীর টাকার জন্যে নালিশ "করিয়াছে। তাহারদের মোকদ্দমা টাকা আদায়ের "জন্যে হইয়াছে এবং তাহারা উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্ব-"ক্রমে দাওয়া করে যদি তাহারদের ঐ স্বত্ব সাব্যস্ত না "হওয়াপ্রযুক্ত তাহারদিগকে ননসুট করা যায় তবে এই "বিধান স্থাপন হইবেক যে একি ইষ্টেটের সকল দেন-"দারের নামে একি মোকদ্দমায় উত্তরাধিকারিরদের "নালিশ করিতে হইবেক তাহা হইলে মৃত ব্যক্তিরদের "ইষ্টেটের পাওনা টাকা আদায় করণের বিষয়ে অতি-"শয় ক্লেশ জন্মিবেক।

"কর্জ ভিন্নং প্রকার আছে এবং তাহা আদায় কর-"ণের নিমিত্তে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে "পারে।

"আরো ফরিয়াদীরদের এক জন রমণী দাসী দিগম্বর "মণ্ডলের বিধবা এবং ঐ দিগম্বর হরিনারায়ণ মণ্ডলের "পুত্র এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার এক জন উত্তরাধিকারী।

" so that Peearee Mundul, and others, who rest " their title upon the gift of Rajkishen Mundul, " another son of deceased, should establish their " claim by a regular suit.

" The objection to the present suit, founded up- " on Circular Order No. 29, dated 11th January, " 1839, is untenable.

" That only provides, that a party suing for the " real property of a deceased person, whose heir he " calls himself, shall sue for the whole of it at once " —but each party indebted to the estate may be " sued separately, for the entire amount he owes " to it, by the undoubted legal heir or heirs.

" The orders of the Lower Courts must therefore " be reversed, and the case restored to the Prin- " cipal Sudder Ameen's file for trial." Ordered accordingly.

31st January, 1848.

Balances of rent for antecedent years due from a *putnee talook*, being of the nature of personal debts of the *talookdar*, the talook itself is not primarily answerable for them.

James Furlong, Manager of the Bengal Indigo Company,—Petitioner.

This was an appeal from an order of the Principal Sudder Ameen of Zillah Nuddea, dated 22d January, 1848, disallowing the petitioner's objections to the sale of 8 *annas* of a *putnee talook* called Dheekishn-Chunderpore, *pergunnah* Buldeh.

Jychundur Pal Chowdree had, on the 20th November, 1846, obtained a decree against Messrs. Cockerell and Co., for rent due by them for the *talook* for the years 1244-5-6, B. Æ. for the realization of which it was advertised for sale. The petitioner opposed the sale, on the ground that the above firm had sold it to the Bengal Indigo Company, on the 30th December, 1845, but the Principal Sudder Ameen overruled his objection, with reference to Clause 2, Section 3, Regulation VIII. 1819, and to the decree being for balances of rent.

Dissatisfied with this order, the petitioner appealed to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court, (present Mr. Hawkins.) " The " Principal Sudder Ameen, relying upon certain " provisions of Regulation VIII. of 1819, has " directed the sale of the talook; but he has over- " looked Clause 3, Section 17, of that Regulation, " which declares, that a Zemindar omitting to avail " himself of the process within his reach, for satis- " fying balances at the time of their falling due, " they become personal debts of the *Talookdar*, " and must be recovered as such by a regular suit.

" In the present case, the balances decreed are " for antecedent years. The order of the Principal " Sudder Ameen must, therefore, be reversed. He " will enquire into the validity of the deed of sale " produced by petitioner, and pass orders accord- " ingly."

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৮। ৪ আপ্রিল।]

" অতএব ঐ মৃত ব্যক্তির অন্য পুত্র রাজকৃষ্ণ মণ্ডলের " দানের উপর প্যারী মণ্ডল এবং অন্যেরা আপনার " দের স্বত্বের নির্ভর করে। এবং তাহারদের ঐ দাওয়া " নয়রী মোকদ্দমার দ্বারা সাব্যস্ত করিতে হইবেক।

" ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরি তারিখের ২৯ নম্বরী " সরকুলর অর্ডর ধরিয়া এই মোকদ্দমায় যে আপত্তি " হইয়াছে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

" যেহেতুক তাহাতে কেবল এই হুকুম আছে যে যে " ব্যক্তি আপনাকে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া " স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে নালিশ করে সেই ব্যক্তি ঐ " সমুদয় সম্পত্তির বিষয়ে একেবারে নালিশ করিবেক। " কিন্তু আইনমতে যাহারা নিঃসন্দেহরূপে উত্তরাধিকারী " বা উত্তরাধিকারিরা তাহারা ঐ ইষ্টেটের প্রত্যেক দেন- " দারের স্থানে যে সমুদয় টাকা পাওনা আছে তাহার বি- " ষয়ে প্রত্যেকের নামে স্বতন্ত্ররূপে নালিশ করিতে পারে।

" অতএব উভয় অধস্থ আদালতের হুকুম অন্যথা " করিতে হইবেক এবং ঐ মোকদ্দমা বিচার হইবার " নিমিত্তে প্রধান সদর আমীনের আদালতের সাবেক " নম্বরে পুনর্ব্বার বহাল করিতে হইবেক।" তদনুসারে হুকুম হইল।

১৮৪৮ সাল ৩১ জানুআরি।

পত্তনি তালুকের পূর্ব্ব২ বৎসরের বাকী খাজানা তালুকদারের নিজ দেনাপাওনার ন্যায় জ্ঞান হইবেক অতএব তাহার জন্যে ঐ তালুক প্রথমতঃ দায়ী নহে।

বাঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্পানির সরবরাহকার জেম্‌স ফরলং সাহেব দরখাস্তকারী।

বলদেব পরগনার ডিহী কৃষ্ণচন্দ্রপুরনামক পত্তনি তালুকের ॥০আনা অংশের নীলাম হইবার বিষয়ে দরখাস্তকারী যে আপত্তি করিয়াছিল তাহা জিলা নদীয়ার প্রধান সদর আমীন ১৮৪৮ সালের ২২ জানুআরি তারিখে অগ্রাহ্য করিলেন। ঐ হুকুমের উপর এই আপীল হইল।

জয়চন্দ্র পাল চৌধুরী ১৮৪৬ সালের ২০ নবেম্বর তারিখে কাকরেল কোম্পানির বিরুদ্ধে ঐ তালুকের বাঙ্গলা ১২৪৪।৪৫।৪৬ সালের বাকী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রী পাইয়াছিল ঐ খাজানা আদায় করিবার জন্যে ঐ তালুক নীলাম হইবার ইশ্‌তিহার দেওয়া গিয়াছিল। দরখাস্তকারী ইহা বলিয়া নীলামের বিষয়ে আপত্তি করিলেন যে কাকরেল কোম্পানি ১৮৪৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে ঐ তালুক বাঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্পানির নিকটে বিক্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু প্রধান সদর আমীন ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণে দৃষ্টি রাখিয়া এবং ঐ ডিক্রী বকেয়া বাকীর জন্যে হইয়াছে বলিয়া দরখাস্তকারির আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন।

দরখাস্তকারী এই হুকুমে সম্মত না হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিলেন।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন যে " প্রধান সদর আমীন ১৮১৯ সালের ৮ " আইনের কতক বিধিতে নির্ভর করিয়া তালুক নীলাম "করিবার হুকুম করিয়াছেন। কিন্তু ঐ আইনের ১৭ ধারার " ৩ প্রকরণেতে তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই তাহাতে " হুকুম আছে যে যে সালেতে খাজানা বাকী পড়ে সেই " সালেতে তাহা তহসীল করণের নিমিত্তে যে তদবীর " ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে জমীদার তাহার মত কার্য্য " না করিলে ঐ টাকা তালুকদারের দেনাপাওনার ন্যায় " হইয়া পড়ে ও নয়রী নালিশের দ্বারা তাহা আদায় " করিতে হইবেক।

" এই স্থলে যে বাকীর জন্যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা " সাবেক সনের বাকী। অতএব প্রধান সদর আমীনের " হুকুম অন্যথা করিতে হইবেক। দরখাস্তকারী যে " বিক্রয়পত্র দাখিল করিয়াছেন তাহার সিদ্ধতার বিষয় " তিনি তজবীজ করিয়া তদনুসারে হুকুম করিবেন।"

31st January, 1848.

In deciding upon claims to property attached in execution of decrees of Court, it is competent to the Civil Courts to determine whether an award under Act 4, 1840, adduced in proof of possession, be a decision in a *bona fide* or fictitious case.

Maharajah Dheeraj Rajah Muhtab Chunder Bhadur,—Petitioner.

This was an appeal from an order of the Principal Sudder Ameen of the 24-Pergunnahs, dated 29th June, 1847, releasing 9 annas, 12 gundahs of Lot Rughoonathpore, attached in execution of a decree obtained by the petitioner against Sham Soondree Dasee and others, the sale of which had been opposed by Serbanee Dasee, on the strength of an award under Act 4, 1840, which adjudged her possession of the property in question.

By the Court (present Mr. Tucker, Sir R. Barlow and Mr. Hawkins.)

" By the award under Act 4, 1840, the posses-
" sion of Serbanee Dasee is proved; but that or-
" der cannot prevent the Civil Courts inquiring
" whether such possession is *bona fide* or collusive,
" a matter which they are competent to enquire
" into in cases of execution of decrees.

" The order of the Principal Sudder Ameen was
" accordingly reversed by Mr. Hawkins, with re-
" ference to Circular Order, dated 21st May, 1847,
" as it was apparent from the proceedings that the
" possession of Serbanee Dasee was not *bona fide*,
" having been obtained collusively, in concert with
" the Defendant in a Civil suit, in order to save his
" property from sale in execution of a decree of
" Court."

1st February, 1848.

Arrangements made by the proprietors of an estate, after its attachment according to Section 26, Regulation V. 1812, and Regulation V. 1827, are not binding upon the Revenue Authorities.

James Coell,—Petitioner.

Chunderabullee Dibea, mother, and Musst. Bhobun Mye Dibea, widow of Bhowanee Kishore Acharj, had obtained a decree, on the 26th September, 1844, against Kumla Dasseea, and others, to fix the Assessment of Mouzah Jateea, &c. in Zillah Mymensingh. Afterwards, in consequence of disputes between the decree-holders, the petitioner was appointed manager of the estate under the provisions of Section 26, Regulation V. 1812. Subsequently, the decree-holders privately fixed the Jumma to be paid by Kumla Dasseea, at 76 Rupees annually; but this arrangement not being approved of by the Commissioner of Revenue, he, on the 25th February, 1847, directed the petitioner to sue out execution of the decree, in order that by that process, the proper settlement might be effected.

[*Government Gazette, 4th April*, 1848.]

১৮৪৮ সাল ৩১ জানুআরি।

আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর দাওয়ার বিষয়ের নিষ্পত্তি করণ সময়ে দেওয়ানী আদালতের এই ক্ষমতা আছে যে দখলের প্রমাণস্বরূপ ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে যদি ফয়সলা দাখিল হয় তবে সেই ফয়সলা প্রকৃত প্রস্তাব মোকদ্দমা কি গণতার মোকদ্দমায় হইয়াছে ইহা নিষ্পত্তি করেন।

মহারাজাধিরাজ রাজা মহতাবচন্দ্র বাহাদুর দরখাস্তকারী।

দরখাস্তকারী শ্যামাসুন্দরী দাসী ও অন্যেরদের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী পাইয়াছিলেন তাহা জারী করিয়া লাট রঘুনাথপুরের ৷৵ আনা ১২ বারো গণ্ডা ক্রোক করিলেন তাহাতে সর্ব্বাণী দাসী ইহা বলিয়া ঐ ভূমির নীলামের এই আপত্তি করিল যে ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুযায়ি এক ফয়সলার দ্বারা আমাকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়া গিয়াছিল অতএব জিলা চব্বিশপরগনার প্রধান সদর আমীন ১৮৪৭ সালের ২৯ জুন তারিখে ঐ ভূমি খালাস করিলেন তাঁহার ঐ হুকুমের উপর এই আপীল হইল।

সদর আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত সর আর বার্লো সাহেব ও শ্রীযুত হকিন্স সাহেব হুকুম করিলেন যে।

" ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুযায়ি ফয়সলার দ্বারা
" সর্ব্বাণী দাসীর দখল সাব্যস্ত হইয়াছে কিন্তু ঐ দখল
" প্রকৃত প্রস্তাবে কি গণতাক্রমে হইয়াছে এই বিষয় দেও-
" য়ানী আদালতের তজবীজ করণের কোন বাধা ঐ
" হুকুমের দ্বারা হইতে পারে না। এবং ডিক্রী জারীর
" মোকদ্দমাতে ঐ বিষয় তজবীজ করিতে তাঁহারদের
" ক্ষমতা আছে।

" তদনুসারে শ্রীযুত হকিন্স সাহেব ১৮৪৭ সালের ২১
" মে তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া
" প্রধান সদর আমীনের হুকুম অন্যথা করিলেন যেহে-
" তুক মোকদ্দমার রুবকারীর দ্বারা দৃষ্ট হইল যে সর্ব্বাণী
" দাসীর দখল প্রকৃত প্রস্তাবে হয় নাই কেননা এক দেও-
" য়ানী মোকদ্দমায় আসামীর সম্পত্তি আদালতের ডিক্রী
" জারীক্রমে নীলাম না হয় এজন্যে আসামীর সঙ্গে ঐ স্ত্রী
" যোগ করিয়া গণতাক্রমে সম্পত্তির দখল পাইয়া-
" ছিল।"

১৮৪৮ সাল ১ ফেব্রুআরি।

১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনানুসারে মহাল ক্রোক হইলে পর, ঐ মহালের মালিকেরা যে বন্দোবস্ত করে তাহাতে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা বদ্ধ নহেন।

জেম্‌স কোএল সাহেব দরখাস্তকারী।

ভবানীকিশোর আচার্য্যের মাতা চন্দ্রাবলী দেবী এবং তাহার বিধবা মসম্মাৎ ভুবনময়ী দেবী ১৮৪৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে কমলা দাসী এবং অন্যেরদের বিরুদ্ধে জিলা ময়মনসিংহের মৌজা জটিয়াপ্রভৃতির কর ধার্য্য করিবার ডিক্রী পাইয়াছিল। তাহার পরে ডিক্রীদারেরদের মধ্যে বিবাদ হওয়াপ্রযুক্ত দরখাস্তকারী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার বিধানমতে ঐ সম্পত্তির সরবরাহকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। তাহার পরে ডিক্রীদারেরা আপোসে কমলা দাসীর দেয় জমা সালিয়ানা ৭৬৲ টাকা ধার্য্য করিল। কিন্তু রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব এই বন্দোবস্তে সম্মত হইলেন না এবং ডিক্রী জারীর দ্বারা উপযুক্তমতে বন্দোবস্ত করা যায় এই অভিপ্রায়ে তিনি ১৮৪৭ সালের ২৫ ফেব্রুআরি তারিখে দরখাস্তকারিকে ঐ ডিক্রী জারীর দরখাস্ত করিতে হুকুম করিলেন। তদনুসারে ঐ জিলার প্রধান সদর আমীনের নিকটে দরখাস্ত করা গিয়াছিল কিন্তু প্রধান সদর.

Application was accordingly made to the Principal Sudder Ameen of the district, but it was not complied with by that officer, on the ground of the parties to the suit having fixed the Jumma themselves, and that execution could not be taken out in opposition to their mutual arrangement.

From this order, which was dated the 28th August, 1847, the petitioner appealed to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court, (Mr. Hawkins.) "As the arrangement referred to was disallowed by the Commissioner of Revenue, and the Civil Courts, according to the precedent in the case of Jye Gopal Chowdree, decided 16th March, 1847, cannot interfere with orders of the Revenue authorities, regarding the management of estates attached under Section 16, Regulation V. 1812, the Principal Sudder Ameen should have granted execution of the decree as applied for. His order, rejecting the application, must be reversed." Order accordingly.

3d February, 1848.

Counter claims to proceeds of a sale, held in execution of a decree, founded on purchase of the rights of the original decree-holders, cannot be determined summarily.

Ramchunder Fotedar and others.—Petitioners.

This was an appeal from an order of the Judge of Backergunge, dated 2d June, 1847.

Ismail Khan and others, themselves the judgment debtors of Muryum Khatoon, had obtained a decree against Nusurooddeen and others, which these agreed to satisfy by instalments; when Muryum Khatoon, as the judgment creditor of Ismail Khan, &c. was substituted for them in execution of their decree against Nusurooddeen, &c. and sold 12 annas of the amount due on the instalment bond to Sham Soondur Fotedar, and the remaining 4 annas of it to Naeemoodeen.

The property of Nusurooddeen, and others, being subsequently sold for Company's Rupees 5270, Sham Soondur Fotedar claimed 12 annas of the amount, which was awarded him by order of the Zillah Judge, notwithstanding the objections of the petitioners, who alleged the purchase from Muryum Khatoon of 6 annas of the decree obtained by her against Ismail Khan, &c. They, therefore, appealed to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court, (present Mr. Tucker, Sir R. Barlow, and Mr. Hawkins.) "The petitioners and Sham Soondur Fotedar claim to be paid out of the proceeds of sale, in virtue of their several deeds of purchase, but the validity, or otherwise of these conflicting claims cannot be decided summarily. The Judge's order must therefore be reversed. He will hold in deposit the entire amount of proceeds of sale. Any claimant to them must sue regularly." Order accordingly.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৮। ৪ আপ্রিল।]

আমীন ইহা বলিয়া ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন যে মোকদ্দমার উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরা আপোসে জমা ধার্য্য করিয়াছে এবং তাহারদের আপোসের বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারীর হুকুম হইতে পারে না।

এই হুকুম ১৮৪৭ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখে হইল তাহার উপর দরখাস্তকারিরা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হকিন্স সাহেব হুকুম করিলেন যে "ঐ বন্দোবস্তেতে রাজস্বের কমিস্যনর "সাহেব সম্মত হইলেন না এবং ১৮৪৭ সালের ১৬ মার্চ "তারিখে জয়গোপাল চৌধুরীর মোকদ্দমায় ইহা ধার্য্য "হইল যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারানুসারে "ক্রোকহওয়া মহালের সরবরাহী কর্ম্মের বিষয়ে দেও-"য়ানী আদালত রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের হুকুমে হস্ত "ক্ষেপ করিতে পারেন না অতএব প্রধান সদর আমী-"নের কর্ত্তব্য ছিল যে দরখাস্তমতে ডিক্রী জারী করণের "হুকুম দেন। ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের বিষয়ে "তাঁহার হুকুম অন্যথা করিতে হইবেক।" তদনুসারে হুকুম হইল।

১৮৪৮ সাল ৩ ফেব্রুআরি।

ডিক্রী জারীক্রমে যে নীলাম হয় তাহার উৎপন্নের বিষয়ে প্রথম ডিক্রীদারেরদের স্বত্ব খরীদ করাপ্রযুক্ত যে বিপরীত দাওয়া হয় তাহা সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না।

রামচন্দ্র পোদ্দার ও অন্যেরা দরখাস্তকারী।

বাকরগঞ্জের জজ সাহেব ১৮৪৭ সালের ২ জুন তারিখে যে হুকুম করিলেন তাহার উপর এই আপীল হয়।

ইশমাএল খাঁ ও অন্যেরদের বিরুদ্ধে মরিয়ম খাতুন এক ডিক্রী পাইয়াছিল এবং ঐ ইশমাএল খাঁপ্রভৃতি নসীরুদ্দীন এবং অন্যেরদের বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইয়াছিল এবং তাহারা কিস্তিবন্দি করিয়া টাকা দিতে স্বীকার করিল ইতিমধ্যে মরিয়ম খাতুন ইশমাএল খাঁপ্রভৃতির বিরুদ্ধে ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজন হওয়াতে তাহারদের পরিবর্ত্তে নসীরুদ্দীনপ্রভৃতির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণার্থ নিযুক্ত হইল এবং কিস্তিবন্দীর খতক্রমে যে টাকা পাওনা ছিল তাহার ৸০ আনা শ্যামসুন্দর পোদ্দার এবং অবশিষ্ট ।০ আনা নাইমুদ্দীনের নিকটে বিক্রয় করিল।

নসীরুদ্দীন এবং অন্যেরদের সম্পত্তি তৎপরে কোং ৫২৭০৲ টাকায় বিক্রয় হওয়াতে শ্যামসুন্দর পোদ্দার ঐ টাকার ৸০ আনা দাওয়া করিল তাহাতে দরখাস্তকারিরা এই ওজর করিল যে ইশমাএল খাঁপ্রভৃতির বিরুদ্ধে মরিয়ম খাতুন যে ডিক্রী পাইয়াছিল তাহার ।৶ আনা ঐ খাতুনের স্থানে আমরা খরীদ করিয়াছি কিন্তু জিলার জজ সাহেব ঐ ওজর না শুনিয়া পোদ্দার মজকুরকে ঐ ৸০ আনা হিস্যা দিতে হুকুম করিলেন তাহাতে দরখাস্তকারিরা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত সর আর বার্লো সাহেব ও শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন "যে দরখাস্তকারিরা এবং শ্যামসুন্দর পোদ্দার "আপন২ ক্রয়পত্রানুসারে নীলামের উৎপন্নহইতে আ-"পন২ টাকা পাইবার দাওয়া করে কিন্তু এই পরস্পর "বিপরীত দাওয়া সিদ্ধ কি না এই বিষয় সরাসরীমতে "নিষ্পত্তি হইতে পারে না। অতএব জজ সাহেবের হুকুম "অন্যথা করিতে হইবেক। তিনি নীলামের উৎপন্ন সমু-"দয় টাকা আমানৎ করিয়া রাখিবেন। এবং যাহার দা-"ওয়া থাকে সেই ব্যক্তি নয়রী নালিশ করুক।" তদনুসারে হুকুম হইল।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমি বিষয়ক ইশ্‌তিহার।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে জিলা বেহারের নীচের লেখা ১২৫৫ সালের লাগায়ত কিস্তী ২৮ মার্চ ১৮৪৮ সালের পাওনা বাকী মালগুজারির নিমিত্তে ১৮৪৮ সালের আপ্রেল মাসের ২৪ তারিখ মোতাবিক ৬ বৈশাখ ১২৫৫ ফসলি রোজ সোমবার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে বিনা ওজরে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ সাল তারিখ ২৯ মার্চ।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখা মালিক	সদর জমা	সন ১৮৪৮ সালের লাং কিস্তি ২৮ মার্চ।	কৈফিয়ৎ
১	চিরস্থ বন্দোবস্তী মহাল	৯২	মৌজে চক চৌহর পঃ আরওল	সৈয়দ ওলিঅহমদ, নজফআলী, মোসম্মাৎ নসিরণ, মোসম্মাৎ বিকন, ওজিরণ, বদিজমা, মহম্মদ শিদ্দিক, আমিরণ, রজবন ও দুর্গবিজয় সিং	১৩০ ৷/৯	৪০ ৵১০	সমুদয় মৌজে বিক্রয় হইবেক
ঐ		১৯৩	মৌজে গুরুম্বা মায় মোকরমি পঃ সমায় ...	খা হায়দরবক্স, মেহদি মহম্মদ আকবর, আমিরন নিসা, বাহাদুর হুসেন, আমানতআলী, চন্দুআলম, হাস্মিয়আলি, আবিদআলী, আস্বরফআলী, নুরস্বেদআলী, মহম্মদ তোরাব, অহম্মদ উদ্দিন ভুপৎবৈদ ওগরভা বৈদ।	৮৬৸৶৩	২৬৸৶	ঐ
ঐ		৪৪০	মৌঃ তিপরাপুর পঃ বেহার	রোস্বনআলী, খগপথ সিং, হিমত সিং, গুরদিয়াল সিং ও সীতারাম	২৪৯/৩	৪৮৸৶৩	ঐ
২	অচিরস্থায়ি বন্দোবস্ত মহাল	১১১	মৌঃ অরস্বা পঃ মহের	দেবিপরস্বাদ, রঘুনাথ স্বহায়, বাক্রমভারথি, ও মনস্বাভারথি	৮৮৲	৫৮৸/৮	দফা ৫ কানুন ১ সন ১৮৪৫ সালের অনুযায়ি এই মৌজে বিক্রয় হইবেক।

WM. BELL, *Offg. Collector.*

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of the Petition of EDWARD TOWNSEND, lately carrying on trade and business as Carver, Gilder and Builder, in Waterloo Street, in the Town of Calcutta, in copartnership with one Henry George Smith, under the style or firm of Townsend, Smith and Company, and late a prisoner for debt in the Common Jail of Calcutta, seeking the benefit of the Act of the ninth year of the Reign of his late Majesty George the Fourth, entitled an Act to provide for the Relief of Insolvent Debtors in the East Indies.

NOTICE is hereby given, that by an order of the said Court, the hearing of the matters of the petition of the Insolvent abovenamed is adjourned to Saturday, the sixth day of May next.

23d March, 1848. WM. H. OWEN, *Insolvent's Attorney.*

শহর কলিকাতার অক্ষম ঋণিরদিগের পরিত্রাণার্থ আদালত।

টৌনসেণ্ড স্মিথ কোম্পানির নামে হেনরি জর্জ স্মিথ সাহেবের সঙ্গে যৌতায় পূর্ব্বে কলিকাতা নগরের ওয়াটরলু ষ্ট্রিটে খোদক ও সোনালী ও গৃহ নির্ম্মাতা এড্বার্ড টৌনসেণ্ড সাহেব সম্প্রতি কলিকাতা নগরের সাধারণ জেলখানায় ঋণপ্রযুক্ত কয়েদ হইয়া ভারতবর্ষের যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ আইন নামক মৃত চতুর্থ জর্জ রাজার নবম বৎসরের আইন দ্বারা উপকার প্রার্থনা করিতেছেন।

তাঁহার দরখাস্তের বিষয়ে ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আদালতের হুকুমক্রমে উক্ত যোত্রহীনের দরখাস্তের মর্ম্ম আগামি মে মাসের ৬ তারিখ শনিবারে শুনা যাইবেক।

১৮৪৮। ২৩ মার্চ। উলিয়ম এচ ওএন। যোত্রহীনের উকীল।

In the matter of the Petition of EDWARD TOWNSEND and HENRY GEORGE SMITH, late of Waterloo Street, in the Town of Calcutta, Carvers, Gilders, and Builders, lately carrying on trade and business under the style or firm of Townsend, Smith and Company, and late prisoners confined in the Common Gaol of Calcutta, seeking the benefit of the Act of the Ninth year of the Reign of his late Majesty George the Fourth, entitled an Act to provide for the Relief of Insolvent Debtors in the East Indies.

NOTICE is hereby given, that by an order of the said Court, the hearing of the matters of the Petition of the Insolvents abovenamed is adjourned to Saturday, the sixth day of May next.

23d March, 1848. WM. H. OWEN, *Insolvents' Attorney.*

টৌনসেণ্ড স্মিথ কোম্পানির নামে পূর্ব্বে কলিকাতা নগরের ওয়াটরলু ষ্ট্রিটে খোদক ও সোনালী ও গৃহনির্ম্মাতা এড্বার্ড টৌনসেণ্ড সাহেব ও হেনরি জর্জ স্মিথ সাহেব সম্প্রতি কলিকাতা নগরের সাধারণ জেলখানায় কয়েদ হইয়া ভারতবর্ষে যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ আইন নামক মৃত চতুর্থ জর্জ রাজার নবম বৎসরের আইন দ্বারা উপকার প্রার্থনা করিতেছেন।

তাঁহারদের দরখাস্ত বিষয়ে ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আদালতের হুকুমক্রমে উক্ত যোত্রহীনেরদের দরখাস্তের মর্ম্ম আগামি মে মাসের ৬ তারিখ শনিবারে শুনা যাইবেক।

১৮৪৮। ২৩ মার্চ। উলিয়ম এচ ওএন। যোত্রহীনেরদের উকীল।

NOTICE is hereby given, that by an order of the said Court, the matters of the Petition of SAMUEL DUAE COHEN, and SOLAMAN DUAE COHEN, late of Pollock Street, in the Town of Calcutta, carrying on business together in copartnership as Merchants, and late prisoners for debt confined in the Common Jail of Calcutta, seeking the benefit of the Act 9th George IV. Chapter 73, are appointed to be heard in the said Court, on Friday, the 2d day of June next.

The names of the Creditors of the said SAMUEL DUAE COHEN, and SOLAMAN DUAE COHEN, appear in a Schedule filed by them in the Office of the Chief Clerk of the said Court, to which any Creditor may refer. W. D. H. OEHME, *Solicitor for the Insolvent.*

Old Post Office Street, Calcutta, 31st March, 1848.

পূর্ব্বে কলিকাতা নগরের পালকষ্ট্রিটে যৌতায় সওদাগরী কর্ম্মকারি সামুএল ডুএ কোহেন সাহেব ও সুলেমান ডুএ কোহেন সাহেব সম্প্রতি কলিকাতা নগরের সাধারণ জেলখানায় ঋণপ্রযুক্ত কয়েদ হইয়া চতুর্থ জর্জ রাজার নবম বৎসরের ৭৩ অধ্যায়ক্রমে উপকার প্রার্থনা করেন অতএব ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আদালতের হুকুমক্রমে তাঁহারদের দরখাস্তের মর্ম্ম আগামি জুন মাসের ২ তারিখ শুক্রবারে উক্ত আদালতে শুনা যাইবেক।

উক্ত সামুএল ডুএ কোহেন সাহেব ও সুলেমান ডুএ কোহেন সাহেবের মহাজনেরদের নাম তফসীলে লিখিত হইয়া উক্ত আদালতের প্রধান ক্লার্ক সাহেবের সিরিশ্তায় দাখিল হইয়াছে মহাজনেরা তাহা দেখিতে পারেন।

ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রিট। ১৮৪৮। ৩১ মার্চ। ডবলিউ ডি এচ ওমি। যোত্রহীনের উকীল।

In the matter of GREENDER CHUNDER GHOSE, lately carrying on business in the Town of Calcutta, as a Merchant.

NOTICE is hereby given, that by an order made in this matter on the Thirty-first day of March instant, upon the application of Ramgopal Bose, of Chorebagaun, in the Town of Calcutta, it was ordered that the Petition presented by the said Ramgopaul Bose was true and that the abovenamed GREENDER CHUNDER GHOSE had committed an act of insolvency, within the Provisions of the Statute Ninth of George the Fourth Chapter seventy-three. W. THOMPSON, *Attorney.*

পূর্ব্বে কলিকাতা নগরে সওদাগরী কর্ম্মকারি গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বিষয়ে

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতা নগরের চোর বাগাননিবাসি রামগোপাল বসুর দরখাস্তমতে বর্ত্তমান মার্চ মাসের ৩১ তারিখে নির্দ্ধারণ হইল যে উক্ত রামগোপাল বসু যে দরখাস্ত দাখিল করেন তাহা সত্য এবং উক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ যোত্রহীন হইয়া চতুর্থ জর্জ রাজার নবম বৎসরের ৭৩ অধ্যায়ের বিধানক্রমে উপকার পাইতে পারেন। ডবলিউ তামসন। উকীল।

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৮। ৪ আপ্রিল।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জান কাশমন সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট্

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, APRIL 11, 1848.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৮ সাল ১১ আপ্রিল।

ACT.

FORT WILLIAM,
HOME DEPARTMENT,
LEGISLATIVE,
THE 25TH MARCH, 1848.

The following Act passed by the Governor General of India in Council on the 25th of March, 1848, is hereby promulgated for general information.

ACT No. VIII. OF 1848.

To modify the provisions of Sections 9, 10, 11 *and* 13 *of Regulation V.* 1812, *of the Bengal Code.*

It is hereby enacted, in modification of the provisions of Sections 9, 10, 11 and 13 of Regulation V. 1812 of the Bengal Code, that if any ryot or tenant of land, upon whom such notice or demand as is specified in the said Sections, is to be served shall have no place of usual residence in the Zillah where the land to which such notice or demand has reference is situate, the mode of serving such notice or demand with a jumma wassil baukee shall be by affixing it at the Maal Cutcherry of such land, or other conspicuous place thereon, or at the village Chouree, Choupal, or other conspicuous place in the village.

G. A. BUSHBY,
Secy. to the Govt. of India.

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২৫ মার্চ।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরুনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৮ আইন।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এবং ১৩ ধারার বিধি মতান্তর করণের আইন।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এবং ১৩ ধারার বিধি মতান্তর হইয়া ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা অথবা দাওয়া কোন রাইয়ত বা প্রজার উপর জারী করিতে হইলে যে জিলার মধ্যে ঐ এত্তেলা কি দাওয়ার সম্পর্কীয় ভূমি থাকে সেই জিলাতে যদি ঐ রাইয়ত কিম্বা প্রজার সামান্যতঃ বাসস্থান না থাকে তবে ঐ এত্তেলা কি দাওয়া এক জমাওয়াসীল বাকীসমেত ঐ ভূমির মালের কাছারীতে অথবা তাহার উপর সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে কি গ্রামের চৌরী বা চৌপালে কিম্বা সকল লোকের দৃষ্টিগোচর গ্রামের অন্য কোন স্থানে লটকা-নের দ্বারা জারী হইবেক ইতি।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

NOTIFICATIONS.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

APPOINTMENTS.

The 29th March, 1848.

Baboo Gopeemohun Ghose, (who has obtained a Diploma) to be Acting Moonsiff of Mungulcote, East Burdwan, during the absence of the incumbent on deputation.

The 31st March, 1848.

Mooteeoor Ruhman is confirmed in the Office of Moonsiff of Hutteah, Zillah Chittagong, vice Ma-

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।
নিয়োগ।
১৮৪৮ সাল ২৯ মার্চ।

পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের মঙ্গলকোটের মুনসেফ সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে অন্যত্র প্রেরিত হওয়াতে তাঁহার অনুপস্থা-নপর্য্যন্ত যোগাতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন ঘোষ ঐ স্থানের একটিং মুনসেফ হইবেন।

১৮৪৮ সাল ৩১ মার্চ।

শ্রীযুত মহম্মদ দানিশ আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করাপ্রযুক্ত

homed Danish, who has been dismissed for irregular practices.

The 6th April, 1848.

Baboo Ramgopaul Shome, Moonsiff of Bagdah, Zillah Nuddea, to be Moonsiff of Lohagurrah, Zillah Jessore.

Syed Saadut Hossein, Moonsiff of Lohagurrah, to be Moonsiff of Bagdah.

LEAVE OF ABSENCE.

The 31st March, 1848.

Baboo Gobind Chunder Chowdhry, Moonsiff of Okhra, Zillah Beerbhoom, for fifteen days from the 12th proximo.

B. J. COLVIN, *Register.*

তগীর হওয়াতে শ্রীযুত মোতিউর রহমানকে জিলা চাটিগাঁর হাটিয়ার মুনসেফী পদে বহাল রাখা গেল।

১৮৪৮ সাল ৬ আপ্রিল।

জিলা নদীয়ার বাগদহের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু রামগোপাল সোম জিলা যশোহরের লোহাগড়ার মুনসেফ হইবেন।

লোহাগড়ার মুনসেফ শ্রীযুত সৈয়দ সাদত হুসেন বাগদহের মুনসেফ হইবেন।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ১৩ মার্চ।

জিলা বীরভূমের ওকরার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী আগামি মাসের ১২ তারিখঅবধি পনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বি জে কলবিন। রেজিষ্টর

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS.

LAND ADVERTISEMENTS.

গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।

ভূমিবিষয়ক ইশ্‌তিহার।

সম্বাদ দেওয়া যাইছেতে যে সন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা বর্দ্ধমান মোকাম বাকুড়ায় নীচের লিখিত মহালাত সন ১২৫৪ সালের লাগাদ মাঘ মাসের কিস্তির বাকী মালগুজারির নিমিত্তে সন ১৮৪৮ সালের ২৪ আপ্রিল বাঙ্গলা সন ১২৫৫ সালের ১৩ বৈশাখ সোমবারে এই ডেপুটী কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ সাল তাং ২৮ মার্চ বাঙ্গলা সন ১২৫৪ সাল তাং ১৬ চৈত্র দিবা মঙ্গলবার।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জিলার তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের ও পরগনার নাম	মহালের লিখিত মালিক	সদর জমা কোম্পানি	বাকী লাং মাঘ সন ১২৫৪ সাল ইং লাং ফেব্রুআরি সন ১৮৪৮সাল	
১	ইস্তমুরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল	৯১	উপর সোল পং বিষ্ণুপুর	পূর্ণানন্দ ঠাকুর নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা রামমণি দেব্যা ও জগমোহন বন্দোপাধ্যায় ও গোপালমোহন বন্দোপাধ্যায়	সন ১৮৪০। ৪১ সাল হইতে লাং ১৮৪৭। প্রতি সন ৫ ।৶৭ ইং সন ১৮৪৭। ৪৮ সাল হইতে লাং ১৮৫১। ৫২ সাল প্রতি সন ১১৶১০ ইং সন ১৮৫২। ৫৩ সাল হইতে লাং ১৮৫৭। ৫৮ সাল ১৬৸৶২ ইং সন ১৮৫৮। ৫৯ সাল হইতে প্রতিসন ২৯৸৶৯	১॥৴১	এই মহাল রসদী জমায় ইং সন১২৪৭ সালহইতে লাগাদ সন ১২৬৬ সাল ২০ বিংশতি বৎসরের কারণ বন্দবস্ত হইয়াছে আর এই মহালের এই মালিকানের সমুদয় স্বত্ত্ব নীলাম হইবেক।
২	ঐ	২৪৯	কেশ্যাডাঙ্গা পং ঐ ...	রামমোহন মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদন ভট্টাচর্য্য ও রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য... ...	১৭৸৶৭	১০৸৶৭	এই মহালের এই মালিকানের সমুদয় স্বত্ত্ব নীলাম হইবেক ইতি।
৩	ঐ	২৫৬	তেতুল আইরি পং ঐ ...	রামচন্দ্র গোস্বামী ও বৃন্দাবন গোস্বামী ও গোপালচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীমত্যা মাধবীমণি দেব্যা ও শ্রীমত্যা শ্যামামণি দেব্যাও শ্রীমতী খেতুমণি দেবী ও শ্রীমত্যা দুর্গামণি দেব্যা ...	৯৮৶১	৪৩৲৭	ঐ
৪	ঐ	৩১৬	আমশ্যাডাঙ্গা পং ঐ ...	গৌরহরি সেন ও মদন সেন ও গোপাল সেন	১৸৶১	১৸৶১	ঐ

GEO. LOCH, *Deputy Collector.*

জেলা হুগলি।

সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা হুগলির নীচের লিখিত মহালাত সন ১২৫৪ সালের লাগাদি ফাল্গুণ তলবি পাওনা বাকী মালগুজারির নিমিত্তে সন ১৮৪৮ সালের ২৪ আপ্রিল মোতাবক সন ১২৫৫ সালের ১৩ বৈশাখ তারিখ সোমবার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজর নীলামে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ সাল তারিখ ৪ আপ্রিল।

শ্রেণীর নম্বর	মহলের শ্রেণী	জেলা তৌজীর মহলের নম্বর	মহলের নাম ও পরগনা	মহলের লিখিত মালিক	সদর জমা	যে সনের মাসের বাকী	মন্তব্য কথন
২ নং	ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহল	৭৫৮ নং	ব্রহ্মপুর পং পাণ্ডুয়া ...	মহম্মদ অতহর ও রহমতুল্লা ও মিএগজান ও সাতকড়ি বিবি ...	মাহিনা ৪/১ মাথটী /০ ৪৶১	সন ১২৫৪ সালের লাগাদি ফাল্গুণ ৪৶১	
২ নং	ঐ	১০৯৪ নং	মাণ্ডরাদীং পং ঐ ...	সেখ কামানন্দী ও আমিরদ্দীন ...	৩৻৫	সন ১২৫৩ সালের লাং চৈত্র ৩৻৫	
২ নং	ঐ	১১০৬ নং	বলরামপুর জামগ্রাম পং ঐ	অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় দীং ...	৩ V৭	ঐ ১/৯	
২ নং	ঐ	১৭৩৮ নং	বেউড় গ্রাম পং ভূরসীট ...	কেনারাম রায়	৬ ।৶৯	সন ১২৫৪ সালের লাং ফাল্গুণ ৬ ।৶৯	
২ নং	ঐ	১৭৬০ নং	কৃষ্ণনগর পং জাহানাবাদ ...	রামমুনি দেবী	✓০	ঐ ✓০	
২ নং	ঐ	১৭৬৭ নং	ঐ	হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	।৭	ঐ সন ।৭	
২ নং	ঐ	১৭৬৯ নং	ঐ	পার্ব্বতীচরণ ও রামচাঁদ ও হলধর ও ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী	॥০	ঐ ॥০	
২ নং	ঐ	১৭৮৬ নং	পৌন পং ভূরসীট ...	সেখ চৌধুরী	১ ।৶০	ঐ ১ ।৶০	
২ নং	ঐ	১৭৯৭ নং	কানাইপুরের সামিল গুজরাট দীং পং মণ্ডলঘাট ...	তারকনাথ ঘোষাল	৫ ।৮	ঐ ২৸৮	
২ নং	ঐ	১৮০৩ নং	সন্তোষপুর পং বালিয়া ...	ব্রজনাথ মিত্র	৩৸/৩	ঐ ৩৸/৩	
২ নং	ঐ	১৮৪৪ নং	হাওয়াতপুর পং ভূরসীট ...	খিরুকাজী ও হিমত কাজী ...	৬ ॥৶৫	ঐ ৬ ॥৶৫	
২ নং	ঐ	১৮৫৮ নং	রক্ষপুর পং ঐ	নিত্যানন্দ কলো	১/১১	ঐ ১/১১	
২ নং	ঐ	১৯৪৭ নং	দুন্দীপুর পং বরদা ...	পুখুরদাস ঘোষ ও সদানন্দ ঘোষ ...	৪৶৪	সন ১২৫৩ সালের ৪৶৪ সন ১২৫৪ সাল ৪৶৪ ৮ ।৶৮	
২ নং	ঐ	১৯৯৪ নং	হরিবাটী পং পাউনান	বিমলা দেবী	১ ॥৶৭	সন ১২৫০ সালের ৻১ সন ১২৫১ সালের ৻১ সন ১২৫৪ সালের ১ ॥৶৭ ১ ॥৶৯	

শ্রেণীর নম্বর	মহলের শ্রেণী	জেলা তৌজীর মহলের নম্বর	মহলের নাম ও পরগনা	মহলের লিখিত মালিক	সদর জমা	যে সনের মাসের বাকী		মন্তব্য কথন
২ নং	ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহল	১৯৯৯ নং	ঐ … …	দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় …	১ ।৶২	সন ১২৫৪ সালের	১ ৷/১০	
২ নং	ঐ	২০০০ নং	ঐ … …	শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী … …	১ ।৯	সন ১২৫১ সাল সন ১২৫৪ সাল	১ ।৯ ১ ।৯ ২ ॥/৬	
২ নং	ঐ	২০০১ নং	ঐ … …	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় …	॥৯	সন ১২৫০ সাল সন ১২৫১ সাল সন ১২৫৪ সাল	॥৯ ॥৯ ॥৯ ১ ॥৶৩	
২ নং	ঐ	২০০২ নং	ঐ … …	রামতনু চক্রবর্ত্তী … …	১ ।৯	সন ১২৫০ সাল সন ১২৫১। সন ১২৫৪।	৴৩ ১ ।৯ ১ ।৯ ২ ॥/৯	
২ নং	ঐ	২০০৩ নং	ঐ … …	গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় …	।৯	সন ১২৫০। সন ১২৫১। সন ১২৫৪।	৴৩ ।৯ ।৯ ॥/৯	
২ নং	ঐ	২০০৫ নং	ঐ … …	গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় … …	৫ ।৯	সন ১২৫৪।	৫ ।৯	
২ নং	ঐ	২০০৬ নং	ঐ … …	কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় …	১ ।৶৮	ঐ	১ ।৶৮	
২ নং	ঐ	২০০৮ নং	ঐ … …	নিমচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় … …	৩৸১০	সন ১২৫০। সন ১২৫৪ সালের	৴১ ৩৸১০ ৩৸১১	
২ নং	ঐ	২০০৯ নং	ঐ … …	নিধিরাম চক্রবর্ত্তী … …	।৶২	সন ১২৫০। সন ১২৫১। সন ১২৫৪।	।৶২ ।৶২ ।৶২ ১৶৬	
২ নং	ঐ	২০১০ নং	ঐ … …	আন্দীরাম ভট্টাচার্য্য … …	৶৪	সন ১২৫০। সন ১২৫১। সন ১২৫৪।	৶৪ ৶৪ ৶৪ ॥৶	

শ্রেণীর নম্বর	মহলের শ্রেণী	জেলা তৌজীর মহলের নম্বর	মহলের নাম ও পরগনা	মহলের লিখিত মালিক	সদর জমা	যে সনের যাসের বাকী		মন্তব্য কথন
২ নং	ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহল	২০১১ নং	ঐ	তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায়	।৶৬	সন ১২৫০।	।৶৬	
						সন ১২৫১।	।৶৬	
						সন ১২৫৪।	।৶৬	
							১৲৬	
২ নং	ঐ	২০১৪ নং	সুন্দুরুম পং ভুরসীট্ট ...	রাজচন্দ্র ও মাণিক ও রামচাঁদ ও ব্রজ মোহন মান্না	৩০ ৷৴৮	সন ১২৫৪ সাল	১৫ ৷৴৮	
২ নং	ঐ	২০২০ নং	ঐ	রামচাঁদ কল্যা	১ ॥৶৬	ঐ	১ ॥৶৬	
২ নং	ঐ	২১১৫ নং	মুলতানপুর দীং পং ঐ ...	গোলামপঞ্জতন	।১১	ঐ	।১১	
২ নং	ঐ	২৩১১ নং	চণ্ডীনগর পং জাহাবাদ ...	কাশীনাথ রায়	॥৶৫	সন ১২৫১।	॥৶৫	
						সন ১২৫৪।	॥৶৫	
							১ ৷৶১০	
২ নং	ঐ	২০১৭ নং	ঐ	রামজয় চট্টোপাধ্যায়	৷৶১১	সন ১২৫৪।	৷৶১১	
২ নং	ঐ	২০৪৮ নং	মনোহরপুর দীং পং বোঃ	শেখ গোপাল	১ ॥৴৫	ঐ	১ ॥৴৫	
২ নং	ঐ	২০৫১ নং	ঐ	জয়দুর্গা দেব্যা	৪ ৷৶৫	ঐ	৪ ৷৶৫	
২ নং	ঐ	২০৫৪ নং	ঐ	রামজয় চক্রবর্ত্তী	৸৶১০	ঐ	৸৶১০	
২ নং	ঐ	২৪০২ নং	জলাকেটে দীং পং চন্দ্রকোণা	রঘুনাথ তেলি	৩/৩	ঐ	৩/৩	
২ নং	ঐ	২৪০৫ নং	বারনবনি দীং পং বরদা	নেহাল মিস্ত্রী..	৭৸/১১	ঐ	৭৸/১১	
২ নং	ঐ	২৪০৬ নং	ঐ	মধুসূদন অধিকারী	।৯	ঐ	।৯	
২ নং	ঐ	২৪০৭ নং	ঐ	বিপ্রদাস মিস্ত্রী ও শ্রীনাথ মিস্ত্রী ...	১৲	ঐ	১৲	
২ নং	ঐ	২৪০৮ নং	ঐ	বেচারাম ও সদানন্দ মিস্ত্রী ...	১ ৴	ঐ	১ ৴	
২ নং	ঐ	২৪৫৫ নং	বাড়দয়াল মহারাজপুর পং বরদা	গুরুপ্রসাদ পাত্র	৪৸৶৮	ঐ	৪৸৶৮	
২ নং	ঐ	২৪৫৭ নং	জয়কৃষ্ণপুর পং ঐ ...	ভৈরবলাল পুরী	২৶	ঐ	২৶	
২ নং	মেয়াদী	২০৪১ নং	বিষ্ণুপুর পং জাহানাবাদ	দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়... ...	৬৸০	ঐ	৬৸০	
১ নং	সেওয়ায় তৌজী সোদামি	৭৪৪ নং খাস	জগৎবল্লভপুর দীং পং বালিয়া	যোগেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ বাবু ...	২১৬॥৴৭	সন ১২৫৪ সাল লাং ফাল্গুণ ৮২৲		
২ নং	ঐ	৮৬ নং খাস	কুড়চি পং ভুরসীট্ট ...	ময়ান সিংহ...	৸১১	সন ১২৫১।	।৮	
						সন ১২৫২।	৸১১	
						সন ১২৫৪।	৸১১	
							১৸৶৫	

শ্রেণীর নম্বর	মহলের শ্রেণী	জেলা তৌজীর মহলের নম্বর	মহলের নাম ও পরগনা	মহলের লিখিত মালিক	সদর জমা	যে সনের মালের বাকী		কস্তব্য কথন
২ নং	সেওয়ায় তৌজী যোদামি	৮৬	কুড়বি পং জুরসীট্ ...	গুরুদাস মাজী	৸৶	সন ১২৫১।	৷৮	
						সন ১২৫২।	৸৶	
						সন ১২৫৩।	৸৶	
						সন ১২৫৪।	৸৶	
							৩/৮	
২ নং	ঐ	ঐ	ঐ	রামচন্দ্র কোঙার	৪৸৵	সন ১২৫১।	১॥৩	
						সন ১২৫২।	৪৸৵	
						সন ১২৫৩।	৪৸৵	
						সন ১২৫৪।	৪৸৵	
							১৬৵৩	
২ নং	ঐ	ঐ	ঐ	উমাকান্ত পান	৩৭/৩	সন ১২৫১।	১১॥০	
						সন ১২৫২।	১৮৸/৬	
							৩০ I/৬	
২ নং	ঐ	ঐ	ঐ	উমাকান্ত পান ও প্রতাপচন্দ্র পান	১৩॥৵৩	সন ১২৫১।	।১০	
						সন ১২৫২।	২৪॥৵৫	
						সন ১২৫৩।	১০৸৵৫	
							৩৫৸৵৮	
২ নং	ঐ	৪৬৬ নং খাম	বাহির গড়া পং বালিগড়ি	ভূতনাথ সিংহ ও বেণিমাধব সিংহ	৫৲২	সন ১২৫৪।	৫৲২	

A. REID, *Collector.*

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৫ সালের প্রথম আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা মালদহের নীচের লিখিত মাহাল জেলা ২৪ পরগনার শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের গত ২৯ মার্চের রোবকারির পৃষ্ঠে অত্র কালেক্টরির অদ্যকার হুকুম প্রমাণ কিসমত পরগনে মাহামুদামিনপুর ওগয়রহর রকম ॥৵ দশ আনির নাবালগ জমিদার শ্রী যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়দিগরের ইষ্টেটের সদর ইজারা রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীদিগরের বর্ত্তমান সনের লাগাত ফেব্রুআরির রাজস্ব আদায় কারণ উক্ত ইজারাদারানের জামিনির বন্ধকী নীচের লিখিত জায়দাদ সন ১৮৪৮ সালের ২৪ আপ্রিল মোতাবেক সন ১২৫৫ সালের ১৩ বৈশাখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে শ্রেণিমত নীলামে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রী হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ইংরেজী তারিখ ৩ আপ্রিল মোতাবেক সন ১২৫৪ সাল তারিখ ২২ চৈত্র।

শ্রেণীর নম্বর	মাহালের প্রকার	জেলার তৌজির নম্বর	মাহালের নাম	মাহালের লিখিত মালিক	সদর জমা	সন ১৮৪৭। ৪৮ ইংরেজীর লাগাএদ ফেব্রুআরির বাকী
৪				৪ ঘরের মহালে রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীদিগের সাম্যক বিক্রী হইবেক।		
অন্য মহালের বাকী আদায় কারণ মহাল বিক্রী	স্থিরতর বন্দবস্ত	৭৩	পরগনে গৌর খণ্ড	রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী ও রায় মথুরানাথ চৌধুরী ও রায় কৃষ্ণনাথ চৌধুরী ও রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী সাং টাকী	৯১১৭৵১	৬২১০৬॥/১॥

F. B. KEMP, *Deputy Collector.*

[Government Gazette, 11th April, 1848.]

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪৫ সনের ১ আইনের ৩ ধারানুসারে জিলা ঢাকা জালালপুরের নীচের লিখিত মহালাত ১২৫৪ সনের লাং ১ চৈত্রের পাওনা বাকী মালগুজারির নিমিত্তে ইং ১৮৪৮ সনের ২০ আপ্রিল মোং ১২৫৫ সনের ৯ বৈশাখ বৃহস্পতিবার শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রী হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ ইং তারিখ ২৯ মার্চ।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জিলার তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখিত মালিক	সদর জমা	১২৫৪ সনের লাং ১ চৈত্রের পাওনা বাকী
১	ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল	৮২৫	জিলে বিক্রমপুর খাং পং বিক্রমপুর হাং কামদার খাঁ নিং গৌরসুন্দর বাঁড়ুয্যা	গৌরসুন্দর বাঁড়ুয্যা	৯ ॥/১	৭৲
		১৭৩	জিলে দৌলতপুর খাং পং কাশীমপুর শাসন বাশন তাং নয়ান কর নিং রামকান্ত সেন	রামকান্ত সেন	১ ৵৪	॥৶
		১১৪৭	খাং পং গোবিন্দপুর তাং সেক আতাউল্লা চৌধুরী	আতাউল্লা চৌধুরী	২৸২	১ ৷৶
		২২৪১	খাং তং সাইস্তানগর তাং কামদেব রায়	কামদেব রায়	৷৶৫	৶
		২৩৮৫	খাং মুং নরনারায়ণ ঘোষ তাং নরসিংহ রায় নিং বৈদ্যনাথ রায় ...	বৈদ্যনাথ রায়	৩৶২ ॥	১ ॥৶
		২৩৯১	খাং মুং নরসিংহ গঙ্গাধর তাং রাঘব জগন্নাথ হিং রঘুনাথ দাস নিং রামকান্ত সেন	রামকান্ত সেন	৪ ॥৶১ ॥	২ ৵
		৩০৩৯	জিলে হওদরাবাদ খাং মুং শৌদালি খাঁ তাং রামদেব সোম ...	রামদেব সোম	৮/৮	৩৲
		৩৩১৬	খাং তং মুকুন্দপুর হিং ।০ আনি তাং রামশঙ্কর দাস নিং রাজচন্দ্র ঘোষ	রাজচন্দ্র ঘোষ	১৶২ ॥	॥৶
		৩৫৯২	খাং মুং শৌদালী খাঁ তাং গঙ্গাধর সোম	গঙ্গাধর সোম	॥৯ ॥	।০
		৩৫৯৩	মুং তথা তাং রামজীবন নাগ ...	রামজীবন নাগ	৩৲২	১ ॥০
		৩৫৯৭	মুং তথা তাং রামগঙ্গা সোম ...	রামগঙ্গা সোম	৷৶৩	।০
		৪০৪১	জিং জালালপুর খাং পং জালালপুর তাং মণিরাম দেও ...	মণিরাম দেও	২৶১ ॥	১৲
		৪৮৩৩	জিলে নুরুল্যাপুর খাং পং সাজাতপুর তিল্লী তাং সদাগোবিন্দ শর্ম্মা ভূমিক	সদাগোবিন্দ শর্ম্মা ভূমিক ...	৫ ৷৶৯	৪৲

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জিলার তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখিত মালিক	সদর জমা	১২৫৪ সনের লাং ১ চৈত্রের পাওনা বাকী
১	ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল	৫৭৫০	খাং তং পারিল তাং রামগোকুল বালো নিং মদনমোহন দাস ...	মদনমোহন দাস	৸৶ ॥	॥০
		৬৭০৩	জিলে রাজনগর জোং রাজনগর হাং শিবদেব মুং রূপরাম দাস...	শিবদেব	৭৸/১০ ॥	৬ ।০
		৬৭০৪	খাং জোং তথা হাং শিবদেব মুং রামভদ্র চক্র	শিবদেব..	৫৸৶৬	৩ ॥/ ৬
		৬৮০৫	খাং চাং নুরপুর হাং রাম নরসিংহ দেও	রামনরসিংহ দেও	৮ ॥৬ ॥	৬ ॥০

C. TOTTENHAM, *Collector.*

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে

১৮৪৫ সনের ১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে জিলে ময়মনসিংহের নীচের লিখা মহালাত ১২৫৪ সনের লাং কিস্ত ফাল্গুণের পাওনা বাকী মালগুজারি নিমিত্তক ১৮৪৮ সনের আপ্রিল মাসের ২২ তারিখ মোং ১২৫৫ সনের ১১ বৈশাখ রোজ শনিবার উক্ত জিলার কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে ধরা গিয়া নিতান্ত বিক্রী হবেক ইতি সন ১৮৪৮ সন তাং ২৯ মার্চ মোং ১৭ চৈত্র সন ১২৫৪।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখা মালিক	সদর জমা	১২৫৪ সনের লাং কিস্ত ফাল্গুণের বাকী
১	চিরস্ত বন্দবস্তী	১৯২	পরগনে আটীয়া কিং ভরকরা কৈর	রামকমল ঘোষ ওগয়রহ ...	৫৪৶৩	১৩৸৶৭
		৯৭৪	গোলামী ধিতপুর পং বড় বায়	গোলামী ওগয়রহ	৪ ॥৶২	৪ ॥৶২
		১২১৬	তাং ভবানীশঙ্কর গঙ্গাপ্রসাদ পং কাশীপুর	কালীকিশোর গুহ নীলাম খরিদার	১৯৶২	৪৶২
		২৭৫৪	করিম উল্লাওগয়রহ তপ্পে হাজ বাদী	কৃষ্ণরাম শাহা খরিদার নীলাম	২৶২	২৶২
		৫১৩০	পরগনে ময়মনসিংহ কৃষ্ণরাম পুর দং মৃজাপুর ...	রামধন দাস ওগয়রহ	২২৸২	১০৸২

G. E. LANCE, *Asst. Collector.*

সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৫ সালের প্রথম আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা মালদহের নীচের লিখিত মহাল সকল সন ১২৫৪ সালের মুজবিলী লাগাত কিস্তী ফাল্গুণের সরকারের রাজস্ব আদায় কারণ সন ১৮৪৮ সালের ২৪ আপ্রিল মোতাবেক সন ১২৫৫ সালের ১৩ বৈশাখ সোমবার এই কালেক্টরীর কাছারীতে নীলামে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রী হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ ইংরেজী মোতাবেক সন ১২৫৪ সাল তারিখ ১৭ চৈত্র।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের প্রকার	জেলার তৌজির নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখিত মালিক	সদর জমা	সন ১২৫৪ সালের লাগাত ফাল্গুণের মুজবিলী বাকী	মন্তব্য কথা
১	স্থিরতর বন্দোবস্ত	৭৫	গোঠনি পরগনে নেজামপুর	রূপকান্ত মজুমদার ...	১ ॥/৭	১ ॥/৭	
২	মিয়াদি বন্দোবস্ত	২৬৩	মৌজে গোবিন্দপুর পরগনে কাকজোল জণ্ডী	রাধাকৃষ্ণ শাহা ...	৪ ॥৵১১	৪ ॥৵১১	এই মহাল সমুদায় নীলাম হবেক এই মহাল সন ১২৭০ সালপর্য্যন্ত মিয়াদী বন্দোবস্ত হইয়াছে লাখে রাজদার রাধাকৃষ্ণ শাহার হকীয়ৎ বিক্রী হইবেক মিয়াদ গতে সানি বন্দোবস্ত আমলে আসিবেক।
ঐ	স্থিরতর বন্দোবস্ত হয় নাই	•	মৌজে গঙ্গারামপুরদিগর পরগনে ভাতিয়া গোপালপুর মোতালক ইংলিস থানা গৌড়গড় জায়গীর ভওন জমাদার	বিবি বক্সন	২৸৵৯।	২৸৵৯।	এই মহাল বন্দোবস্ত মঞ্জুরি প্রার্থনায় শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের হুজুরে রিপোর্ট হইয়াছে তাহার মঞ্জুরিতে যদি জমার কিছু ন্যূনাতিরেক হয় খরিদারকে তাহা আমলে আনিতে হইবেক।
		•	মৌজে ঐ পং ঐ মোতালক ঐ জায়গীর আকাল হাওলদার	বিবি কএজল ও মেঘা...	২৵১	২৵১	ঐ
		•	মৌজে ঐ মোতালক ঐ পং ঐ জায়গীর বিজয় সিংহ সিপাহি	শোহাগো বেওয়া ও জহর সিংহ ও সুকলাল সিংহ	১ ॥/৯	১ ॥/৯	ঐ
		•	টোলা নিশ্চিন্তপুর পরগনে ঐ জায়গীর ওমরাও সিংহ জমাদার	সিকুওর বেওয়া ...	৬ ।৵৫ ॥	৬ ।৵৫ ॥	ঐ
		•	ঐ	সূর্য্যা বেওয়া	৬ ।৵৫ ॥	৬ ।৵৫ ॥	ঐ
		•	টোলা ঐ পরগনে ঐ জায়গীর মাদারা সিংহ জমাদার	ধূমসিংহ	১৫৸৩	১৫৸৩	ঐ
		•	টোলা ঐ পং ঐ জায়গীর গঙ্গারাম সিপাহি	শঙ্করী বেওয়া ও কাশীনাথ সিংহ ও কানাই সিংহ	৭ ।৵৬	৭ ।৵৬	ঐ
		•	টোলা ঐ পং ঐ জায়গীর মুরলী সিংহ সিপাহি	কাশীনাথ সিংহ ...	৫ ৴ ৬৸	৫ ৴ ৬৸	ঐ
		•	টোলা ঐ জায়গীর নিরনজর আলী সিপাহি	মিরক্কাশী ও মিঞাজান	৫ ।৵	৫ ।৵	ঐ

শ্রেণীর নম্বর	মহালের প্রকার	জেলার তৌজির নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখিত মালিক	সদর জমা	সন ১২৫৪ সালের লাগাত ফাল্গুনের মুফস্বিলি বাকী	মন্তব্য কথা
	স্থিরতর বন্দোবস্ত হয় নাই	০	মৌজে জামালপুর পরগনে মুলতানগঞ্জ মোতালক ইংলিস থানা গৌড়গড় জায়গীর সমসের খাঁ সিপাহি	পাঁচকড়ি খাঁ	সদর জমা ৸৭। রসুম জমীদার ১৵৪৸ ——— ১৸৶	১৸৶	এই মহাল বন্দোবস্ত মঞ্জুরি প্রার্থনায় শ্রীযুত কমিস্যানর সাহেবের হুজুরে রিপোর্ট হইয়াছে তাহার মঞ্জুরিতে যদি জমার কিছু ন্যুনাতিরেক হয় খরিদারকে তাহা আমলে আনিতে হইবেক।
		০	মৌজে জালুয়াবাধাল ও মল্লীকপাড়া পরগনে হাবিলিটাড়া মোতালক ঐ জায়গীর ভওন জমাদার...	বিবি বক্সন	সদর জমা ১/৫ রসুম জমীদার ১৸৶১০॥ ——— ৩/৩॥	৩/৩॥	ঐ
		০	মৌজে কৃষ্ণপুর পরগনে ঐ মোতালক ঐ জায়গীর ঐ	ঐ	সদর জমা ৷৶১০ রসুম জমীদার ১৵১০॥ ——— ১॥৵৮॥	১॥৵৮॥	ঐ
		০	টোলা নিশ্চিন্তপুর পরগনে ভাতিয়া গোপালপুর জায়গীর আলম সিপাহি	কাশীনাথ সিংহ রায়তি বন্দোবস্তদার	৪/৭।	৪/৭।	ঐ
		০	মৌজে গঙ্গারামপুরদিগর পরগনে ভাতিয়া গোপালপুর মোতালক ইংলিস থানা গৌড়গড় জায়গীর এমামদ্দীন হাওলদার	নজীর খাঁ ও শাদী খাঁ ও শাহাদাত খাঁ ও কালে খাঁ	২॥/১	৮৸৶৪	৪ ঘরের লিখিত জায়দাদের চতুর্থ অংশে নজীর খাঁর জেও তাহা নীলাম হইবেক।
		০	ঐ মৌজার ১ কীতা বাঁশবাড়ি মাএ ।০ কাঠা জমীন	ঐ	০	০	ঐ
		০	পরগনে ভাতিয়া গোপালপুরের অন্তঃপাতি সরকারী আমানতি খাস মহাল মধ্যে ইংলিস টোলা নিশ্চিন্তপুরের অন্তর্গত মৌজে নরাগাঁ কৃষ্ণপুরের নিজ জোতের জমা মাএ বসতবাটী ২ টাকিটের কাত জমা ৯১ ।২॥ বনাম কুদরত ১ টাকিট ——— ১৫/ ——— ১০৬ ।২॥	মেহেরদী মণ্ডল... ...	২৫/১॥	৩০৬	এই সকল জায়দাদ মেহেরদী মণ্ডলের যে হকুক স্বত্ত্ব তাহা উক্ত মণ্ডলের একরারের শরত মোতাবেক মযাফ নীলাম হইবেক।
		০	ঐ পরগনার অন্তঃপাতী লছমী দেব্যা ও কমলাকান্ত রায় দিগর জমিদারের জমিদারি তরফ কুণ্ডরপুরের ভুক্ত জমিদারের পাট্টাই জোত ১ পাট্টাতে ১০১/ বিঘা	ঐ	১২৸৶	০	

F. B. Kemp, *Deputy Collector.*

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪৫ সনের ১ আইনের ৫ ধারানুসারে জিলে ঢাকা জালালপুরের নীচের লিখিত মহালাতের বাকীর নিমিত্তে ইং ১৮৪৮ সনের ২০ আপ্রিল মোং ১২৫৫ সনের ৯ বৈশাখ বৃহস্পতিবার শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনাওজরে নীলামে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রী হবেক ইতি সন ১৮৪৮ ইং তারিখ ৩০ মার্চ।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জিলার তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মহালের মালিক	সদর জমা	কোন সনের কোন মাসের পাওনা বাকী		মন্তব্য কথা
২	ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য না হওয়া মহাল	০	মহাল নাওয়া পং বিক্রমপুর তাং রঘুরাম সেন	তারামণি ও ত্রিপুরা দেব্যা বন্দবস্ত গ্রহীতা	৩৮/০	১২৫৪ সনের কিস্তী আশ্বিন ১২৫৩ সনের	১৯৲ ৩৮/০	বন্দবস্ত গ্রহীতাগণের বন্দবস্তী স্বত্ব নীলাম হবেক।
৩	সন হালের ও তাহার পূর্ব্বং বৎসরের মালগুজারি যে মহালের বাকী আছে	০	ঐ	ঐ	ঐ	ইং ১২৫১ সনের লাং ১২৫২ সনের চৈত্র	৭০ ৷৶৮	ঐ।
৪	অন্য মহালের পাওনা বাকী মালগুজারির নিমিত্তে যে মহাল নীলাম হয়	৫৯৯	পং বিক্রমপুর তাং রঘুরাম সেন সোনার দেউল হিং ৷৶ আনি নিং তপন্যারাম লাহা	তপন্যারাম লাহা	১২১/ ॥	১২৫৪ সনের	৩৩৸৶	তাং রাজারাম সেন মাথবিয়ার খারা বাকী আদায়ের কারণ করিম বক্শ ও মকদুম বক্শ ও হোসন বক্শ বাকীদারের ৪ খানার লিখিত স্বত্ব নীলাম হবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১২৫৪ সনের কিস্তী মাঘের	২৮৩ ॥৵৮ ॥	চর মদনশঙ্করের মধ্যগত কিং টেটাবিশের বাকী আদায় কারণ ৪ খানার লিখিত মহালের হিং ৷৶ আনির ।১৩।— হিস্যার মধ্যে মকদুম বক্শ বাকীদার জামিনদারের যে স্বত্ব আছে নীলাম হবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১২৫৪ সনের লাং মাঘের	৯৯ ॥৶১০৭	চর খাগটীয়ার অন্তঃপাতি কিং কাস্তাইসার গয়রহের বাকী আদায় কারণ ৪ খানার লিখিত মহালের হিস্যা ৷৶ আনির ।১৩।— হিস্যার মধ্যে ৵২ ॥ হিস্যাতে হোসন বক্শ বাকীদার জামিনদারের যে স্বত্ব আছে তাহা নীলাম হবেক ইতি।

C. TOTTENHAM, *Collector.*

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা রাজশাহীর নীচের লিখিত মহাল ইংরেজী ১৮৪৮ সালের মার্চ মাসের ২৮ তারিখপর্য্যন্ত পাওনা বাকী মালগুজারি নিমিত্ত ইংরেজী ১৮৪৮ সালের ২৭ আপ্রিল মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৫৫ সালের ১৬ বৈশাখ বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহরের পর কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ ইং তারিখ ৩০ মার্চ মোতাবেক সন ১২৫৪ বাঙ্গলা তারিখ ১৮ চৈত্র।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জেলার তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখিত মালিকের নাম	সদর জমা	সন ১৮৪৮ সালের ২৮ মার্চ তারিখপর্য্যন্ত পাওনা বাকী	মন্তব্য কথা
১	ইস্তমুরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল	নং ২১	জোত গোশাঞীদাস পরগনে লস্করপুর ...	রামরতন সিংহ	৫৩৪ ।৶৪	১২২ ॥৴৬	
ঐ	ঐ	নং ৩৫	তরফ শেখালীপুর পরগনে লস্করপুর ...	কেশবনাথ বক্রবর্ত্তী	৮১৭৸৶৫	৩২২৶১১	
ঐ	ঐ	নং ২৯২	মৌং তকীপুর ওগয়রহ পং বোনগাঁ ও খালীশা	তনু গোপাল রাজ ঈশ্বর রায়	সদর জমা ১০০৮ ॥৪ টেক্সা পুলিস ৮ ।৶৫		
					১০১৬৸৶৯	২৪৯৸৴০	
ঐ	ঐ	নং ৫৮৯	কীং হাপালীয়া পং লস্করপুর	গঙ্গানারায়ণ সেন ও গৌরগোবিন্দ সেন ও মোহনগোবিন্দ সেন	৬৯৸৴১	৩১৸৴১	
ঐ	ঐ	নং ৫৯৩	কীং বাঙ্গালপাড়া পরগনে লস্করপুর ...	আমানী মোল্লা	৪৯ ॥৶২	২৯ ॥৶২	
ঐ	ঐ	নং ৭৫০	কীং হামকুড়িয়া পরগনে কাটারমল্ল ...	রাধাকান্ত শর্ম্মা	১৮৸৪	১১৸৪	
ঐ	ঐ	নং ৭৫৬	কীং দিঘী পরগনে কাটারমল্ল	কৃষ্ণনাথ গোস্বামী নবকৃষ্ণ রায়	৩১ ।৴২	১৮ ।৴২	
ঐ	ঐ	নং ১০৬০	কীং চান্দপাড়া পরগনে ডেমাছী ...	রামনিধি মৈত্র শ্যামকিশোর মৈত্র ...	৬৬৶২	১৬৸৶৯	
ঐ	ঐ	নং ১৩৩২	রামচন্দ্রপুর পরগনে কাশীমনগর ...	ফকিরচন্দ্র সরকার	৪/১	৪/১	
ঐ	ঐ	নং ১৪২০	কীং পং চাপৈলা তপ্পে চাপৈলা ...	হরিলাল সরকার	৪৯ ॥৶৮	২৫ ॥৶৮	
ঐ	ঐ	নং ১৫৫৪	চর গোসাঞীদাস পরগনে লস্করপুর ...	রামরতন সিংহ	১২ ॥৴৪	৫ ॥৴৪	
ঐ	ঐ	নং ১৭৭৮	চক বলরাম ও মৌং সাওড়া ও মৌং হিঙ্গলকান্দী ও মৌং পারইল পং চৌগাঁও ...	কাশীকমল ঠাকুর ও কাশীদয়াল ঠাকুর ও ভবানীশঙ্কর ঠাকুর	৬৬ ।৴০	৩০ ।৯	
ঐ	ঐ	নং ১৭৮০	মৌং পোয়ান সাটীয়াদিগর পং মহরতপুর	বসিরদ্দীন ও নছিরদ্দীন ও খএরন্নেছা ও রহিমন্নেছা বিবি	১৪।৶৯	৭ ।৶৯	

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জেলার তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখিত মালিকের নাম	সদর জমা	সন ১৮৪৮ সালের ২৮ মার্চ তারিখপর্য্যন্ত পাওনা বাকী	মন্তব্য কথা
১	ইস্তমুরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল	নং ১৮১১	মৌং লক্ষ্মীপুর পং চন্দ্রপুর ...	১ বিশ্বু বিবি ও ২ হাস্তিবনমেছা বিবি ও ৩ মফিছনমেছা বিবি ও ৪ রইছা বিবি ও ৫ ছাবত মেছা বিবি ও ৬ হাজের মিঞা ও ৭ মজহর মিঞা ও ৮ বক্তমণ্ডল ও ৯ আছফমেছা বিবি ও ১০ নেপাল ঘোষ ও ১১ রমজান বিবি ও ১২ রামলাল ঘোষ ও ১৩ খোন্দকার আজীজন এছলাম ও ১৪ মাখম বিবি ও ১৫ তিতু বিবি ও ১৬ সৈয়দ আজহর আলী মও ১৭ মনিমেছা বিবি ও সৈয়দ ১৮ মজফর আলী ও ১৯ সৈয়দ ছমরু আলী ও ২০ কীশমতনমেছা বিবি ও ২১ দুর্ল্লভ বিবি ও সৈয়দ ২২ হোসেন আলী ও ২৩ সৈয়দ সৈদআলী ও ২৪ সৈয়দ ফখরুদ্দীন হোসেন ও ২৫ সৈয়দ খএরাতালী ও ২৬ সৈয়দালি সৈয়দমেছা বিবি ও ২৭ মুনসি মাহাম্মদ খলিল ও ২৮ বুধুমিঞা ও ২৯ রকীবনমেছা ৩০ বিবি ও বুলন বিবি ও ৩১ তিফন বিবি ও ৩২ রাহাতুল্লা ও ৩৩ শেহাতুল্লা ও ৩৪ হরচন্দ্র লাহুড়ি ...	৭৮৮৵৫	৩॥৶০॥	

A. Forbes, *Collector.*

এতালানামা কাছারি কালেক্‌টরি জেলা কটক মধ্যপ্রদেশের সমস্ত লোকদিগের জানিবার কারণ সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে।

সন ১৮৪৫ সালের প্রথম আইন ৬ ছয় ধারাঅনুসারে নীচের লিখিত মাহালের লাং কিস্তি মাহ জুন সন ১৮৪৭ সালের মোতাবক সন ১২৫৪ সালের ষোলপণি সরকারের পাওনা বাকী মালগুজারি আদায়ের জন্য সন ১৮৪৮ সালের আপ্রিল মাহার ১৮ তারিখ মোতাবক সন ১২৫৫ সাল বৈশাখ মাসের ৮ তারিখ মঙ্গলবার উক্ত কাছারি কালেক্‌টরিতে ডিনা ওজর ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রয় হইবেক।

নম্বর শ্রেণী	মহালের শ্রেণী	জেলা তৌজি লিখিত মাহালের নম্বর	মাহালের নাম	মাহালের মালিক	সদর জমা	বাকীর সংখ্যা	কৈফিয়ৎ
৪	অন্য মাহালের বাবতের পাওনা বাকী মালগুজারির কারণ নীলাম হইবেক	•	ভূমি ৪ ।৭ ৵২ কানি জমি খরিদা জমাবন্দি কিসম দোএম ওয়াকে মৌং বিরতলো শামিল তালুকে তেওলিপদা পং ঝঙ্কড় কি তাহার মফস্বল জমা ৬৷৵০ কোম্পানি খরিদাদার মালিকানা মিমুহাবাদ লেখা যাইতেছে।	জনার্দ্দন দাস ...	•	১১১ ৵১১॥	এ জমিতে যে হক জনার্দ্দন দাস মালজামিমদার মুসমাত পার্ব্বতী বাই মুস্তাজর কিসমত কিনে অড়ঙ্গ পঃ হরিহরপুর মাহাল তাবে কোরট আফুয়ারডেসের আছে সন ১২৫৪ সাল সরকারের বাকী খাজানা আদায়ের জন্য নীলাম হইবেক।

তাং ২৪ রেক মাহ মার্চ সং ১৮৪৮ মসিহা।

M. S. Gilmore, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জেলা বীরভূম এই যে

এক্ষণ সন ১৮৪৫ সালের ১ প্রথম আইনের মর্ম্মানুসারে সন ১২৫৪ সালের ইস্তক কিস্তী পৌষ লাগাদী কিস্তী ফাল্গুণের বাকী রাজস্ব আদায় কারণ সন ১৮৪৮ সালের ২৮ মার্চ মতাবকে সন ১২৫৪ সাল তারিখ ১৬ চৈত্র সূর্য্যঅস্ত পর্য্যন্ত টাকা দাখিল করণের দিবস নিরূপণ ছিল কিন্তু নীচের লিখিত মাহালাতের বাকীদারান উক্ত তারিখ সূর্য্যঅস্তপর্য্যন্ত আপনং বাকী দাখিল করে নাই অতএব উক্ত আইনের মর্ম্মানুসারে বাকীপড়া মাহালাতের নীলাম করা আবশ্যক হইয়া ঐ আইনের ৬ ধারার বিধিক্রমে ইস্তাহার প্রচার করা যাইতেছে যে সন ১৮৪৮ সাল তাং ২৪ আপ্রেল মতাবকে সন ১২৫৫ সাল তারিখ ১৩ বৈশাখ রোজ সোমবার বেলা দুই প্রহরের পর অত্র কাছারির প্রকাশ স্থানে নীচের লিখিত মাহালাত নীলাম বিক্রী হইবেক যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ উচিত যে ঐ তারিখ ও সময়ে এই কাছারিতে হাজীর আসিয়া খরিদ করহ আর যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রী করা যাইবেক ইতি সন ১৮৪৮ সাল তাং ২৯ মার্চ মতাবক সন ১২৫৪ সাল তাং ১৭ চৈত্র।

শ্রেণীর নম্বর	মাহালের শ্রেণী	নম্বর রেজিষ্টরি	নাম মাহাল	নাম মালিকান	সদর জমা	বাকী লাগাদী ফাল্গুণ সন ১২৫৪ সাল	কৈফিয়ৎ
১	দাএমী	১৬৬	দুর্গাপুর	গঙ্গাসাগর ঘোষ ...	১২৭১৴৩	৯২৫৷৴৮	মুজন্নম মাহাল ধান্যআদি হরিএক ফসল হয়
২	ঐ	৫১১	সাউগ্রাম	তোকজ্জল হুসেন ...	১৯৮৸২	৭৫৷৴১	ঐ
৩	ঐ	৫৮৪	লোহানগর ...	বকসুআলী খাঁ খুদিপাঠানী ও দিগম্বরী দেব্যাদিগর ...	৫৯৸৩	২৬৸৩	ঐ

A. Ogilvie, *Offg. Collector.*

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা দিনাজপুরের নীচের লিখিত মাহালাত ১২৫৪ সালের ফাল্গুণ মাসের কিস্তপর্য্যন্তের বাকী মালগুজারির নিমিত্তক ১৮৪৮ সনের ২৪ মোতাবেক ১২৫৫ সনের বৈশাখ মাসের ১৩ তারিখ সোমবার ঐ জেলার কালেক্টরির কাছারিতে বিনাওজর নীলামে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রয় হইবেক ইতি তারিখ ২৯ মার্চ ১৮৪৮ মোঃ ১৭ চৈত্র সন ১২৫৪ সাল।

শ্রেণীর নম্বর	মাহালের শ্রেণী	জেলার তৌজির মাহালের নম্বর	মাহালের নাম	মাহালের লিখিত মালিকের নাম	সদর জমা	১২৫৪ সনের ফাল্গুণ মাসের কিস্তপর্য্যন্তের বাকী	কৈং
১	চিরস্থায়ি অর্থাৎ এস্তমুরারি বন্দবস্তি মহাল	৪৫৩	মৌজে চকঃ রঘুনাথপুর ওগএরহ পরগনে গিলাহবাড়ি	সৃষ্টিধর সরকার ...	৭৫৯৵৫॥	২৬৮৷৵॥	
তথা	তথা	৫৮৬	মৌজে আসব পরগনে সন্তোষ মওয়াজি ৮২/১৸ ভুমি	মতি ফকির	৯৷৴১॥	৩৷৴১।	
তথা	তথা	৬৯০	মৌজে গৌরীপুর পরগনে করদাহা মওয়াজি ৪৪॥০॥ ভুমি	মতিউল্লা মণ্ডল ...	৯॥৵৬	২॥৵৬	
২	এস্তমুরারি বন্দবস্ত না হওয়া মাহাল		মৌজে দেবীপুর পরগনে জাহাঙ্গিরপুর মওয়াজি ৩৮৩/৪ ভুমি	আনন্দময়ী দেব্যা ...	৭৩॥৵৯৸	৭৩॥৵৯৸	এ মাহালের বিষয় ১৮৪৫ সনের ১ আইনের ৫ ধারানুযায়ি এস্তাহারনামা প্রচার করা গিয়াছে

Geo. Copper, *Asst. Collr. in charge.*

এস্তেহারনামা।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে জেলা মেদিনীপুরের নীচের লিখিত মহাল সন ১৮৪৮ সালের ২৯ আপ্রিল মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৫৫ সালের ১৮ বৈশাখ মওরাফকে আমলি সন ১২৫৫ সালের ১৯ বৈশাখ রোজ শনিবার জিলা মজকুরের কালেক্টরি কাছারিতে নীলামে ধরা যাইবেক এবং নিশ্চয় নীলাম হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ সাল তাং মোং সন ১২৫৪ সাল তাং মোং সন ১২৫৫ সাল তাং।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জেলার তৌজির মহালের নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখিত মালিকের নাম	সদর জমা কোম্পানি	সন ১৮৪৮। ২৮ মার্চ তারিখে বাকী	
১	দাএমি বন্দোবস্তী মহাল	১	মঃ পূর্ব্বইটালি পং কাশীজোড়া	... রাজা বরদাকণ্ঠ রায়	৪৩২৬১ ।৭	১১৬৪১ ॥৴৩	
		৪	মঃ গুড়চাকলি পং কাশীজোড়া	... গোলোকমোহন নন্দী ও রামপ্রসাদ মাইতি ও তারাচান্দ পণ্ডা	২১৫৩৶৯	৩৩৭ ।০	রামপ্রসাদ মাইতির হিস্যা নীলাম হইবেক।
		৫	মঃ বাহার পোতা পং ঐ	... রামচন্দ্র খাঁ	১৭০৪ ৴৫৸	১১৬৪৸৶৮ ॥	
		১৪	মঃ গাজাই পং ঐ	... কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত ও দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় ...	২৪৬৭ ॥৪	১৫৩৶১১	দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের হিস্যা নীলাম হইবেক।
		১৮	মঃ কোদাল্যা পং ঐ	... রাজা রামচন্দ্র খাঁ ও মথুরমোহন নন্দী ও ভোলানাথ জানা ও নন্দকুমার জানা	২৮০৫ ।৪৸	১৩৫৬৴০ ॥	
		৩৪	মঃ বড়বড়্যা পং ঐ	... কামিক্ষানাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮৫৭ ॥৴২ ।	৯২০ ॥৩ ।	রামচন্দ্র খাঁএর হিস্যা নীলাম হইবেক।
		৪১	মঃ উত্তর ভূঞ্যাদা পং ঐ	... হরগোবিন্দ মাইতি ও সরুপমোহন মাইতি ও রামচন্দ্র খাঁ ও রাধাকৃষ্ণ পাল	১৪৩২ ॥৶৩ ॥	৮০১ ।৵৫ ॥	
		৬৫	মঃ মাকণ্ডপুর পং ঐ	... গোলাম আলবা	৮২৬ ॥৶৮	৬৬৮ ॥৴৫ ॥	
		১২০	মঃ মহসিমপুর পং শাহাপুর	... সরুপনারায়ণ দে	১৪০০ ৴৮৸	৬৯১ ॥৵১৸	
		২৭০	মঃ মেদিনীপুর পং মেদিনীপুর	... রাজা অযোধ্যারাম খাঁ ও কৃষ্ণবেহারি ভূঞা ও নিতাইচান্দ ভূঞা ও নবীনচান্দ ভূঞা ও তাঁরাচান্দ ভূঞা ও আনন্দরাম ভূঞা ও হিরালাল ভূঞা ও হরেকৃষ্ণ ভূঞা ও বৃন্দাবন ভূঞা ও অক্ষয়নারায়ণ ভূঞা ও রামনারায়ণ ভূঞা ও মধুসূদন ভূঞা ও নিত্যানন্দ ভূঞা ও উদয়চান্দ ভূঞা ও দ্বারকানাথ ভূঞা ও রাজীবলোচন ভূঞা ও বিনোদরাম ভূঞা	৯০৬৬৬ ॥৶৮	৪৯৬৭৫ ॥১০	রাজা অযোধ্যারাম খাঁ ও নিতাইচাঁদ ভূঞা ও আনন্দরাম ভূঞা ও হিরালাল ভূঞা ও হরেকৃষ্ণ ভূঞা ও বৃন্দাবন ভূঞা ও অক্ষয়নারায়ণ ভূঞা ও রামনারায়ণ ভূঞা ও মধুসূদন ভূঞা ও নিত্যানন্দ ভূঞা ও উদয়চাঁদ ভূঞা ও দ্বারকানাথ ভূঞার হিস্যা নীলাম হইবেক।
		২৭৯	মঃ তমলুক পং তমলুক	... নন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় ও রামধন ঘোষ ও রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়	১১২৫৫১ ॥৶১০ ।	৯৫০০ ॥৵১০	রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়ের হিস্যা নীলাম হইবেক।
		২৯১	মঃ বসন্তপুর পং চেতুয়া	... দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় ও আএমনেসা বিবি	১৪৫৫১/৩ ॥	৫২৯৬ ॥৴৬	

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জেলার তৌজির মহালের নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখিত মালিকের নাম	সদর জমা কোম্পানি	সন ১৮৪৮ । ২৮ মার্চ তারিখে বাকী	
১	দাএমি বন্দোবস্ত মহাল	৭২৮ ।২	মঃ লস্করপুর পং এলরা চৌর … … …	গৌরমোহন কর ও ঈশ্বরচন্দ্র বসু ও সীতারাম নন্দী ও ভগীরথ নন্দী ও মুজন ভূঞা ও বাবুরাম নন্দী ও চণ্ডীচরণ পাহাড়ি … … …	৪৮৪ ॥৶৯	৪৭ ॥/ ২৸	
		৮৬১	মঃ বাড়গোপাল পং খান্দার … … …	সুন্দরনারায়ণ পাল ও সুন্দরনারায়ণ মাসান্ত ও দামোদর মেইকাপ ও বীরনারায়ণ মেইকাপ ও উৎসবানন্দ শতপতি প্যারীমণি ও কুঙরনারায়ণ মাসান্ত ও হরগোন্দ শতপতি … … …	৩২৫৪৸৴২ ॥	২৫৬ ॥১	সুন্দরনারায়ণ পাল ও উৎসবানন্দ শতপতি ও হরগোবিন্দ শতপতির হিস্যা নীলাম হইবেক।
		৮৬৩	মঃ কুণ্ডলপাল পং ঐ … … … …	মোহনলাল মহাপাত্র ও রামসুন্দর মহাপাত্র গঙ্গাপ্রসাদ মহাপাত্র ও রাজেশ্বরী দেই ও কিনারাম মহাপাত্র ও গোকুলানন্দ মহাপত্র… …	১১৭৯ ।৶০ ।	৮১৸৶১১	রাজেশ্বরীর হিস্যা নীলাম হইবেক।
		৯৩৬	মঃ শাহড়ঙ্গা পং ঐ … … … …	উদয়চান্দ জানা ও বৈদ্যনাথ জানা ও রামসাগর ভঞ্জ ও রামপ্রসাদ বেরা ও চৌং গোলোকচন্দ্র মাসান্ত ও চৌং ক্ষেত্রমোহন মাসান্ত ও আনন্দলাল রায় ও বাবুরাম ভূঞা … … ..	২১০৩৲১০ ॥	৩৭৫ ।৶৩	উদয়চান্দ জানা ও বৈদ্যনাথ জানা ও রামসাগর ভঞ্জ ও রামপ্রসাদ বেরা ও চৌধুরী গোকোচন্দ্র মাসান্ত ও চৌধুরী ক্ষেত্রমোহন মাসান্তের হিস্যা নীলাম হইবেক।
		১৪০০	মঃ দিগনাবাড় পং কিং কাশীজোড়া … …	রামচন্দ্র খাঁ। … … … … …	১৫৪৯ ৴৮৸	১০৪৮ ৴১১॥	
		১৬২১	মঃ রাধাবল্লভচক পং কিল্লে ময়নাচৌর … …	গঙ্গাগোবিন্দ বক্সী ও ভৈরবী দেই ও সাবিত্রী দেই	১০৯৪৶৩ ।	৪৬৫/৫	
		২৫৫৬	মঃ কালামিনাপুট তরফ বিসুআন পং দক্ষিণ মাল…	দয়ারাম পণ্ডা … … … … …	৪০৶১০ ॥	৭ ॥৶১ ॥	
		২৫৬৮	মঃ কালামিনাপুট ওগয়রহ তরফ বিসুআন পং দক্ষিণ মাল … .. … … … …	দ্বারকানাথ পণ্ডা নাবালগের মহাফেজান প্রতি মা ও চন্দ্রমা দেব্যা .. … … …	১০ ৴৭৸	১৸৶৭৸	
		২৫৭২	মঃ নির্ভয়পুর পং চেতুয়া … … … …	নকৌড়ি বড়াল … … … …	১৸৶২	১৸৴২	
		২৫৮৫	মঃ নির্ভয়পুর পং ঐ … .. .. …	বিবি হামিদন নেসা … … … …	৸০	৸০	
		২৫৯৮	মঃ ধর্ম্মপুর পং ঐ … .. … …	হামিদন নেসা… … … … …	৪৮/৮	১৫৫৸৩	
		২৬০১	মঃ ধর্ম্মপুর পং ঐ … … … …	আবদু মিঞা … … … … …	৩১/ ৪ ।	১১৩৶০৸	
২	দাএমি বন্দোবস্ত না হওয়া মহাল	২২৩৫	মঃ রাধাবিনোদ চক মৌজে অর্জ্জুননগর পং নাড়ুয়ামুটা	উদ্ধবনারায়ণ ভূঞা … … … …	১৬ ।৶৮ ।	১৬ ॥৶৮ ।	এই মহালের মালিকের নিকট সন ১২৭৮ সাল তক মিঞাদে কবুলতি লওয়া গিয়াছে সন ১২৫৩ সাল হইতে পূরা জমা ২১৸৶৬৸ দিতে হইবেক।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জেলার তৌজির মহালের নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখিত মালিকের নাম	সদর জমা কোম্পানি	সন ১৮৪৮। ২৮ মার্চ তারিখে বাকী	
৪	অন্য মহালের বাবত বাকী টাকা আদায় নিমিত্তে যে নীলাম	৯৯	মঃ মহিমপুর পং কাশীজোড়া	... সীতারাম দাস ও ব্রজমোহন দাস ও শ্যামচরণ দাস ও রামচান্দ দাস ও গোরাচান্দ দাস ...	১৪৫ ॥৮॥	৫১ ⅟৭।	সীতারাম দাস জামিনদারের হক হকুক যাহা জামিনীতে প্রতিবন্ধক আছে নীলাম হইবেক।
		২২৯	মঃ ইটাই পং কিং শাহাপুর	... ভরতচরণ শতপতি	৩৪৩/৮॥	২১৫ ⅟৩*	০
		৩০৯	মঃ দণ্ডীরা পং মরঙ্গ	... মাহিন্দ্রনাথ পাল ও জয়গোবিন্দ দত্ত ...	২৮৯৫৲১০	৩১০৲৬	জয়গোবিন্দ দত্ত জামিনদারের হকহকুক যাহা জামিনীতে প্রতিবন্ধক আছে নীলায হইবেক।
		৫৬৯	মঃ জগন্নাথপুর তর্পে ধারন্দা	... মণিরাম মাইতি ও রামপ্রসাদ মাইতি ও শ্রীমত্যা প্যারীমণি	৪১৫৸০॥	৪০৯৸৶৬	রামপ্রসাদ মাইতি ও প্যারী মণি জামিনদারানের হকহকুক যাহা জামিনীতে প্রতিবন্ধক আছে নীলাম হইবেক।
		৮৫৭	বেন্যাদীঘী পং জুনকাপুর	... কমল পাল	১৫১৸/২॥	২১৩॥/১১	০
		১১১৪	মঃ আমলপুর বাটী টাকী মহাল বাটী টাকী ...	... রমাকান্ত রায় ও কৃষ্ণচরণ রায়	৩৫১ ॥১॥	৭১ ⅟৯	রমাকান্ত রায় জামিনদারের হক হকুক যাহা জামিনীতে প্রতিবন্ধক আছে নীলাম হইবেক।
		১১১৫	মঃ কিং দুড়া বাটী টাকী পং শান্দারি ...	... গজেন্দ্র চৌধুরী ও কৃষ্ণচরণ দে ও বৃন্দাবন দে ...	২৯৪৸১০।	১৬৭৸৶১০	গজেন্দ্র চৌধুরী জামিনদারের হক হকুয যাহা জামিনীতে প্রতিবন্ধক আছে নীলাম হইবেক।
		১৫৭০	মঃ ধনেশ্বরপুর পং উত্তর বেহার	... চৌধুরী বৈদ্যনাথ দাস মহাপাত্র ও কাশীনাথ দাস মহাপাত্র	৪৬৮৮ ॥৶১০	৭২১ ।৪	বৈদ্যনাথ চৌধুরীর হকহকুক যাহা জামিনীতে প্রতিবন্ধক আছে নীলাম হইবেক।
		১৬২৩	মঃ চউয়া পং কীজে ময়না চৌর	... বৈদ্যনাথ দত্ত ও হরনারায়ণ দত্ত ও রামকানাই চৌধুরী	২১৩৩ ⅟৪।	৫০ ।৶৬	হরনারায়ণ দত্ত জামিনদারের হক হকুক যাহা জামিনীতে প্রতিবন্ধক আছে নীলাম হইবেক।
		ঐ	মঃ ঐ পং ঐ..	... ঐ	ঐ	১৬ ॥৶১০	ঐ
		ঐ	মঃ ঐ পং ঐ...	... ঐ	ঐ	৭৸/২॥	ঐ
		২০৩৬	মঃ চক্ক জলপালান্যা পং উত্তর বেহার ...	... হরনারায়ণ মল্লিক	৬২ ॥/১০	৩০৫৶৯	হরনারায়ণ মল্লিক জামিনদারের হকহকুক যাহা জামিনীতে প্রতিবন্ধক আছে নীলাম হইবেক।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জেলার তৌজির মহালের নম্বর	মহালের নাম		মহালের লিখিত মালিকের নাম	সদর জমা কোম্পানি	সন ১৮৪৮ । ২৮ মার্চ তারিখে বাকী	
৪	অন্য মহালের বাবত বাকী টাকা আদায় নিমিত্তে যে নীলাম	২১৬১	মঃ বজবজিয়া ওগয়রহ তরফ এড়ঞ্চ		রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া মাদরে ও মহাফেজ রাজা কৃষ্ণ ইন্দ্রনারায়ণ রায় নাবালগ জমিদার	১৫০ ॥৶১১৸	৩৬১৶২	
			মৌং সাজুওয়াল পং খড়্গপুর ৯৭৭৭ নং সনন্দী জমীন	১ ॥০	আব্বাস আলি	০		এই জমিন যে বাকী আদায়কারণ নীলাম হইবেক তাহা ১১১৫ নং লেখা গেল।
			মৌং রাজপুর তর্পে ধারন্দা ৭৯২২ নং সনন্দী জমীন	১৪ ॥২	নবীনমোহন মুখোপাধ্যায়			
			মৌং দাড়য়া পং সবঙ্গ ১৫৯৬৩ নং সনন্দী জমীন	২৩/ ২	মৃত্যুঞ্জয় পট্টনাএক			
			মৌং রামপুরা পং ঐ ১৫৯৬৩ নং সনন্দী জমীন	১৸৩	ঐ	০	১৯৮ ॥/ ০	
			মৌং অজুনদা পং কাশীজোড়া ৮৩০৭ নং সনন্দী জমীন	১৩ ।২	গুরুপ্রসাদ মাইতি			
			মৌং রাধাবন পং ঐ ৮৩০৭ নং সনন্দী জমীন	২ ॥২	ঐ			
			মৌং কেশপাল পং খড়্গপুর ৭০৪৩ নং সনন্দী ও ৪৪২ নং বাহালি জমীন	২১/	গণেশ হাজরা ও কার্ত্তিক হাজরা			
			মৌং আতালেনি তর্পে বলরামপুর ১৭৯০৮ নং সনন্দী জমীন	৩/ ৪	ক্ষেত্রমোহন সিংহ	০	২৪৭ ॥৶৪ ॥	
			মৌং ডুক্রা পং কেদারকুণ্ডু ঐ নং সনন্দী জমীন	১/ ২	ঐ			
			মৌং বলরামপুর পং ঐ ৭১১০ নং সনন্দী জমীন	৬ ॥০	ঐ			
			মৌং করফাই পং খান্দার ৯৭০০ নং সনন্দী জমীন	৯৸৩	ঐ			
			মৌং মুড়াকাটা পং খড়্গপুর ১২৪ নং বাহালি জমীন	১৸২ ॥	মধুসূদন রায়	০	১৯ ।৶৯৸	
			মৌং ঐ পং ঐ ১২৫ নং কানুন নহমের বাহালি জমীন	২ ॥৪৸	রাজনারায়ণ সেন			
			মৌং বুআলিয়া পং মেদিনীপুর ১৩৩৬৪ নং সনন্দী জমীন	৫/ ৩৸	তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও বিপ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য			
			মৌং মৌলানা পং ঐ ১৩৩৬৪ নং সনন্দী জমীন	১৪ ।১৸	ঐ			
			মৌং শিরমণি পং ঐ ১৩৩৬৪ নং সনন্দী জমীন	২ ॥০ ॥	... ...	০	৬২৩৶ ৫	
			মৌং বিসরা মাটানা পং ঐ ১৩৩৬৪ নং সনন্দী জমীন	৮ ।৩	ঐ			
			মৌং রাজাগেড়্যা পং ঐ ঐ নং সনন্দী জমীন	৬ ।০	ঐ			

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জেলার তৌজির মহালের নম্বর	মহালের নাম		মহালের লিখিত মালিকের নাম	সদর জমা কোম্পানি	সন ১৮৪৮। ২৮ মার্চ তারিখে বাকী
৪	অন্য মহালের বাবত বাকী টাকা আদায় নিমিত্তে যে নীলাম	২১৬১	মৌং নান্দড়া তর্পে বাহাদুরপুর ১৩৩১৪ নং মনন্দী জমীন	৯ ।০	তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও বিপ্রদাস ভট্টাচার্য্য ...	•	৬২৩৸/৫
			মৌং পীপুড়মাই পং উত্তর বেহার ১৮৯৩৪ নং মনন্দী জমীন	২৫ ।০	হরনারায়ণ দত্ত		
			মৌং মেনড়া পলাশ্যাচক পং খড়্গপুর ৭১৫৩ নং মনন্দী জমীন	১৲	কুচলরাম মিশ্রী		
			মৌং খাটডাঙ্গা পং ঐ ঐ নং মনন্দী জমীন	৩/	ঐ		
			মৌং জিনশ্বর পং ঐ ঐ নং মনন্দী জমীন	১/	ঐ		
			মৌং রুইগাণ্ডা পং ঐ ঐ নং মনন্দী জমীন	১ ॥৪	ঐ		
			মৌং শ্যামসুন্দরপুর পং ঐ ৭১৫৩ নং মনন্দী জমীন	৸৩	ঐ		
			মৌং পরমানন্দপুর পং ঐ ঐ নং মনন্দী জমীন	২ ॥২	ঐ		
			মৌং কাজলা পং ঐ ঐ নং মনন্দী জমীন	১ ॥০	ঐ		
			মৌং ইন্দা পং ঐ ঐ নং মনন্দী জমীন	৩ ॥০	ঐ		
			মৌং পাঁচবেড়া পং ঐ ১৯৬৬ নং মনন্দী জমীন	১০ ॥০	গৌস খাঁ ও বক্সু খাঁ ও জমিএত খাঁ ...		
			মৌং ইন্দা পং খড়্গপুর ১৮৬ নং বাহালি ২০৪১ নং মনন্দী জমীন	২/৩৸	সুন্দরনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও দেবীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন বসু	•	৮৫/৭
			৬২০০ নং মনন্দী জমীন	২ ॥৩			
			৭২৭৭ নং মনন্দী জমীন	।৪			
			১০৯০ নং মনন্দী জমীন	২/			
				৭ ।০৸			
			মৌং সাজুওয়াল পং ঐ ২০৪১ নং মনন্দী জমীন	১/	সুন্দরনারায়ণ চক্রবর্ত্তী		
			৬২০০ নং মনন্দী জমীন	৩ ।১			
				৪ ।১			
			মৌং জফলা পং ঐ ২০৪১ নং মনন্দী জমীন	১৸১	ঐ		
			৬২০০ নং মনন্দী জমীন	১/০			
			৬১৪১ নং মনন্দী জমীন	২/১৸			
				৪৸২৸			
			মৌং রাধানগর পং ঐ ২০৪১ নং মনন্দী জমীন	১/	ঐ		

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	কেলার তৌজির মহালের নম্বর	মহালের নাম		মহালের লিখিত মালিকের নাম	সদর জমা কোম্পানি	সন ১৮৪৮। ২৮ মার্চ তারিখে বাকী	
৪	অন্য মহালের বাবত বাকী টাকা আদার নিমিত্তে যে নীলাম	২১৬১	মৌং বেলাগেড়্যা পং খড়্গপুর ৬২০০ নং সনন্দী জমীন	॥০	ঐ	০	৮৫/	
			মৌং ঝুঝারপুর পং ঐ ৬২০০ নং সনন্দী জমীন	॥০	ঐ			
			মৌং মিরঞ্জনবাড় পং ঐ ঐ নম্ব সনন্দী জমীন	১/	ঐ			
			মৌং বারবেট্যা পং ঐ ঐ নম্বর সনন্দী জমীন	১/	ঐ			
			মৌং রুইশাঙ্গা পং ঐ ৬১৪১ নং সনন্দী জমীন	৪/	ঐ			
			মৌং নগরা পং ঐ ১৫০৫৮ নং সনন্দী জমীন	১ ॥০	দেবীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী			
			মৌং চক খুরদী পং ঐ ১১৪ নং কমদরা বাহালি জমী	১৫/ ৪৭	মধুসূদন বসু			
			মৌং মিরাচক পং খড়্গপুর ৭২৭৭ নং সনন্দ জমীন	২ ॥০	দেবীচরণ চক্রবর্ত্তী	০		এই জমীন যে বাকী আদায় কারণ নীলাম হইবেক তাহা ২০৩৬ নং লেখা গেল ইতি।
			মৌং মাজুয়াল পং ঐ ঐ নম্বরের সনন্দী জমীন	৩/২	ঐ			ঐ
			মৌং কৌমল্লা পং ঐ ঐ নং সনন্দী জমীন	১ ।০	ঐ			ঐ
			মৌং শ্যামসুন্দরপুর পং ঐ ঐ নং সনন্দী জমীন	১/	ঐ			ঐ
			মৌংরূপনারায়নপুর পং ঐ ঐ নং সনন্দী জমিন	১/	ঐ			ঐ
			মৌং সামরায়পুর পং ঐ ঐ নং সনন্দী জমীন	॥০	ঐ			ঐ
			মৌং উত্তর সিমুলা পং ঐ ঐ নং সনন্দী জমীন	॥০	ঐ			ঐ
			মৌং চাঙ্গুয়াল পং ঐ ঐ নং সনন্দী জমীন	১/০	ঐ			ঐ
			মৌং মাজুয়াল পং ঐ ৯৭৭৭ নং সনন্দী জমীন	২/০	উজ্জানি খাঁ			
			৯৭৯০ নং সনন্দী	৫/০				
				৭/০				
			মৌং চকযশোদা পং কেদার কুণ্ডু ১৭৮১৭ নং সনন্দী জমীন	৪ ॥৪	কুঞ্জনারায়ণ বসু			এই কমদরা জমীনের জমা ১৩০/৯ পাই যাহা খড়্গপুর পরগনার মালের শামিল আদায় হয় ঐ বস্তু জামিনীর প্রতিবন্ধকী হক হকুক নীলাম হইবেক।
			মৌংখাটডাঙ্গা পং খড়্গপুর ৮৯১৬নং সনন্দী জমীন	২/	ঐ			
			মৌং ইন্দা পং ঐ ১৯১ নং কমদরা বাহালি জমীন	১৩৫৪।	ঐ			
৬	বাকী মালগুজারি যেরূপে আদায় হয় সেইরূপে আদায় করণের দাওয়ার নিমিত্তে বিক্রয় হওয়া বিষয়	৩০২	মঃ বহবলপুর পং সবঙ্গ		গিরিধর মণ্ডল ও গঙ্গাগোবিন্দ বক্সি ও প্যারীমণি ও অদ্বৈতচরণ নন্দী ও মদনমোহন নন্দী ও রূপমোহন নন্দী ও মথুরমোহন মাইতি ও মহেশ চন্দ্র ঘোষ ও বৃন্দাবন মাইতি ও জ্ঞানচরণ মাইতি	২৬১৮৸১৫	২১৲	প্যারীমণি ও অদ্বৈতচরণ নন্দী ও মদনমোহন নন্দী ও রূপমোহন নন্দির হিস্যা হকহকুক নীলাম হইবেক।
		ঐ	ঐ		ঐ	ঐ	৩৩৶	গঙ্গাগোবিন্দ বক্সীর হকহকুক নীলাম হইবেক।

J. S. Torrens, *Collector*.

এস্তালানামা কাছারী ডিপুটী কালেক্টরী মহকুমা পাবনা।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুযায়ি মহকুমা পাবনার নীচের লিখিত মহাল সকলের বর্ত্তমান সনের কিস্তী ফাল্গুন পর্য্যন্তের বাকী মালগুজারির নিমিত্তে এবং অন্যান্য যে দাওয়া চলিত আইনক্রমে বাকী মালগুজারির ন্যায় আদায় করণের হুকুম আছে তদনুসারে সন ১৮৪৮ সালের ২৫ আপ্রিল মোতাবেক সন ১২৫৫ সালের ১৪ বৈশাখ মঙ্গলবার অত্র কালেক্টরিতে নীলামে ধরা যাইবেক এবং নিতান্তই বিক্রী হইবেক ইতি সন ১২৪৮ সাল তারিখ ৩০ মার্চ মোতাবেক সন ১২৫৪ সাল তারিখ ১৮ চৈত্র।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জিলার তৌজির মহালের রেজীষ্টরির নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখিত মালিকের নাম	সদর জমা মালিয়ানা	বাকীর সংখ্যা লাং কিস্তী ফাল্গুণ সন ১২৫৪	মন্তব্য কথা
১	ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল	৩০৩	চক বেনতৈল পং ইশীকশাহী	সর্ব্বানন্দ সেন	৭ ।৫	৭ ।৫	
১	ঐ	৩০৪	কিং আএজন পং আএজন	তাং আএজন	৩৮৵৪	৩৮৵৪	
১	ঐ	৩১০	চক বেনতৈল পং আএজন	কৃষ্ণচন্দ্র গুহ	৩ ।৩	৩ ।৩	
১	ঐ	৩১৫	সোহাগপুর পং আএজন	আনন্দমোহন ঘোষ মদনমোহন ঘোষ	৫ ।৶৯	৫ ।৶৯	
১	ঐ	৬০৩	বাগম্যাটীয়া তপ্পে মাথলী	রাজনারায়ণ রায়	৬৲	৬৲	
১	ঐ	৬৯৬	কিং ভীমনগর পং নশীবসাহী	ঈশ্বরচন্দ্র রায় গোকুলচন্দ্র রায় ...	২ ॥৶১০	২ ॥৶১০	
১	ঐ	৬৯৭	কিং আএজন পং আএজন	তাং আএজন	২ ॥৶১০	২ ॥৶১০	
৭						৩১ ।৫	

J. WHELER, *Deputy Collector.*

এস্তালানামা কাছারী কালেক্টরী জেলা রঙ্গপুর।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৫ ইংরেজির ১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমত এতৎ জেলার নিম্নের লিখিত মহালাত সন ১২৫৪ বাঙ্গলার লাগায়েদ কিস্ত ফাল্গুণের বক্রী রাজস্ব আদায় জন্য সন ১৮৪৮ ইংরেজির ২০ আপ্রেল মোতাবক সন ১২৫৫ বাঙ্গলার ৯ বৈশাখ রোজ বৃহস্পতিবার ইংরেজি ১২ ঘন্টা বাজামাত্র মোকাম ধাপের এই কালেক্টরি কাছারির প্রকাশ স্থানে বিনা ওজর নীলামে ধরা যাইবেক এবং নিশ্চিত বিক্রী হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ ইংরেজি ৩১ মার্চ মোতাবক সন ১২৫৪ বাঙ্গলা তারিখ ১৯ চৈত্র।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জেলার তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মালিকের নাম	সদর জমা	সন ১২৫৪ বাঙ্গলার লাগায়েদ কিস্ত ফাল্গুণের বাকী	মন্তব্য কথা
১	২ কায়েমি	৪৭২	তালুক গবরা পাড়া ...	জমিরণ নেছা চৌধুরাণী ও কমল লোচন শর্ম্মা ওগয়রহ ...	৫৫ ।৯	১৭৸৯	অসিদ্ধ নিস্কর কায়েমি বন্দবস্ত হইয়াছে ধান্য ইক্ষু পাটা ইত্যাদি হয়
২	২ কায়েমি	৪৭৪	কিশামত দলগ্রাম ...	বিশ্বম্ভর শর্ম্মা ও তারাকান্ত শর্ম্মা ওগয়রহ	৯৩ ।৶৪	৩১৲	ঐ
৩	২ কায়েমি	৪৮৪	তালুক সদরা ...	গোলাব খাঁ ও চিনিবিবি ওরফে জয়নব বিবি ওগয়রহ ...	৫৯৶১০	১৯৶১০	ঐ
৪	২ কায়েমি	৪৯৬	তালুক মরালদী ...	হরচন্দ্র শর্ম্মা ও মোছম্মাত জয় নব নেছা বিবি ওগয়রহ ...	৫৬ ।৶৮	৪১ ।৶৮	ঐ

W. T. TROTTER, *Collector.*

[সম্বাদ ভাস্কর । ১৮৪৮ । ১১ আপ্রিল ।]

সন ১৮৪৫ সালের ১ প্রথম আইনের ৬ ধারামতে এস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত জেলা চব্বিশপরগনার মোতালক মহালাত সন ১২৫৪ সালের লাং ফাল্গুণ কিস্তীর সন ১৮৪৮ সালের লাং ২৮ মার্চ বাকী মালগুজারির নিমিত্তে সন ১৮৪৮ সালের ২৮ আপ্রিল মোং বাঙ্গলা সন ১২৫৫ সাল তারিখ ১৭ বৈশাখ রোজ শুক্রবার ঐ জেলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ সাল ৩ আপ্রিল মোং বাঙ্গলা সন ১২৫৪ সাল তারিখ ২২ চৈত্র।

স্থমারি নম্বর	স্থমারি মহাল	রেজিষ্টরির নম্বর	মহাল ও পরগনার নাম	মালিকের নাম	সদর জমা কোং সিক্কা	বাকী খাজানা সন ১৮৪৮ সাল লাং ২৮ মার্চ কিস্তীর মোং বাঙ্গলা সন ১২৫৪ সাল লাং ফাল্গুণ কিস্তির
	চিরস্থায়ি মহাল	২১৫	পং কলিকাতা কিঃ মুড়াগাছা … …	খয়েরহমান খাঁ … … … …	১০৬ ।৶৯	১১৯৷৶০
		১১১৮ ।২	পং হাথিয়াঘর মৌং বাজার … .. .. …	দয়ালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দীং	৭ ॥৶০	১৲
		১১৯০	পং বাজিদপুর মৌং লক্ষ্মীনাথপুর … … …	রামজয় মুখোপাধ্যায় ওগয়রহ ওয়ারিস ভগবান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় … … …	৩০৻৭	৩০৻৭
		১২৩২ ।২৮	পং কলিকাতা মৌং টীটাগড়ি … … … …	দুর্গাপ্রসাদ বাবু … … … …	১৶৭	১৶৭
		১২৩২ ।৫৩	ঐ … … … … … …	মুনসী হজ্জতউল্লা ও আবদুল্লা … …	৩ ৷৶২	৩ ।৶২
		১২৩২ ।৫৮	ঐ … … … … … …	ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় … … …	১ ।৶৪	১ ।৶৪
		১২৩২ ।৬২	ঐ … … … … … …	কুতুব সেখ … … … … …	৪ ॥৶১১	৪ ॥৶১১
		১২৩২ ।৬৪	ঐ … … … … … ..	আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় … … …	৪ ॥৶৮	৪ ॥৶৮
		১২৩২ ।৬৯	ঐ … … … … … …	দুর্গাপ্রসাদ বাবু … … … …	॥৴ ৭	॥৴ ৭
		১২৩২ ।৭১	ঐ … … … … … …	শ্রীকালী মুখোপাধ্যায় … … …	৩ ॥৶৫	৩ ॥৶৫
		১২৬২	পং পেচাকুলি মৌং শাহাপুর .. … … …	নিবারণচন্দ্র ঠাকুর … … …	৩৮৶৩	১৯৲
		১২৬৯	পং কলিকাতা মৌং কাদিহাটী … .. … …	মধুসূদন চক্রবর্ত্তী ও কাশীনাথ চক্রচবর্ত্তীদিগর শম্ভুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়দিগর ও কালিদাস মুখোপাধ্যায় ওগয়রহ … … …	৩৮ ॥৴	৩৮ ॥৴ বকায়া সন ১২৫৩ সাল ২৯ ।৶৩ ——— ৬৮৻৩
	গয়ের বন্দোবস্তি মহাল	১০৬৫	পং মেদনমল্ল লক্ত সুন্দরবোন খাস কালাজঙ্গল … …	রাজনারায়ণ বসু ওগয়রহ … … …	৭৩২ ।০	৩৪৬ ॥৴ ১
		১১৩৭	পং মেদনমল্ল মৌং জয়কৃষ্ণনগর … .. … …	ইজারা চণ্ডীচরণ দত্ত ইং সন ১৮৫৩ সাল লাং ১২৬২ সাল দশ সন মেয়াদে	৪১৲	হাল খাজানা ১৩৲ বকায়া বাকী কিং কিস্তীবন্দী ৯১৲ ——— ১০৪৲

খুমারি নম্বর	খুমারি মহাল	রেজিষ্টরির নম্বর	মহাল ও পরগনার নাম	মালিকের নাম	সদর জমা কোং সিক্কা			বাকী খাজানা সন ১৮৪৮ সাল লাং ২৮ মার্চ কিস্তির মোং বাঙ্গলা ১২৫৪ সাল লাং ফাল্গুণ কিস্তির
	গএর বন্দোবস্তী মহাল	০	১১১০ নং বাজেআপ্ত পং তালুক মৌং বেজিডাঙ্গা ...	রাধামোহন চৌধুরী	১৩॥৩			জের ৫২৲ সন ১২৫৪ সাল বকায়া বাকী ৭৲ লাং সন ১২৫৩ সাল ৪৫৲ .. ৬১৸৶৩
		০	১৬৩২ নং বাজেআপ্ত পং বুড়ন মৌং বৈঞ্চকারি	ভগবানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	১২৸৶৩			জের সন ১২৫৪ সাল ১২৸৶৩ সন ১২৫৩ সাল ১২৸৶৩
	মোং	০	৮৩৫ নং বাজেআপ্ত পং বুড়ন মৌং হাকিমপুর	গোলাবদ্দীন কাজি	৭০৲		২৪৲	সন ১২৫২। ১২৸৶৩ সন ১২৫১। ১২৸৶৩ সন ১২৫০। ১০৶৩ ৪৯৲
		৬০৯	বালিয়া তরফ বেনা	কালীনাথ রায় ওং	৫৯৮২ ।৵৩	॥০ বিক্রীর রকম আট আনা	বাকীদারের নাম বৈকুণ্ঠনাথ রায় ওগয়রহ	বাকীর তাইন মায়সুদ সন ১৮৪৮ সালের লাং ফেব্রুআরি তলবের মায় সুদ ৬২১০৬ ৵১॥ মহকুপ শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের ২৮ মার্চ তারিখের হুকুম মোতাবেক শহর শ্রীরামপুরে খাজানা বাবুদ৫৫২৵৩॥ নিটবাকী ৬১৫৫৪৵১০
		৯৭৬	মাইহাটী কিং মাইহাটী	বৈকুণ্ঠনাথ রায়	১৪১৪ ।৵৫	১ ষোল আনা	ঐ	ঐ

H. C. Hamilton, *Collector.*

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে সন ১৮৪৫ সালের প্রথম আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুযায়ি জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নীচের তপসিলের মহাল সকল সন ১২৫৪ সালের লাগাইত কিস্তি ফাল্গুণের সরকারের রাজস্বের বাকী আদায় কারণ সন ১৮৪৮ সালের ২৪ আপ্রিল মোতাবেক সন ১২৫৫ সালের ১৩ বৈশাখ সোমবার উক্ত জেলার কালেক্টরির কাছারিতে অবর্থ নীলাম হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ সাল তারিখ ৪ আপ্রিল মোতাবেক সন ১২৫৪ সাল তারিখ ২৩ চৈত্র।

শ্রেণির নম্বর	মহালের প্রকরণ	তৌজীর নম্বর	মহালের নাম	তালুকদারের নাম	সদর জমা সালিয়ানা	বাকী মালগুজারি লাগাইত কিস্তি ফাল্গুণ সন ১২৫৪ সাল।	কৈফিয়ৎ
১	কায়েমি বন্দোবস্ত	২২	ছদা রাজধরপুর	রামচন্দ্র দোবে	২৯৮৩৸৶১	১০১৯ ৷৷৶৮	
২	ঐ	৮২	কীশমত পরগনে কুতুবপুর	শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নসিরাম গাঙ্গুলি ...	৫৮৭ ৷৷৶৯	২৩৩ ৷৶১১	
৩	ঐ	১৫৬	মৌজে করজোড়া	লালমোহন সেন	১৩১৪৲১১	৫৮৩ ৷৶৩	
৪	ঐ	১৫৯	মৌজে আলমপুর	আনন্দচন্দ্র তেওয়ারি	৮০১/১	৩১৫ ৷৷৶৬	
৫	ঐ	৪১৩	কীশমত মৌজে বিধিচন্দ্রপুর	বাবু মিঞা	৯১৪৶২	৩৪২ ৷৶৯	
৬	ঐ	৭৮২	কীশমত কালিকাপুর	হরিশ্চন্দ্র গাঙ্গুলি ও নসিরাম গাঙ্গুলি ...	৯০ ৷৷৶৫	৪০/১০	
৭	ঐ	৮৫১	কীশমত জোত দ্বারকা...	জগন্নাথ সরকার	৭৪ ৷৷৶৮	৩৪৸/১	
৮	ঐ	৮৭৬	কীশমত নৃসিংহবাটী...	গোবিন্দরাম গুপ্ত	৯৯৸৶৮	৫৯ ৷৷৶৮	
৯	ঐ	১১১৯	কীশমত জোত শিবরাম	৺ লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর সেবাইত চন্দ্রশেখর রায়	২৯৸/১১	২২ ৷৶৫	
১০	ঐ	১১৫০	কীশমত মৌজে নারায়ণপুর	শ্রীকণ্ঠ রায়	৩০৸০	১১ ৷৶৬	
১১	ঐ	১৩০২	কীশমত আন্দুলবেড়িয়া	রামপ্রাণ মুখোপাধ্যায়	৩৪ ৷১০	১৩৲	
১২	ঐ	১৩৯৭	কীশমত জোত বাসু	হরিশ্চন্দ্র ও নসিরাম গাঙ্গুলি	১৬ ৷১১	৪ ৷৶১০	
১৩	ঐ	১৩৯৮	কীশমত জোত বাসু	ঐ	১৩ ৷৷/৯	৫ ৷/৯	
১৪	ঐ	১৩৯৯	কীশমত জোত বাসু	ঐ	১৩ ৷৷/৯	৬ ৷৶১১	
১৫	ঐ	১৫২১	পাইকমারি	শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫ ৷০	৬৲	
১৬	ঐ	২১৪৫	কীশমত ভরথপুর	আয়মা মহম্মদ বকস	১ ৷৶৮	১ ৷৶৮	
১৭	ঐ	২৩০৭	কীশমত পাচথুপী	আয়মাদার সেখ মহিউদ্দীন	৪/৭	৪/৭	
১৭ সতেরো মহাল					৭০২৫ ৷৶২	২৭০৪৶৪	

H. C. Halkett, *Offg. Collector*.

ফোর্ট উলিয়ম আফিম দপ্তর সন ১৮৪৮ সাল তারিখ ৫ আপ্রিল মোতাবকে বাঙ্গলা সন ১২৫৪ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র।

ইশতেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৮ সাল তারিখ ১৭ আপ্রিল মোতাবকে বাঙ্গলা সন ১২৫৫ সাল তারিখ ৬ বৈশাখ সোমবার পূর্ব্বাহ্নে দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে নীচের লিখিত মেকদার সন ১৮৪৬। ৪৭ সালের পয়দায়শী আফিম সমুদ্রপথে রপ্তানির জন্য নীলামে পশ্চাৎ লিখিত শরতে বিক্রয় করা যাইবেক।

বেহারের পয়দায়শী আফিম ——১৮৩০
বানারসের পয়দায়শী আফিম—— ৭৮০
জুমলা সিন্দুক ——————————
২৬১০

নীলামের শরত।

১ দফা। পূর্ব্বোক্ত আফিম সকল সমুদ্রপথে রপ্তানির জন্য বিক্রয় করা যাইবেক এবং এরূপে রপ্তানি ভিন্ন অন্য কোন বাবতে সর্টিফিকেট দেওয়া যাইবেক না।

২ দফা। ফি সিন্দুক আফিম ন্যূন সংখ্যা কোং ৪০০৲ টাকা দরে চলিত মতে ধরা যাইবেক তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে চাহিবেক তাহাকেই বিক্রয় করা যাইবেক যদিস্যাৎ এমত কোন ঘটনা উপস্থিত না হয় যে ঘটনার জন্যে এই নীলামের শরতের ১২ দফায় বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারিত করা গেল।

৩ দফা। ঐ নীলাম পূর্ব্বাহ্নে দিবা এগার ঘণ্টার সময় আরম্ভ হইবেক এবং অপরাহ্নে দুই প্রহর পাঁচ ঘণ্টার পর স্থগিত হইবেক কিন্তু যদি ঐ ঘড়িতে যে সকল লাটহার বিক্রয়ের কারণ ইশতেহার হইল তাহার কতক লাট গরবিক্রী থাকে তবে সাহেবান বোর্ডের বিবেচনানুসারে তৎপর দিবস যদি সে দিবস রবিবার কিম্বা কোন পর্ব্বাহ না হয় তবে বেলা এগার ঘণ্টার সময় পুনশ্চ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করা যাইবেক এই রীতিক্রমে যাবৎ সমুদয় লাট বিক্রীত না হয় তাবৎ নীলাম করা যাইবেক আর যে দিবসে বিক্রয়ের ইশতেহার হইল সে দিবস যদি ঐ সমুদয় ২৬১০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় না হয় তবে যে সকল লাট হাতে থাকিবেক তাহা সাহেবান বোর্ড ভবিষ্যৎ কোন নীলামে বিক্রয় করিতে পারিবেন।

৪ দফা। ঐ আফিমের ফি লাট ৫ সিন্দুকে হইবেক।

৫ দফা। নীলাম ঘরের ভিতর খরিদারের নাম সেল বহিতে রেজিষ্টরি হওনের পূর্ব্বে প্রত্যেক লাট যে দরে ডাক মঞ্জুর হইবেক সেই দরের মোটের উপর ফি শত ২৫৲ টাকার হিসাবে খরিদারকে আমানত পেশগীর বাবৎ প্রামিষরি নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিতে হইবেক আর আগামি সন ১৮৪৮ সালের ১৯ আপ্রিল বুধবার বেলা দুই প্রহর চারি ঘণ্টার পূর্ব্বে বোর্ডের দপ্তরখানায় আসিয়া সবত্রেজরর সাহেবের রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ এওজ দিয়া পূর্ব্বোক্ত দর্শনি প্রামিষরী নোট সকল খালাস করিতে হইবেক কিন্তু নিরূপিত সময় মধ্যে যদি খালাস না করে তবে যে সকল লাটহায়ের আমানত পেশগী হিসাবে টাকা অথবা সবত্রেজরর সাহেবের রসিদ কিম্বা কোম্পানির কাগজ দাখিল না হইবেক তাহা বোর্ডের সাহেবান যে সময় ও নিয়ম স্থির করিবেন সেই সময় ও সেই নিয়মানুসারে ছানী নীলামে বিক্রয় হইবেক তাহাতে যে নোকসান ও খরচখরচা পড়িবেক তাহা পূর্ব্বোক্ত মতে যাহারদিগের আমানত পেশগী দাখিল করিতে ত্রুটি হইবেক তাহারদিগকে দিতে হইবেক ও মুনফা যদ্যপি হয় তবে তাহা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারে জব্দ হইবেক।

৬ দফা। ঐ নীলামের দিবস পূর্ব্বোক্ত শরতমতে যে সকল প্রামিষরি নোট লওয়া যাইবেক তাহা যদি আগামি পূর্ব্বোক্ত সন ১৮৪৮ সালের ১৯ এপ্রেল তারিখে খালাস না হয় তবে ঐ সকল নোট কোম্পানির তরফ উকীলের স্থানে দেওয়া যাইবেক তাঁহাকে যেমত উচিত বোধ হইবেক সেইমত তিনি ঐ নোটের বাবৎ টাকা আদায় করিবেন।

৭ দফা। যে আফিমের বাবৎ আমানত পেশগীর টাকা ঐ ১৯ এপ্রেল দিবা দুই প্রহর চারি ঘণ্টার পূর্ব্বে দাখিল না হইবেক তাহার হিসাবে কোন টাকা কিম্বা সবত্রেজরর সাহেবের রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ পশ্চাৎ লওয়া যাইবেক না।

৮ দফা। যে সকল আফিম বিক্রয়ার্থে এইক্ষণে ইশতেহার দেওয়া যাইতেছে তাহার কিস্মতের বেবাক টাকা নীলামের তারিখ ইস্তক পূরা পোনের দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক অর্থাৎ সন ১৮৪৮ সালের ২ মে মঙ্গলবার দিবা দুই প্রহর চারি ঘণ্টার পর উক্ত কিস্মতের বাবৎ ত্রেজরি রসিদ আর লওয়া যাইবেক না যদিস্যাৎ ঐ আফিমের কোন লাটের টাকা দাখিল হইয়া হিসাব নিষ্পত্তি না হয় তবে যে দরে লাট ডাক মঞ্জুর হইয়া থাকে তাহার মোট টাকার উপর ফি শত ২৫৲ টাকার হিসাবে সমান পরিমাণে যে টাকা আমানত হইয়া থাকিবেক অথবা কোন রকম কোম্পানির কাগজ যাহা ঐ লাট কি সিন্দুকের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকিবেক তাহা সরকারে জব্দ হইবেক পরে বোর্ড পরমিট ও নেমক ও আফিমের সাহেবান আলিশানের দ্বারা যে তারিখে যে প্রকারে নীলাম করা উচিত বিবেচনা হইবেক সেই দিবস সেই প্রকারে ঐ আফিম সরকার বাহাদুরের নিজ হিসাবে বিক্রয় হইবেক তাহাতে ছানি নীলামে যে লাভ হইবেক তাহাতে না দাওয়া হইয়া পহিলা খরিদারকে প্রথম খরিদ দরহইতে ছানী নীলামের খরিদ দরে যত টাকা নোকসান অথবা তফাওৎ হইবেক তাহাও আদায় করিতে হইবেক।

৯ দফা। যে সকল খরিদারান পূর্ব্বোক্তমতে বেবাক টাকা দাখিল করিয়া আফিমের সর্টিফিকেট অর্থাৎ আফিম বাহির করিবার হুকুম লইবেক তাহারদিগের এক্তিয়ার রহিল যে আপন খরিদা আফিমের প্রত্যেক সর্টিফিকেটের মধ্যে কত লাট আফিম দরজ করিতে চাহে তাহা বিশেষ করিয়া জানায় কারণ ইহা সাফটরূপে জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তমতে যে সকল সর্টিফিকেট একবার লইয়া যাইবেক তাহাই চূড়ান্ত হইবেক এবং ঐ সর্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে পশ্চাৎ অন্য কোন সর্টিফিকেট অথবা হুকুম যাহাতে এক২ লাট করিয়া খালাস হইতে পারে অথবা প্রথম যত লাট কিম্বা সিন্দুকের জন্য সর্টিফিকেট দেওয়া যায় তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কমীবেশী পরিমাণ খালাস হইতে পারে এমত সর্টিফিকেট এওজ দেওয়া যাইবেক না।

১০ দফা। এই ইশতেহারের ৫ দফার লিখিত নিয়মানুসারে আমানতের হিসাবে যে কোন কোম্পানির কাগজ অথবা সবত্রেজরর সাহেবের রসিদ দাখিল করিয়া লইতে হইবেক তাহা কেবল যে সকল খরিদারের নাম সেল

রহিতে লেখা থাকে তাহারদিগের নিকটহইতে অথবা তাহারদিগের এজেণ্ট অর্থাৎ মোক্তারের নিকটহইতে লওয়া যাইবেক এবং ঐরূপ আমানত পেশগী দাখিলের রসিদ কেবল ঐ পূর্ব্বোক্ত খরিদারের নামে হইবেক ও আফিম মজকুরা খালাস হইলে পর পূর্ব্বোক্ত কোম্পানির কাগজ তাহারদিগকে অথবা তাহারদিগের বরাতি লোককে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবেক।

১১ দফা। শ্রীযুক্ত সাহেবান আলিশান বোর্ডের তরফ সরকারি যে সাহেব নীলামের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন তাঁহার এমত এক্তিয়ার আছে যে তিনি আপন বিবেচনাঅনুসারে কোন ব্যক্তির ডাক অগ্রাহ্য করেন কিন্তু যদিস্যাৎ সে ব্যক্তি যে ডাক করিবেক তাহার মোট টাকার উপর ফি শতে ২৫৲ টাকার হিসাবে সমান পরিমাণে বাঙ্গাল বেঙ্ক নোট কিম্বা সবজেক্সরর সাহেবের রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ তলব করিবামাত্র দাখিল করে তবে তাহারদিগের ডাক অগ্রাহ্য করিবেন না।

১২ দফা। নীলাম রোধ করণের মানসে কেহ কৃত্রিম ডাক করিলে তাহা রহিত করণার্থে এই ইশতেহারের দ্বারা বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে সরকারের কার্য্যকারক যে সাহেব নীলামের কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন তিনি নীলাম কালে যে কোন সময়ে হউক আপন এক্তিয়ারে কোন গরবিক্রী লাটের নীলাম রহিত করিয়া পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ সেই লাট উচ্চ পরিমিত মূল্যে ধরিতে পারিবেন তাহাতে সেই দর ক্রমে কম করিতে থাকিবেন যাবৎ কেহ ডাক না করে তদনন্তর প্রথমে যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মতে কোন লাটের নিমিত্তে অকৃত্রিম ডাক করিবেক সেই ব্যক্তি ঐ লাটের খরিদাররূপে গণ্য হইবেক এবং ঐ নীলামের কার্য্যসম্পাদক সাহেবের আরো এক্তিয়ার রহিল যে তাহার পর যত লাট উচিত বুঝিবেন তত লাট ঐরূপে বিক্রয় করিতে পারিবেন কিন্তু এই শরতের ২ দফার লিখিত ন্যূন সংখ্যা ৪০০৲ টাকার মূল্যের কমে কোন লাট বিক্রয় হইবেক না।

১৩ দফা। নীলামি খরিদারের এমত এক্তিয়ার আছে যে প্রথম যে লাট খরিদ করিবেক সেই লাট নম্বরহইতে যত লাট সেই এজেন্সীর আফিম খরিদ করিতে চাহে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিয়া কহে এবং তদনুসারে খরিদ করে এমতে ২৫ লাটপর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ সংখ্যা খরিদ করিতে পারিবেক এবং এইরূপে যত লাট খরিদ হইবেক তত লাটের বাবৎ পহিলা লাটের মোট দরের উপর ২৫৲ টাকার হিসাবে যত টাকা হয় সেই হিসাবে সমান পরিমাণে টাকা আমানত করিতে হইবেক এবং পহিলা লাট ফি সিন্দুক যত টাকা দরে খরিদ করিয়া থাকে সেই হিসাবে কিস্তের টাকা দাখিল করিতে হইবেক এমতে যদিস্যাৎ ঐ আফিমের এত লাট গরবিক্রী থাকে যে তাহাতে ২৫ লাট পূরা হইতে পারে তবে পাইবেক নতুবা পাইবেক না।

১৪ দফা। এই ইশতেহারের লিখিত আফিমের বিক্রীসম্পর্কীয় কিম্বা ঐ আফিমের হিসাব রফার বিষয়ে কোন বিবাদ অথবা গরমেল উপস্থিত হইলে তাহা মুবে বাঙ্গালার সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বিচারে নিষ্পত্তি হইবেক আর খরিদারেরদিগের মধ্যে কেহ ঐ আদালতের এলাকার অধীন নহে বলিয়া কোন আপত্তি করিলে গ্রাহ্য হইবেক না।

১৫ দফা। নীচের লিখিত তপসীল মাফিক কাগজাত ও যে আফিম বিক্রী হইবেক তাহার নমুনা নীলামের দিবস দেখান যাইবেক অথবা তাহার পূর্ব্বে বোর্ড পরমিট নেমক ও আফিমের সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরখানায় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবেক।

১ নং যে আফিম বিক্রয় কারণ এইক্ষণে ইশতেহার হইল তাহার সর্টিফিকেট।

২ নং ঐ আফিম তজবিজের রিপোর্ট।

১৬ দফা। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৪৬। ৪৭ সালের বেহার ও বানারসের আফিম তৈয়ারি কারণ গত সনহায়ের মত যত্ন ও খবরদারি করা গিয়াছে বিশেষতঃ আফিমের নোচসুদ্ধা নির্ভাজ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে এবং প্রতী তৈয়ারী কারণ নিয়মিত পরিমাণ পাতি ব্যবহার করিতে এবং প্রতিপ্রতীতে সমান ভাগ আফিম রাখিতে সাবধান হওয়া গিয়াছে আফিম মজকুরের বেহার ও বানারসের মোকামি ওজনের হিসাব এবং কলিকাতায় আমদানী হইলে সেই আমদানীহইতে যে সকল সিন্দুক সহসা লইয়া মোকাবিলার জন্য ওজন করা যায় তাহার গড় ওজনের হিসাব বোর্ড পরমিট নেমক ও আফিমের সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরখানায় তজ্বা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবেক। এবং গত দুই সনের পয়দায়শী যে চারি সিন্দুক বেহার ও বানারসের আফিম রাখা গিয়াছে তাহা নীলামের দিবস খরিদারান লোককে দেখান যাইবেক তদ্দৃষ্টে বেপারিয়ান বিবেচনা করিতে পারিবেন যে কি প্রকার নির্ব্বিঘ্নাবস্থায় ঐ আফিম রহিয়াছে।

১৭ দফা। যে আফিম বিক্রয় কারণ এইক্ষণে ইশ্‌তেহার হইল তাহার ওজন ও রকমের বিষয়ে আফিমের কারবারসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি আর কোন সমাচার জানিতে চাহিলে পরমিট ও নেমক ও আফিম বোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে পূর্ব্বাপর রীত্যনুসারে জানিতে পারিবেক কিন্তু নীলামের পর যে সকল সিন্দুক জাহাজে রপ্তানি করিবার নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক সেই আফিমের ওজন কমী অথবা তফাওৎ কিম্বা মিশ্রিত করণের ওজরে এনামের জন্যে কোন দাওয়া করিলে তাহা প্রচলিত নিয়মানুসারে শ্রীযুক্ত সাহেবান বোর্ড কোন প্রকারেই শুনিবেন না ও গ্রাহ্য করিবেন না।

১৮ দফা। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উপরের লিখিত মেকদার আফিম সেওয়ায় ইয়সন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক।

			বেহারের সিন্দুক	বানারসের সিন্দুক	জুমলা সিন্দুক
সন ১৮৪৮ সালের	১৫ মে	সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৮৩০	৭৮০	২৬১০
ঐ	১২ জুন	ঐ অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৮৩০	৭৮০	২৬১০
ঐ	১১ জুলাই	মঙ্গলবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৮৩০	৭৮০	২৬১০
ঐ	৭ আগষ্ট	সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৮৩০	৭৮০	২৬১০
ঐ	৪ সেপ্টেম্বর	ঐ অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৮৩০	৭৮০	২৬১০
ঐ	১৬ অক্টোবর	ঐ অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১০৩১	৪৭৪	১৮০৫
			১০৪৮১	৪৩৭৪	১৪৮৫৫

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৮। ১১ আপ্রিল।]

	বেহার	বানারস	জুমলা
ডিসেম্বর ১৮৪৭ সাল	৫	০	৫
জানুআরি ১৮৪৮।	১০	০	১০
ফিব্রুআরি ঐ	১৫	৫	২০
মার্চ ঐ	৩০	৫	৩৫
এপ্রেল ঐ	৪০	৫	৪৫
মে ঐ	৩৫	০	৩৫
জুন ঐ	২৫	৫	৩০
জুলাই ঐ	৩৫	৫	৪০
আগষ্ট ঐ	২৫	০	২৫
সেপ্টেম্বর ঐ	২৫	০	২৫
অক্টোবর ঐ	২৫	৫	৩০
জুমলা সিন্দুক	২৭০	৩০	৩০০

১৯ দফা। ইঙ্গরেজ ও ফরাসিস উভয়ের সন ১৮১৫ সালের ৭ মার্চ তারিখের একরারনামার ৬ দফা বিমৌজীব ফরাসের হাকিমানকে ৩০০ সিন্দুক আফিম দেয় তাহা হাশীয়ার লিখিত দফানুসারে লওনার্থে তাঁহারা দরখাস্ত করিয়াছেন তদর্থে ইশতেহার দেওয়া যাইতেছে যে যদ্যপি নিয়মিত মেয়াদ মধ্যে অর্থাৎ নীলামের দিবসাবধি পূরা পোনের দিবসের মধ্যে ঐ আফিমের তাবৎ অথবা তাহার মধ্যে কতক আফিম খালাস না করেন তবে সেই আফিম কিম্বা যে পরিমাণ আফিম গরখালাসি থাকিবেক তাহা হয় কিম্মত আদায়ের মেয়াদ গতে যে নীলাম উপস্থিত হইবেক সেই নীলামে অথবা এক স্বতন্ত্র নীলামে বিক্রয় করা যাইবেবক।

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড পরমিট নেমক ও আফিম ইতি। সি বীডন। একটিং সেক্রেটারী।

INSOLVENT COURT. যোত্রহীনেরদের আদালত।

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of PETRUSE JOHANNES SARKIES and WILLIAM WOOLLEY, the younger, late of Armenian Street, in the Town of Calcutta, Merchants and Agents, carrying on business as Merchants and Agents under the name, style and firm of P. J. Sarkies and Company, and now of the French Settlement of Chandernagore in the Province of Bengal.

NOTICE is hereby given, that by an order made in this matter on the third day of April instant, upon the application of Abdool Russack Dugman, of Amrahtollah, in the Town of Calcutta, Merchant, it was ordered that the petition presented by the said Abdool Russack Dugman was true, and that the abovenamed Petruse Johannes Sarkies and William Woolley, the younger, had committed an act of insolvency, within the provisions of the Statute Ninth of George the Fourth Chapter 73.

Calcutta, 3d April, 1848. SMOULT, SHAW and LYONS, *Attornies.*

শহর কলিকাতার অক্ষম ঋণিরদিগের পরিত্রাণার্থ আদালত।

পি জে সার্কিস কোম্পানির নামে সওদাগরী ও এজেন্সী কর্ম্মকারী পূর্ব্বে কলিকাতা নগরের আরমানী টোলানিবাসি সওদাগর ও এজেন্ট এক্ষণে বাঙ্গলা দেশের ফ্রান্সীয়েরদের অধীন চন্দননগর নিবাসি পিট্রুস জোহানিস সার্কিস সাহেব ও ছোট উলিয়ম উলি সাহেবের বিষয়ে

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতা নগরের আমড়াতলানিবাসি সওদাগর আবদুল রুস্মাক দগমানের দরখাস্তমতে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ৩ তারিখে নির্দ্ধারণ হইল যে উক্ত আবদুল রুস্মাক দগমান যে দরখাস্ত দাখিল করেন তাহা সত্য এবং উক্ত পিট্রুস জোহানিস সার্কিস সাহেব ও ছোট উলিয়ম উলি সাহেব যোত্রহীন হইয়া চতুর্থ জর্জ রাজার নবম বৎসরের ৭৩ অধ্যায়ের বিধানমতে উপকার পাইতে পারেন।

কলিকাতা। ১৮৪৮। ৩ আপ্রিল। স্মৌল্ট ও শা ও লায়ন্স। উকীল।

NOTICE is hereby given, that by an order of the said Court, made on the fourth day of April instant, the matters of the Petition of JAUDUBCHUND SEAL, formerly of Chinsurah, in the Zillah of Hooghly, and lately of the Town of Calcutta, Trader, and now a prisoner confined for debt in the Common Jail of Calcutta, seeking the benefit of the Act of the ninth year of the Reign of his late Majesty King George the Fourth, entitled an Act to provide for the Relief of Insolvent Debtors in the East Indies, are appointed to be heard on Saturday, the sixth day of May next.

The names of the Creditors of the said JAUDUBCHUND SEAL appear in a Schedule filed in the Office of the Chief Clerk, to which any Creditors may refer.

W. N. HEDGER, *Insolvent's Attorney.*

পূর্ব্বে জিলা হুগলীর চুচুড়ানিবাসি পরে কলিকাতা নগরনিবাসি ব্যবসায়ি যাদবচাঁদ শীল এইক্ষণে কলিকাতা নগরের সাধারণ জেলখানায় ঋণপ্রযুক্ত কয়েদ হইয়া ভারতবর্ষের যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ আইননামক মৃত চতুর্থ জর্জ রাজার অধিকারের নবম বৎসরের আইনদ্বারা উপকার প্রার্থনা করিতেছেন অতএব ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ৪ তারিখে উক্ত আদালতে হুকুম হইল যে তাঁহার দরখাস্তের মর্ম্ম আগামি মে মাসের ৬ তারিখ শনিবারে শুনা যায়।

উক্ত যাদবচাঁদ শীলের মহাজনেরদের নাম তফসীলে লিখিত হইয়া প্রধান ক্লার্ক সাহেবের সিরিশ্তায় দাখিল হইয়াছে মহাজনেরা তাহা দেখিতে পারেন।

ডবলিউ এন হেজর। যোত্রহীনের উকীল।

NOTICE is hereby given, that by an order of the said Court, made on the fourth day of April instant, the matters of the petition of SURROOPCHUNDER BURRAUL, a Creditor of NURSINGCHUNDER BOSE, who lately carried on business in Calcutta, as a Merchant, and against whom an adjudication of insolvency was made and pronounced by this Court, on the twentieth day of January last, on the application of the said Surroopchunder Burraul, are appointed to be heard in the said Court, on Saturday, the third day of June next.

The names of the Creditors of the said Nursingchunder Bose appear in a Schedule filed in the Office of the Chief Clerk of the said Court, to which any Creditors may refer.

W. N. HEDGER, *Attorney.*

[*Government Gazette, 11th April, 1848.*]

পূর্ব্বে কলিকাতা নগরে সওদাগরী কর্ম্মকারি নরসিংহচন্দ্র বসু যোত্রহীন বটেন এইমত নির্দ্ধারণ গত জানুআরি মাসের ২০ তারিখে তাঁহার মহাজন সরূপচন্দ্র বড়ালের দরখাস্তমতে উক্ত আদালতে হইল তাঁহার বিষয়ে ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ৪ তারিখে উক্ত আদালতে হুকুম হইল যে উক্ত সরূপচন্দ্র বড়ালের দরখাস্তের মর্ম্ম আগামি জুন মাসের ৩ তারিখ শনিবারে উক্ত আদালতে শুনা যাইবেক।

উক্ত নরসিংহচন্দ্র বসুর মহাজনেরদের নাম তফসীলে লিখিত হইয়া উক্ত আদালতের প্রধান ক্লার্ক সাহেবের সিরিশ্তায় দাখিল হইয়াছে মহাজনেরা তাহা দেখিতে পারেন।

ডবলিউ এন হেজর। যোত্রহীনের উকীল।

NOTICE.—That by an order of the said Court, the matters of the Petition of RAJNARAIN DOSS, late of Burrabazar, in the Town of Calcutta, Hindoo Inhabitant, and now a prisoner in the Gaol of Calcutta, seeking the benefit of the Act of the IX. of George the IV. are appointed to be heard in the said Court, on Saturday, the sixth day of May next.

The names of the Creditors of the said RAJNARAIN DOSS appear in a Schedule filed by him in the Office of the Chief Clerk of the said Court, to which any Creditor may refer.

Calcutta, 4th April, 1848. BEDELL, *Insolvent's Attorney.*

কলিকাতা নগরের বড়বাজারনিবাসি হিন্দু রাজনারায়ণ দাস এক্ষণে কলিকাতা নগরের জেলখানায় কয়েদ হইয়া চতুর্থ জর্জ রাজার নবম বৎসরের আইনদ্বারা উপকার প্রার্থনা করিতেছেন অতএব ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আদালতের হুকুমক্রমে তাঁহার দরখাস্তের মর্ম্ম আগামি মে মাসের ৬ তারিখ শনিবারে উক্ত আদালতে শুনা যাইবেক।

উক্ত রাজনারায়ণ দাসের মহাজনেরদের নাম তফসীলে লিখিত হইয়া উক্ত আদালতের প্রধান ক্লার্ক সাহেবের সিরিশ্তায় দাখিল হইয়াছে মহাজনেরা তাহা দেখিতে পারেন।

কলিকাতা। ১৮৪৮। ৪ আপ্রিল। বিডেল। যোত্রহীনের উকীল।

In the matter of PETRUSE JOHANNES SARKIES and WILLIAM WOOLLEY, the younger, Insolvents.

NOTICE.—That pursuant to an order made in this matter bearing date the 5th day of April instant, William Macpherson, Esquire, is appointed the Assignee of the joint Estate, and Effect of the said Insolvents.

Assignee's Office, 5th April, 1848. W. MACPHERSON, *Assignee in person.*

যোত্রহীন পিট্রুস জোহানিস সার্কিস সাহেব ও ছোট উলিয়ম উলি সাহেবের বিষয়ে

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ৫ তারিখে উক্ত আদালতের হুকুমক্রমে শ্রীযুত উলিয়ম মাকফরসন সাহেব উক্ত যোত্রহীনেরদের যোতায় মাল ও সম্পত্তির আসৈনি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আসৈনির দস্তরখানা ১৮৪৮। ৫ আপ্রিল। ডবলিউ মাকফরসন। স্বয়ং আসৈনি।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENT. সাধারণ ব্যক্তিরদের ইশ্তিহার।

রিসিবর আফিস সুপ্রিম কোর্ট।

জমীদারি ইজারা।

দ্বারকানাথ ঠাকুরদিগর। বাদী।

রাণী ইন্দ্রাণী দেবী ও আনন্দচন্দ্র ঘোষ। প্রতিবাদী।

ওরিবাইবেট সুট।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ২২ আপ্রিল শনিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত উইলিএম মেকফর্সন সাহেব তাঁহার আফিসে নীচের লিখিত জমীদারির ইজারার ডাক হুইবেন ও যে২ নিয়মে ইজারা দেওয়া যাইবেক তৎকালীন ব্যক্ত করিবেন যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন ঐ সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন।

জেলা হুগলি মোতালক পরগনা মণ্ডলঘাটের উক্ত প্রতিবাদিনী রাণী ইন্দ্রাণী দেবীর অংশ রকম নয় আনা বার গণ্ডা ও ঐ পরগনার উক্ত প্রতিবাদী আনন্দচন্দ্র ঘোষের অংশ রকম তিন আনা চারি গণ্ডা একুনে বার আনা ষোল গণ্ডা। ৸১৬

আর২ বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন ইতি।

রিসিবর আফিস কোর্ট হৌস।

তারিখ ৮ আপ্রিল ১৮৪৮ সাল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৮। ১১ আপ্রিল

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জান কাশমন সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, APRIL 18, 1848.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৮ সাল ১৮ আপ্রিল।

REPORTS OF SUMMARY CASES DETERMINED BY THE COURT OF SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

3d February, 1848.

Section 3, Regulation VI. 1813, is inapplicable to awards of arbitrators regarding personal property.

Omrao Naik,—Petitioner.

The Judge of the 24-Pergunnahs, having, on the 6th and 20th January, 1848, directed execution as of a decree of Court to issue against petitioner, and security to be demanded from him on the application of Boodho Naik in fulfilment of an award by arbitrators adjudging Company's Rupees 6447 to be due from him for wood, he appealed to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court (present Mr. Tucker, Sir R. Barlow and Mr. Hawkins.) "Section 3, Regulation VI. "1813, only refers to real property. The award "of arbitrators, with regard to personal property, "cannot be summarily executed as a decree of "Court. The orders of the Judge must be reversed." Order accordingly.

3d February, 1848.

In a suit for real property with mesne profits, enquiry into the amount of the latter may be postponed till the decision of the suits.

Musst. Oomut-ool Burkut and others,—Petitioners.

The petitioners having sued Musst. Wujhoonissa, and others, in the Court of the Principal Sudder Ameen of Bhaugulpore, for the possession of Talook Gungapore Ruchnee, with mesne profits for the period of dispossession, estimating their suit at Company's Rupees 2,22,808, prayed to have the suit decided without prior adjustment of mesne profits, and to have their amount ascertained in exe-

সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৪৮ সাল ৩ ফেব্রুআরি।

১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ি সালিসীর ফয়সলার বিষয়ে খাটে না।

ওমরাও নায়ক দরখাস্তকারী।

সালিসেরা এই ফয়সলা করিলেন যে কাষ্ঠের বাবতে দরখাস্তকারির স্থানে বুদ্ধ নায়কের ৬,৪৪৭৲ টাকা পাওনা আছে। ঐ বুদ্ধ নায়কের দরখাস্তমতে জিলা চব্বিশ-পরগনার জজ সাহেব ১৮৪৮ সালের ৬ ও ২০ জানুআরি তারিখে হুকুম করিলেন যে দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে সালিসেরদের ফয়সলা আদালতের ডিক্রীর ন্যায় জারী হয় এবং তাহার স্থানে জামিনী লওয়া যায় তাহাতে দরখাস্তকারী সদর আদালতে আপীল করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত সর আর বার্লো সাহেব ও শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন যে "১৮১৩ সালের ৬ আইনের "৩ ধারা কেবল স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে খাটে। অতএব "অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে সালিসেরদের ফয়সলা আ-"দালতের ডিক্রীর ন্যায় সরাসরীমতে জারী হইতে "পারে না। জজ সাহেবের হুকুম অন্যথা করিতে হই-"বেক।" তদনুসারে হুকুম হইল।

১৮৪৮ সাল ৩ ফেব্রুআরি।

যায় ওয়াসিলাৎ স্থাবর সম্পত্তির বাবৎ মোকদ্দমা হইলে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্ত ওয়াসিলাতের টাকার সংখ্যার বিষয়ের তজবীজ স্থগিত হইতে পারে।

মসম্মাৎ উম্মৎ উলবরুকৎ এবং অন্যেরা। দরখাস্তকারী।

দরখাস্তকারিরা তালুক গঙ্গাপুর রচনির দখল পাইবার এবং বেদখল সময়ের ওয়াসিলাৎ পাইবার নিমিত্তে ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীনের আদালতে মসম্মাৎ অজহুন্নেছা এবং অন্যেরদের নামে নালিশ করিল এবং আপনারদের ঐ মোকদ্দমার মূল্য কোৎ ২,২২,৮০৮৲ টাকা ধরিয়া দরখাস্ত করিল যে ওয়াসিলাতের টাকা পূর্ব্বে নির্দ্ধার্য্য না করিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি

cution of the decree, an application which the above authority refused to comply with, on the ground of the difficulty in adjusting costs of suit should the plaintiffs, after obtaining a decree, be found entitled to a less amount of mesne profits than they had claimed.

From his order, which was dated the 21st September, 1847, the petitioners appealed to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court (present Mr. Tucker, Sir R. Barlow and Mr. Hawkins.) "In ascertaining mesne "profits much expense and trouble are neces- "sarily incurred, which would be all thrown away "should the plaintiffs be successful in the Lower "Court, but be cast in that of Appeal. If their "right to the property be established, possession "may be decreed with specification of the time for "which mesne profits are to be recovered; for "which there is a precedent in the case* of Ram- "koomar Chuckerbuttee and others, appellants, "*versus* Ram Ram Bhuttacharjee, and others, res- "pondents, decided by the Sudder Dewanny "Adawlut on the 3d December, 1840.

"The order of the Principal Sudder Ameen "must therefore be reversed. If he decide in fa- "vour of plaintiffs, he will, in adjudging to them "possession of the disputed property, insert in his "decree the period for which mesne profits, after

* It is irregular to award mesne profits in general terms, and without any specification of the period for which they are recoverable.

Ramkoomar Chuckerbuttee & others—Appellants,

versus

Ram Ram Bhuttacharjee & others—Respondents.

The respondents sued the appellants in the Zillah Court of Mymensingh, for recovery of possession of a half share of Talookah Nuvaz Allee, and other lands, and obtained a decree from the Principal Sudder Ameen of the district. The terms of the order in the decree were to the effect that "the plaintiffs should recover the property sued for, with mesne profits." This decree was confirmed in appeal by the Judge.

The appellants then applied for the admission of a special appeal to the Sudder Dewanny Adawlut.

Mr. D. C. Smyth. "The order of the Princi- "pal Sudder Ameen, confirmed by the Judge is "irregular, and likely to lead to much confusion "and future litigation. The use of the general "terms 'with mesne profits,' without any specifi- "cation of the period for which such profits are "recoverable, is opposed to the practice of the "Courts, and the omission must be rectified." The case was accordingly remanded.

Note. The above decision is not opposed to the precedent Sheeb Chunder Roy and others *versus* Hurmohun Roy and others, page 305, Volume VI. in which the decree reversed was altogether a general one, merely declaratory of right, leaving both

হয় এবং ডিক্রী জারীর সময়ে ঐ ওয়াসিলাতের টাকা নির্ণয় করা যায়। উক্ত প্রধান সদর আমীন ইহা বলিয়া তাহারদের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন যে ফরিয়াদীরা ডিক্রী পাইলে পর যদি দৃষ্ট হয় যে তাহারা ওয়াসিলাতের যত টাকার দাওয়া করিয়াছিল তদপেক্ষা কম টাকা তাহারদের পাইবার অধিকার হয় তবে মোকদ্দমার খরচা নিরূপণ করা দুষ্কর হইবেক।

তাঁহার ঐ হুকুম ১৮৪৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে হইল সেই হুকুমের উপর দরখাস্তকারিরা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত সর আর বার্লো সাহেব ও শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন যে "ওয়াসিলাৎ নিরূপণ করণে অনেক "ক্লেশ ও খরচ অবশ্যই হয় এবং ফরিয়াদীরা যদি "অধস্থ আদালতে জয়ী হইয়া পরে আপীল আদালতে "পরাজিত হয় তবে সেই সকল খরচ ও ক্লেশ বৃথা "হইবেক। যদি সম্পত্তিতে তাহারদের স্বত্ব সাব্যস্ত হয় "তবে যত কালের ওয়াসিলাৎ তাহারদিগকে দেওয়া "উচিত হয় সেই কাল নিরূপণ করিয়া তাহারদিগকে "দখল দিবার ডিক্রী হইতে পারে। এই বিষয়ের "দৃষ্টান্ত ১৮৪০ সালের ৩ ডিসেম্বর তারিখের সদর "দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া যে মোকদ্দমাতে "রামকুমার চক্রবর্ত্তী এবং অন্যেরা আপেলাণ্ট ও "রামরাম ভট্টাচার্য্য ও অন্যেরা রেস্পাণ্ডেণ্ট সেই মো- "কদ্দমায় পাওয়া যায়*।

"অতএব প্রধান সদর আমীনের হুকুম অন্যথা করিতে "হইবেক। যদি তিনি ফরিয়াদীরদের পক্ষে ডিক্রী করেন "তবে তাহারদিগকে বিবাদি সম্পত্তির দখল দেও- "নের হুকুম করণ সময়ে ওয়াসিলাতের টাকা নিরূপণ "করিলে পর যত কালের ওয়াসিলাৎ পাইবার হুকুম

* ওয়াসিলাৎ সাধারণ কথায় লেখা বেআইনী। যত কালের জন্যে তাহা দিতে হইবেক তাহা বিশেষ করিয়া ডিক্রীর মধ্যে লিখিতে হইবেক।

রামকুমার চক্রবর্ত্তী এবং অন্যেরা আপেলাণ্ট।

রামরাম ভট্টাচার্য্য এবং অন্যেরা রেস্পাণ্ডেণ্ট।

রেস্পাণ্ডেণ্টেরা তালুক নওয়াজ আলী ও আর২ জমীর অর্দ্ধেক হিস্যার দখল পাইবার জন্যে ময়মনসিংহের জিলা আদালতে আপেলাণ্টেরদের নামে নালিশ করাতে ঐ জিলার প্রধান সদর আমীন তাহারদের পক্ষে ডিক্রী করিলেন। ঐ ডিক্রীর হুকুমের লিখিত কথার এই ভাব ছিল যে "ফরিয়াদীরা যে সম্পত্তি পাইবার জন্যে নালিশ করিয়াছে তাহা মায় ওয়াসিলাৎ ফিরিয়া পাইবেক" ঐ ডিক্রীর উপর জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইলে তিনি তাহা বহাল রাখিলেন।

পরে আপেলাণ্টেরা সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত করিল।

তাহাতে শ্রীযুত ডি সি স্মিথ সাহেব কহিলেন যে "প্রধান সদর আমীনের যে হুকুম জজ সাহেব বহাল "রাখিয়াছেন তাহা বেদাঁড়া ও তাহাতে অনেক গোলমাল "ও উত্তর কালে বিবাদ জন্মিতে পারে। যত কালের "নিমিত্তে ওয়াসিলাৎ দিতে হইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট না "করিয়া "মায় ওয়াসিলাৎ" এই কথা মাত্র সাধারণ- "মতে লেখা আদালতের ব্যবহারের বিরুদ্ধ এবং যে "কথা লিখিতে ত্রুটি হইয়াছে তাহা ডিক্রীর মধ্যে লি- "খিতে হইবেক।" তদনুসারে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেল।

মন্তব্য। উক্ত নিষ্পত্তি সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্টের ৬ বালমের ৩০৫ পৃষ্ঠায় ছাপাহওয়া যে মোকদ্দমাতে শিবচন্দ্র রায় এবং অন্যেরা আপেলাণ্ট ও হরমোহন রায় ও অন্যেরা রেস্পাণ্ডেণ্ট সেই মোকদ্দমার দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ নহে যেহেতুক ঐ মোকদ্দমাতে

" ascertainment of their amount, are also award-
" ed."* Order accordingly.

19th February, 1848.

Suits for profits, or rent of land, should be instituted in the Zillah where the land is situated, rather than in that where the defendants reside.

Gopee Kunt Misr,—Petitioner.

The petitioner's suit against Gobind Pershad Surma Khan, and others, in the Court of the Principal Sudder Ameen of Zillah Rajshahye, for Company's Rupees 24,628-12-6, being the amount of excess collections from Aghun, 1250, to Cheyt 1251, B. S., for a putnee talook in Zillah Mymensingh, had been dismissed by that officer on the 26th April, 1847, with reference to Construction 73, and because the lands, in connection with which the action arose, were within the latter district.

The petitioner accordingly appealed to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court (present Mr. Tucker, Sir R. Barlow and Mr. Hawkins.) " The plaintiff quotes " Construction 739, in support of his right to sue in " Rajshahye, while defendants refer to Section 8, " Regulation III. 1793, and to Construction 73, as " requiring the suit to be instituted in Mymen- " singh. A suit such as this is, for recovery of an " excess of rent, though admissible in the district " in which the defendant resides, should properly " be preferred in the Zillah where the lands are ;— " but Construction 739 justifies the course pursued " by plaintiff, so that the Principal Sudder Ameen " of Rajshahye should not have dismissed his suit, " but have taken steps to get it transferred to My- " mensingh, which he will now do." Order accordingly.

Note.—The above decides, that the rule of Construction 73 is to be followed in such cases in preference to that of Construction 739.

22d February, 1848.

The provisions of Regulation III. of 1818, are applicable only to State prisoners.

Baboo Telukdaree Singh,—Appellant,

versus

Munnoo Lall, on his decease Luchmun Sahoo, &c.—Respondents.

The property of the above appellant having been directed to be sold in satisfaction of a decree of

the quantity of land and the amount of mesne profits to be ascertained in execution of the judgments.

* *Remarks.*—With regard to the Principal Sudder Ameen's objection, an application for review of the order in regard to costs is always open to the party charged with costs, should the amount of mesne profits prove, on enquiry, to fall to any great extent short of the amount sued for.

" করেন তাহা আপন ডিক্রীতে লিখিবেন"। তদনুসারে " হুকুম হইল।

১৮৪৮ সাল ১৯ ফেব্রুআরি।

ভূমির লাভের কিম্বা খাজানার বাবৎ যে মোকদ্দমা হয় তাহা যে জিলাতে আসামীরা বাস করে সেই জিলাতে না হইয়া ভূমি যে জিলাতে আছে সেই জিলাতে উপস্থিত করিতে হয়।

গোপীকান্ত মিশ্র দরখাস্তকারী।

দরখাস্তকারী জিলা ময়মুনসিংহের এক পত্তনি তালুকের বাঙ্গলা ১২৫০ সালের অগ্রহায়ণ মাসাবধি ১২৫১ সালের চৈত্র মাসপর্য্যন্তের বেশী আদায়হওয়া খাজানা অর্থাৎ কোং ২৪,৬২৮৷৬ টাকার বাবতে গোবিন্দপ্রসাদ শর্ম্মা খাঁ এবং অন্যেরদের নামে জিলা রাজশাহীর প্রধান সদর আমীনের আদালতে নালিশ করিল। তাহাতে ঐ প্রধান সদর আমীন ৭৩ নম্বরী আইনের অর্থে দৃষ্টি রাখিয়া এবং যে ভূমির সম্পর্কে মোকদ্দমা হইল তাহা জিলা ময়মুনসিংহে আছে বলিয়া ১৮৪৭ সালের ২৬ আপ্রিল তারিখে মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন

তাহাতে দরখাস্তকারী সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত মর আর বার্লো সাহেব ও শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন যে " ফরিয়াদী কহে যে ৭৩৯ নম্বরী আইনের " অর্থের বিধানানুসারে রাজশাহীতে নালিশ করিতে আ- " মার অধিকার আছে কিন্তু আসামীরা কহে যে ১৭৯৩ " সালের ৩ আইনের ৮ ধারানুসারে এবং ৭৩ নম্বরী " আইনের অর্থের বিধানমতে ঐ মোকদ্দমা জিলা ময়মুন- " সিংহে উপস্থিত করিতে হয়। বেশী খাজানা আদা- " য়ের নিমিত্তে এই প্রকার মোকদ্দমা যে জিলাতে আ- " সামী বাস করে সেই জিলাতে যদ্যপি গ্রাহ্য হইতে পারে "তথাপি যে জিলাতে ভূমি আছে সেই জিলাতে তাহা উপ " স্থিত করা উচিত। কিন্তু ফরিয়াদী যে কর্ম্ম করিয়াছিল " তাহা ৭৩৯ নম্বরী আইনের অর্থের অনুযায়ী অতএব " রাজশাহীর প্রধান সদর আমীনের ঐ মোকদ্দমা ডিস- " মিস করা উচিত ছিল না কিন্তু ময়মুনসিংহে তাহা দা- " খিল করিবার উপায় করা তাঁহার কর্ত্তব্য এবং এখন " তাঁহার তাহা করিতে ইহবেক।" তদনুসারে হুকুম হইল।

মন্তব্য। উক্ত হুকুমের দ্বারা এই নিরূপণ হইল যে এই প্রকার মোকদ্দমায় ৭৩৯ নম্বরী আইনের অর্থের বিধানমতে কর্ম্ম করাপেক্ষা ৭৩ নম্বরী আইনের অর্থের বিধানমতে কর্ম্ম করিতে হয়।

১৮৪৮ সাল ২২ ফেব্রুআরি।

১৮১৮ সালের ৩ আইনের বিধান কেবল রাজবিদ্রোহী কয়েদীরদের বিষয়ে খাটে।

বাবু তিলকধারী সিংহ আপেলাণ্ট।

মনুলাল ও তাঁহার মরণানন্তর লক্ষ্মণ শাহুপ্রভৃতি রেসপাণ্ডেণ্ট।

উক্ত আপেলাণ্টের সম্পত্তি আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম করিবার হুকুম হইলে পাটনার জজ সাহেব

যে ডিক্রীর অন্যথা হইল তাহা সর্ব্ব প্রকারে সাধারণ ডিক্রী এবং তাহাতে কেবল স্বত্ব নির্ণয় হইল কিন্তু ভূমির পরিমাণ ও ওয়াসিলাতের সংখ্যা ডিক্রী জারীর সময়ে নির্দ্দিষ্ট করিবার অনুমতি হইল।

* মন্তব্য। প্রধান সদর আমীনের আপত্তির বিষয়ে সদর আদালত লেখেন যে তজবীজ হইলে পর যদি দৃষ্ট হয় যে ওয়াসিলাতের যে টাকার জন্যে নালিশ হইয়াছিল তাহাহইতে ওয়াসিলাতের টাকা অতিশয় কম হয় তবে যাহার শিরে খরচা পড়ে সেই ব্যক্তি খরচার বিষয়ি হুকুম পুনর্ব্বিচার করিবার দরখাস্ত নিত্য করিতে পারে।

Court, the Judge of Patna, on the 4th December, 1847, reported its attachment, through the Collector, by the Magistrate's orders, for evasion of Criminal process on the part of appellant, and enquired whether, with reference to Clause 2, Section 10, Regulation III. 1818, its sale could, under such circumstances, be proceeded with.

By the Court (present Sir R. Barlow.) "The "preamble of the above Regulation shews that it "refers only to parties confined by orders of the "Governor General, and that it does not relate to "cases like the present. The sale of appellant's "property must therefore be carried into effect as "previously directed." Order accordingly.

১৮৪৭ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে রিপোর্ট করিলেন যে আপেলাণ্ট ফৌজদারী আদালতের পরওয়ানা না মানাপ্রযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমক্রমে কালেক্টর সাহেব তাহার ঐ সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছেন। উক্ত জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে এইমত গতিকে ১৮১৮ সালের ৩ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণ দৃষ্টে ঐ সম্পত্তি নীলাম করা যাইতে পারে কি না।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত সর আর বার্লো সাহেব কহিলেন "যে উক্ত আইনের হেতুবাদে "দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ আইন কেবল শ্রীযুত গবরনর "জেনরল বাহাদুরের হুকুমক্রমে কয়েদ হওয়া ব্যক্তির- "দের বিষয়ে খাটে এবং এই প্রকার মোকদ্দমার বি- "ষয়ে সম্পর্ক রাখে না। অতএব পূর্ব্বকার হুকুমমতে "আপেলাণ্টের সম্পত্তি নীলাম করিতে হইবেক।" তদ- নুসারে হুকুম হইল।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

REPORTS OF REGULAR CASES DETERMINED BY THE COURT OF SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

7th September, 1847.

A Civil Court is competent, at the suit of one not a party to the former action, to set aside its own decree in it, if shewn to have been collusively obtained. Construction No. 1299.

Guneish Dutt and others,—Plaintiffs,

versus

Ramdyal Singh and others,—Defendants.

This case was heard on the application of the plaintiffs, for the admission of a special appeal from the decision of the Principal Sudder Ameen of Bhagulpore, under date the 26th November, 1845, affirming that of the Moonsiff of Soorjgurrah, dated 26th February of the same year.

The application was granted by the Court (present Mr. C. Tucker,) on the following grounds :

"This was a suit brought under the Construc- "tion 1299, to reverse a collusive decree obtained "by the defendaats to the injury of the plaintiffs; "and the Moonsiff nonsuited the plaintiffs on "the grounds that he could not reverse his own "decree, and that the plaintiffs should have sued "to establish the *ikbaldawa* on which the previous "suit was decreed to be collusive. Strange to say, "this order of the Moonsiff was affirmed by the "Principal Sudder Ameen. The suit was express- "ly brought to set aside a collusive decree, the rest "depended on the evidence adduced to prove the "collusion.

"Special appeal admitted, orders of the Lower "Courts cancelled, and proceedings remanded with "orders that the case be restored to its original "number on the file of the Moonsiff, and the case "be decided on its merits."

18th September, 1847.

In a case of debt on bond, the parties acquiring a right by inheritance thereto, entered separate actions to recover the quota each was entitled to; held that this was not a splitting of the cause of

সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৪৭ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।

যে ব্যক্তি সাবেক মোকদ্দমায় এক পক্ষ ছিল না এমত ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী যদি গণতাপূর্ব্বক পাওয়া গিয়াছিল প্রমাণ হয় তবে ঐ আদালত আপনার ঐ ডিক্রী অন্যথা করিতে পারেন। ১২৯৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

গণেশ দত্ত এবং অন্যেরা ফরিয়াদী।

রামদয়াল সিংহ ও অন্যেরা আসামী।

১৮৪৫ সালের ২৬ ফেব্রুআরি তারিখে সূর্য্যগড়ার মুনসেফ যে নিষ্পত্তি করিলেন তাহা ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীন ঐ সনের ২৬ নবেম্বর তারিখে বহাল রাখিলেন এবং তাঁহার নিষ্পত্তির উপর ফরিয়াদীরা খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত করাতে এই মোকদ্দমা শুনানি হইল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব এই২ হেতুতে দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন।

"ফরিয়াদীরদের ক্ষতিজনক যে ডিক্রী আসামীরা গণ- "তাক্রমে পাইয়াছিল তাহা ১২৯৯ নম্বরী আইনের অর্থা- "নুসারে অন্যথা করিবার জন্যে এই মোকদ্দমা উপস্থিত "করা গেল এবং মুনসেফ এই২ হেতুতে ফরিয়াদীর- "দিগকে ননসুট করিলেন যে আমি আপনার ডিক্রী "অন্যথা করিতে পারি না এবং যে একবালদাওয়ার "শক্তিক্রমে পূর্ব্বের মোকদ্দমা গণতাপূর্ব্বক হওনের "ডিক্রী হইল সেই একবালদাওয়া সাব্যস্ত করিবার জন্যে "ফরিয়াদীরদের নালিশ করা উচিত ছিল। আশ্চর্য্য "বিষয় এই যে মুনসেফের ঐ হুকুম প্রধান সদর আমী- "নের দ্বারা বহাল করা গেল। গণতাক্রমে প্রাপ্ত এক "ডিক্রী অন্যথা করিবার জন্যে ঐ মোকদ্দমা বিশেষমতে "উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার পরে গণতার প্রমাণ "করণার্থ যে সাক্ষ্য দেওয়া গিয়াছিল তাহা বিবেচনার "অধীন রহিল।

"খাস আপীল মঞ্জুর হইল অধস্থ আদালতের হুকুম "সকল বাতিল হইল এবং মোকদ্দমার সকল কাগজপত্র "ফিরিয়া পাঠান গেল এবং এই হুকুম হইল যে এই "মোকদ্দমা মুনসেফের আদালতে সাবেক নম্বরে পুনর্ব্বার "বহাল করা যায় এবং তাহার দোষগুণঅনুসারে- "নিষ্পত্তি হয়।"

১৮৪৭ সাল ১৮ সেপ্টেম্বর।

খতক্রমে কর্জের মোকদ্দমায় যে২ ব্যক্তি উত্তরাধিকারিত্বক্রমে ঐ টাকার স্বত্ব প্রাপ্ত হইল তাহারা আপন২ হিস্যা পাইবার জন্যে আলাহিদা২ নালিশ করিল তাহাতে ধার্য্য হইল যে ইহা মোকদ্দমার কারণ খণ্ডকরা

action, Circular Order No. 29, 11th January, 1839.

Mohunt Mudoosoodun Das,—Applt. (Defendant,)
versus
Goverdhun Das—Respondt. (Plaintiff.)

Mohunt Mudoosoodun Das—Applt. (Defendant,)
versus
Bhuwanee Shunker Das—Respdt. (Plaintiff.)

In these cases, which were instituted in Zillah Cuttack on the 3d January, 1843, the appellant's applications for special appeals from the decisions of the Judge, dated the 1st April, 1844, confirming the decrees of the Principal Sudder Ameen dated 20th December, 1843, were granted by Mr. Reid on the 17th May, 1845, under the following certificate:

" The two plaintiffs instituted on the same day, " (3d January, 1843,) separate actions to recover " from the defendant, each the sum of 747-4-0 Sicca, " or Company's Rupees 796, 13 annas, on a bond " executed by him on the 1st Assar 1234, Umlee, " (10th June, 1827,) for the sum of Sicca Rupees " 747-4-0, in favor of Jugut Ram Das, the father " of Goverdhun Das, and brother of Bhuwanee " Shunker Das, pleading, as bringing the case with- " in the rule of limitations, the following pay- " ments:

5th Magh 1235, Umlee,	...	100	0	0
25th Phagoon, 1238, ...	...	50	0	0
27th Bhadoon, 1238, ...	...	50	0	0
27th Phagoon, 1247, ...	...	4	0	0
		204	0	0

" The Principal Sudder Ameen decreed both " suits in favor of the plaintiffs, and the Judge " confirmed them.

" The petitioner urges three pleas for special ap- " peal. *First,* that the cognizance of the suits is " barred by the rule of limitation. This plea I do " not consider sufficient; as the Principal Sudder " Ameen judicially decides, that it is proved by " evidence that the defendant promised to pay " within 12 years. *Secondly,* that the splitting of " the action was illegal. *Thirdly,* that the lower " Courts have decreed to each plaintiff, a moiety of " the principal of the bond and a like sum for in- " terest, and have omitted to deduct the four pay- " ments above indicated. The error forming the " third plea is evidently occasioned by an over- " sight; and special appeals must be admitted to " rectify it. I am doubtful as to the second; and " as it is moreover a novel point, I admit the ap- " peals to try this also."

The appeals were afterwards heard by Mr. Tucker, Sir R. Barlow, and Mr. Hawkins, who passed the following judgment:

" We find, on perusal of the record, that the " payments, alluded to in the certificate of special " appeal, have been deducted. On the *second* " point, we are of opinion that a special appeal " will not lie; each party sued for his entire share, " and paid the requisite fees on the same; and that " consequently there was no splitting of the claim. " We therefore dismiss the appeals with costs."

[*Government Gazette,* 18*th April,* 1848.]

জান হইবেক না। ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরি তারিখের ২৯ নম্বরী সরকুলর অর্ডর।

মোহন্ত মধুসূদন দাস আপেলান্ট আসামী। গোবর্দ্ধন দাস রেস্পাণ্ডেন্ট ফরিয়াদী।

মোহন্ত মধুসূদন দাস আপেলান্ট আসামী। ভবানী শঙ্কর দাস রেস্পাণ্ডেন্ট ফরিয়াদী।

এই২ মোকদ্দমা ১৮৪৩ সালের ৩ জানুআরি তারিখে জিলা কটকে উপস্থিত হইল প্রধান সদর আমীন ১৮৪৩ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে তাহা নিষ্পত্তি করিলেন এবং ঐ জিলার জজ সাহেব ১৮৪৪ সালের ১ আপ্রিল তারিখে তাহা বহাল রাখিলেন। জজ সাহেবের ঐ নিষ্পত্তির উপর আপেলান্ট খাস আপীলের দরখাস্তকরাতে শ্রীযুত রীড সাহেব ১৮৪৫ সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত সর্টিফিকট দিয়া তাহা মঞ্জুর করিলেন।

" এই দুই ফরিয়াদী একি দিবসে অর্থাৎ ১৮৪৩ " সালের ৩ জানুআরি তারিখে এক খতের উপর আ- " সামীর স্থানে সিক্কা ৭৪৭ ।॰ টাকা কোং ৭৯৬৸৴ " টাকা পাইবার জন্যে দুই আলাহিদা নালিশ করিল। " ঐ খত আসামী অমলী ১২৩৪ সালের ১ আষাঢ় " অর্থাৎ ১৮২৭ সালের ১০ জুন তারিখে সিক্কা ৭৪৭ ।॰ " টাকার নিমিত্তে গোবর্দ্ধন দাসের পিতা ভবানীশঙ্কর " দাসের ভ্রাতা জগৎরাম দাসের নামে লিখিয়া দেয়। " এবং ফরিয়াদীরা এই বিষয় মোকদ্দমার মিয়াদের " মধ্যে আনিবার নিমিত্তে কহিল যে নীচের লিখিত " কতক কিস্তীর টাকা পাওয়া গিয়াছে।

অমলী ১২৩৫ সাল	৫ মাঘ	...	...	১০০৲
১২৩৮	২৫ ফাল্গুণ	...	...	৫০৲
১২৩৮	২৭ ভাদ্র	...	...	৫০৲
১২৪৭	২৭ ফাল্গুণ	...	...	৪৲
				২০৪৲

" প্রধান সদর আমীন উভয় মোকদ্দমা ফরিয়াদীর- " দের পক্ষে ডিক্রী করিলেন এবং জজ সাহেব তাহা " বহাল রাখিলেন।

" দরখাস্তকারী খাস আপীলের জন্যে তিন ওজর " করে। প্রথমতঃ মেয়াদের বিধানের দ্বারা ঐ মো- " কদ্দমার শুননির প্রতিবন্ধক আছে। এই ওজর আমি " প্রচুর জ্ঞান করি না যেহেতুক প্রধান সদর আমীন " এই নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে আসামী বারো বৎস- " রের মধ্যে ঐ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল ইহা " সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মোকদ্দমা " খণ্ড করা বেআইনী। তৃতীয়তঃ অধস্থ আদালত প্রত্যেক " আসামীর খতের আসল টাকার অর্দ্ধেক এবং সুদের " বাবৎ তত্তুল্য টাকার ডিক্রী করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত " চারি কিস্তী বাদ দেন নাই। এই তৃতীয় ওজরে যে ভুমের " বিষয় লেখা আছে তাহা স্পষ্টতঃ অনবধানতাপূর্ব্বক " হইয়াছিল এবং তাহা সংশোধনার্থ খাস আপীল গ্রাহ্য " করিতে হইবেক। দ্বিতীয় ওজরের বিষয়ে আমার " সন্দেহ আছে এবং ইহা নূতন বিষয় অতএব তাহা " বিবেচনার্থ আমি আপীল গ্রাহ্য করি।"

পরে ঐ আপীল শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত সর আর বার্লো সাহেব ও শ্রীযুত হকিন্স সাহেব শুনিয়া নীচের লিখিত ডিক্রী করিলেন।

" রোয়দাদ পাঠকরণের দ্বারা আমারদের দৃষ্ট হই- " তেছে যে আপীলের সর্টিফিকটে যে টাকা লেখা আছে " তাহা বাদ দেওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বিষয়ে আমারদের " বোধ হয় যে খাস আপীল মঞ্জুর হইতে পারে না। " উভয় ব্যক্তি আপনার সম্পূর্ণ হিস্যার নিমিত্তে নালিশ " করিল এবং তন্নিমিত্ত যে রসুমের আবশ্যক ছিল " তাহা দিল। অতএব এই দাবিকে দাওয়া খণ্ড হইল না " অতএব আমরা সায় খরচা আপীল ডিসমিস করি।"

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER BOARD OF REVENUE.

No. 2.

From the Secretary to the Sudder Board of Revenue, to the Commissioner of Revenue for the Division of ——— .

I am directed by the Sudder Board of Revenue to transmit for your information, and for communication to the Collectors of your Division, the accompanying copy of a letter, No. 538, dated the 28th ultimo, from the Secretary to the Government of India, Military Department, to the Secretary to the Government of Bengal, and to request that the several Collectors of your Division may be enjoined to make their arrangements for the transmission of Treasure from one station to another, as far as may be practicable, in the cold season, and to refrain from calling for any escorts, except in cases of real urgency in the hot weather and rains.

(Signed) G. PLOWDEN,
Secretary.

Sudder Board of Revenue,
Fort William, the 22d February, 1848.

No. 538.

To the Secretary to the Government of Bengal.

The Right Honourable the Governor General in Council having had under consideration returns submitted by the Right Honourable the Commander-in-Chief, of the escorts for Treasure and Public Stores furnished by the Regiments of Native Infantry in the North Western Provinces, and being impressed with the necessity of relieving, to the utmost possible extent the Troops from such duties during the inclement seasons of the year, I am directed by His Lordship in Council to request that the attention of the Government of Bengal may be drawn to the subject with a view to the Civil Officers concerned in Bengal being enjoined to make their arrangements for the transmission of Treasure from one station to another, as far as may be practicable, in the cold season, and to refrain from calling for any escorts, except in cases of real urgency in the hot weather and rains.

(Signed) J. STUART, *Col.*,
Secy. to the Govt. of India, Mily. Dept.

Council Chamber, 28th January, 1848.

(True Copy.)

(Signed) G. PLOWDEN,
Secretary.

Sudder Board of Revenue,
Fort William, the 22d February, 1848.

No. 3.

From the Secretary to the Sudder Board of Revenue, to the Commissioner of Revenue for the Division of ——— .

I am directed by the Sudder Board of Revenue to request that you will instruct the several Collec-

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডর।

২ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

সদর বোর্ড রেবিনিউর আজ্ঞাক্রমে তোমার বিজ্ঞাপনের জন্যে এবং তোমার এলাকার কালেক্টর সাহেবেরদের নিকটে প্রেরণার্থ বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেব গত মাসের ২৮ তারিখের ৫৩৮ নম্বরী যে পত্র লেখেন তাহার নীচের লিখিত নকল পাঠাইয়া আদেশ করিতেছি যে তোমার এলাকার নানা কালেক্টর সাহেবকে এই হুকুম দেওয়া যায় যে এক জিলাহইতে অন্য জিলাতে টাকা পাঠাইবার নিয়ম তাঁহারা সাধ্যপর্য্যন্ত শীত কালে করেন এবং গ্রীষ্ম কালে ও বর্ষা কালে অত্যাবশ্যক না হইলে তৈনাতী সৈন্যেরদের তলব না করেন।

জি প্লৌডন। সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৮। ২২ ফেব্রুআরি।

৫৩৮ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেব বরাবরেষু।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দেশীয় পদাতিক পল্টনের যে তৈনাতী সৈন্যেরা টাকা এবং সরকারী দ্রব্যাদির সঙ্গে গমনার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারদের বিষয়ি যে কৈফিয়ৎ শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে দেওয়া গিয়াছিল তাহার বিষয় শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে বিবেচনা করিয়া তাঁহার এই বোধ হইয়াছে যে বৎসরের অসুস্থ সময়ে সাধ্যপর্য্যন্ত সিপাহীরদিগকে তৎকর্ম্মে প্রেরণ না করা অত্যাবশ্যক। অতএব শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে এই আদেশ করিতেছি যে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে মনোযোগ করেন এবং বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানীর কর্ম্মকারকদিগকে এই হুকুম দেওয়া যায় যে এক জিলাহইতে অন্য জিলাতে টাকা পাঠাইবার নিয়ম সাধ্যপর্য্যন্ত শীত কালে করেন এবং অত্যাবশ্যক না হইলে গ্রীষ্ম কালে ও বর্ষা কালে তৈনাতী সৈন্যেরদের তলব না করেন।

জে ষ্টুআর্ট। কর্ণেল।
মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

কৌন্সেল চেম্বর। ১৮৪৮। ২৮ জানুআরি।

(যথার্থ নকল।)
জি প্লৌডন। সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৮। ২২ ফেব্রুআরি।

৩ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

সদর বোর্ড রেবিনিউর আজ্ঞাক্রমে তোমার অধীন নানা কালেক্টর সাহেবকে এই উপদেশ দিতে আদেশ

tors subordinate to you, whenever they may happen to be served by the Sheriff of Calcutta with a notice attaching money in their hands belonging to other parties, to confine themselves to a simple acknowledgment of the receipt of the Sheriff's letter, and thereupon immediately to communicate to the Solicitor of the East India Company, the circumstances under which the money came into their hands, and the conflicting claims (if any) which may have been advanced to the same, together with the reasons, if any suggest themselves, why the money should not be paid over to the Sheriff. This information ought to be furnished in so complete a form as to enable the Solicitor without delay, and without the necessity of further reference, to prepare an Affidavit, to be sworn by the Officer, if it should be thought advisable, to show cause against any Rule Nisi, for the payment of the money being made absolute.

2. The Collector must be careful, after receiving and acknowledging the notice, not to pay away the money without specific instructions from a competent authority, or he may render himself personally liable for the amount.

(Signed) G. PLOWDEN,
Secretary.

Sudder Board of Revenue,

Fort William, the 23d February, 1848.

No. 5.

From the Secretary to the Sudder Board of Revenue to the Commissioner of Revenue for the Division of ——,

In modification of the orders circulated in letter No. 16, dated 24th April, 1832, I am desired by the Sudder Board of Revenue to request that the several Collectors subordinate to you, may be directed to issue instructions to the Government Pleaders at the Civil Courts, informing them that, in future, they are to furnish a copy, on plain paper, of the decree, or miscellaneous order in every case to which the Government is a party, immediately after it has been passed.

2. Whenever it may be determined, under the Rules circulated in the Board's letter of the 29th of May last, No. 9A, to prefer an appeal against any decree or order passed against the Government, it will be the duty of the Collector immediately to direct the Government Pleader to apply for an authenticated copy of such decree or order, furnishing him at the same time with the necessary Stamp Paper for the purpose.

3. In the event of any unnecessary delay occurring in obtaining Copies under these orders, the Collector or the Government Pleader, whichever may be in fault, will, I am desired to observe, be held strictly responsible for the consequences.

[*Government Gazette, 18th April,* 1848.]

করিতেছি যে অন্য ব্যক্তিদের যে টাকা তাঁহারদের জিম্মায় থাকে তাহা ক্রোকজরূণের এত্তেলা যখন কলিকাতার সরিফ সাহেব তাঁহারদের উপর জারী করেন তখন তাঁহারা সরিফ সাহেবের পত্র তাঁহারদের নিকটে পঁহুছিয়াছে ইহামাত্র স্বীকার করিবেন এবং তৎক্ষণাৎ কোম্পানি বাহাদুরের সলিসিটর সাহেবের নিকটে পত্র লিখিয়া জানাইবেন যে ঐ টাকা কিরূপে তাঁহারদের হাতে আইল এবং সেই টাকার উপর যদি কোন বিপরীত দাওয়া হইয়া থাকে তবে তাহা এবং সেই টাকা সরিফ সাহেবকে না দেওনের কোন কারণ যদি তাঁহারা দেখেন তবে তাহাও লেখেন। এই২ সমাদ এইমত সম্পূর্ণরূপে ঐ সলিসিটর সাহেবকে দিতে হইবেক যে সেই টাকা না দেওনের কারণ সুপ্রিম কোর্টে দর্শাওন যদি পরামর্শসিদ্ধ বোধ হয় তবে ঐ সাহেব আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া অগৌণে এক সুকৃতিপত্র প্রস্তুত করিতে পারেন।

২। কালেক্টর সাহেবের এই বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবেক যে ঐ এত্তেলা পাওন এবং স্বীকার করণের পর কোন ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারকের বিশেষ হুকুম বিনা সেই টাকা না দেন। যদি তিনি সেই টাকা দেন তবে সেই বিষয়ে তিনি স্বয়ং দায়ী হইতে পারেন।

জি প্লৌডন। সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৮। ২৩ ফেব্রুআরি।

---

৫ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

১৮৩২ সালের ২৪ আপ্রিল তারিখের ১৬ নম্বরী পত্রে যে হুকুম প্রেরণ করা গিয়াছিল তাহা মতান্তর করিয়া সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে তোমার অধীন নানা কালেক্টর সাহেব দেওয়ানী আদালতে সরকারী উকীলদিগকে এই হুকুম দিতে আদেশ করেন যে যে প্রত্যেক মোকদ্দমায় সরকার এক পক্ষ হন সেই মোকদ্দমার ডিক্রী কি মুৎফরক্কা হুকুম হইবামাত্র তাহার এক নকল সাদা কাগজে দেন।

২। গত মে মাসের ২৯ তারিখের ৯A নম্বরী বোর্ডের পত্রের যে বিধান সর্ব্বত্র ঘোষণা হইয়াছিল সেই বিধানক্রমে যখন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে হওয়া কোন ডিক্রী বা হুকুমের উপর আপীল করিতে স্থির হয় তখন কালেক্টর সাহেবের উচিত যে সরকারী উকীলকে ঐ ডিক্রী অথবা হুকুমের দস্তখৎ করা নকলের জন্যে তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত করিতে হুকুম করেন্। এবং তন্নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প কাগজের আবশ্যক হয় তাহা কালেক্টর সাহেব উকীলকে দিবেন।

৩। এই হুকুমক্রমে নকল পাওনের যদি কোন অনাবশ্যক বিলম্ব হয় তবে কালেক্টর সাহেব নতুবা সরকারী উকীল যাঁহার ত্রুটি হয় তিনি ঐ বিলম্বের ফলের বিষয়ে নিতান্ত দায়ী হইবেন।

4. A Copy of this Circular will be forwarded to the Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs for his information.

(Signed) G. PLOWDEN,
Secretary.

Sudder Board of Revenue,
Fort William, the 9th March, 1848.

CIRCULAR ORDER OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 3.

To the Several Civil Judges in the Lower Provinces.

I am directed by the Court to transmit to you an Extract (Paragraph 14,) from the Report on the Administration of Civil Justice in the District of Futtehpore during the year 1847, communicated by the Western Court, and to request, that should the practice referred to therein exist in the Moonsiff's Courts in your District, you will order it to be discontinued.

W. KIRKPATRICK, *Deputy Register.*

Fort William, the 9th March, 1848.

Extract (Paragraph 14,) from the Report on the Administration of Civil Justice in the District of Futtehpore during the year 1847.

Para. 14th. I found, from one or two appeals which had come before me, that the Moonsiffs were in the habit of giving copies of witnesses' depositions and other papers, bearing their signature and seal, to parties requiring them on plain paper; and these copies were received by the Moonsiffs in other cases pending before them, and, in calling on them for an explanation of the authority under which the practice prevailed, they quoted the Court's Circular letter, No. 58, of the 16th January, 1840, as entitling parties to obtain copies of papers, such as I have referred to, on plain paper, and to receive them as evidence. The Moonsiffs appeared to me to have misunderstood the meaning of the Circular letter, which only mentioned that copies of final orders, in miscellaneous cases as well as all interlocutory orders, were to be granted on plain paper. They are the only exemptions named in that letter, nor can I discover, in Regulation X. of 1829, that copies of depositions parties wish to file in support of their claims, are exempted from being written on stampt paper. The Moonsiffs therefore, in allowing these papers, which were not written on the prescribed stamp, to be presented and received as evidence, acted it seemed to me, contrary to the Regulation last cited; and I, therefore, directed them to put a stop to the practice; and I now bring the subject before the Court, that my order may be recalled should I be found to have taken an erroneous view of the law.

(True Extract.)

W. KIRKPATRICK, *Deputy Register.*

৪। এই সরক্যুলর অর্ডরের এক নকল আইনসম্পর্কীয় বিষয়ের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্রান্সর সাহেবের নিকটে তাঁহার বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে পাঠান যাইবেক।

জি প্লৌডন। সেক্রেটারী।

সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৮। ৯ মার্চ।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

৩ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত প্রত্যেক দেওয়ানীর জজ সাহেব বরাবরেষু।

১৮৪৭ সালের ফতেপুর জিলাতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নির্ব্বাহের বিষয়ে যে রিপোর্ট পশ্চিম দেশের সদর আদালত পাঠাইলেন তাহার পশ্চাৎ লিখিত এক চুম্বক বিশেষতঃ ১৪ দফা তোমার নিকটে কলিকাতার সদর আদালতের হুকুমক্রমে পাঠাইয়া এই আদেশ করিতেছি যে তাহার মধ্যে যে ব্যবহারের বিষয় লেখা আছে তাহা যদি তোমার জিলার মুনসেফের আদালতে হইয়া থাকে তবে তাহা নিবৃত্ত করিতে হুকুম দিবা।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৮। ৯ মার্চ।

১৮৪৭ সালের ফতেপুর জিলার দেওয়ানী মোকদ্দমার নির্ব্বাহের রিপোর্টের চুম্বক অর্থাৎ ১৪ দফা।

১৪ দফা। আমার সম্মুখে যে এক বা দুই আপীলী মোকদ্দমা উপস্থিত হইল তাহার দ্বারা আমি দেখিলাম যে মুনসেফেরা শাদা কাগজে লিখিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী এবং অন্যান্য কাগজপত্রের নকল যাহারা চাহিল তাহারদিগকে তাহাতে দস্তখৎ ও মোহর করিয়া দিয়া থাকেন এবং মুনসেফের আদালতে অন্যান্য যে মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল তাহাতেও এইপ্রকার নকল তাঁহারদের দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকে। এবং কি ক্ষমতানুসারে এই ব্যবহার চলিতেছে ইহা তাঁহারদের নিকটে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা কহিলেন যে ১৮৪০ সালের ১৬ জানুআরি তারিখের ৫৮ নম্বরী সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরে এই প্রকার কাগজপত্রের নকল বিবাদিরদিগকে শাদা কাগজে দিবার এবং তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করিবার হুকুম আছে। আমার বোধ হইল যে মুনসেফেরা ঐ সরক্যুলর অর্ডরের অর্থ বুঝেন নাই তাহাতে কেবল এই নির্দ্দিষ্ট আছে যে মুৎফরক্কা মোকদ্দমার সকল চূড়ান্ত হুকুমের এবং মোকদ্দমার রুবকার হওনের সময়ে যে সকল হুকুম দেওয়া যায় তাহার নকল শাদা কাগজে দিতে হইবেক। ঐ সরক্যুলর অর্ডরের মধ্যে কেবল এইং বর্জ্জিত বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ১৮২৯ সালের ১০ আইনে এইমত কোন হুকুম দেখিতে পাই না যে বিবাদিরা আপনং দাওয়ার পোষকতার জন্যে যে জোবানবন্দীর নকল দাখিল করিতে চাহে তাহা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা বর্জ্জিত হইল। অতএব নিরূপিত ইষ্টাম্পের উপর না লেখা এইমত কাগজ দাখিল করিতে এবং সাক্ষ্যস্বরূপ তাহা গ্রাহ্য করিতে মুনসেফেরা যে অনুমতি দিতেছেন তাহা আমার বোধে শেষোক্ত আইনের বিধির বিরুদ্ধ অতএব আমি সেই ব্যবহার রহিত করিতে হুকুম দিলাম এবং এই বিষয় এইক্ষণে এতদর্থ সদর আদালতে জানাইতেছি যে ঐ আইনের বিষয়ে আমার যদি ভ্রম হইয়া থাকে তবে আমার ঐ হুকুম রহিত হয়।

(যথার্থ নকল।)

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

NOTIFICATIONS.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

LEAVES OF ABSENCE.

The 7th April, 1848.

Moonshee Noorooddeen Ahmed, Moonsiff of Durrung, from the 6th to the 13th ultimo, on private affairs.

Mahomed Arshud, Moonsiff of Kendraparah, Zillah Cuttack, for fifteen days from the 15th instant on private affairs.

Baboo Mohunlaul Panday, Moonsiff of Burjorah, Zillah West Burdwan, for two weeks in extension of that granted before.

B. J. COLVIN, *Register*.

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৬০৫ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৮ সাল ১ আপ্রিল।

দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবের প্রথম শ্রেণীর আসিস্টাণ্ট শ্রীযুত কাপ্তান ডবলিউ এচ ওক্স সাহেব (Captain W. H. Oakes,) মানভূমে পুরুলিয়ার ডাকাধ্যক্ষও হইবেন।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ১ আপ্রিল।

কলিকাতার প্রধান মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত মেজর এফ ডবলিউ বর্চ সাহেব (Major F. W. Birch,) চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

কটকের অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ব্রজসুন্দর রায়কে গত মাসের ৩ তারিখে যে এক মাসের ছুটী দেওয়া যায় তাহা তাঁহার প্রার্থনায় রহিত হইল।

ঢাকার কালেক্টর শ্রীযুত সি টটনহাম সাহেবকে (Mr. C. Tottenham,) গত ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখে যে ছয় মাসের ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল গত মাসের ২২ তারিখঅবধি রহিত হইল ঐ তারিখে তিনি আপন কর্ম্মস্থানে পুনর্গমন করেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৮ সাল ৫ আপ্রিল।

বীরভূমের কালেক্টর শ্রীযুত জোজেফ রীড সাহেব (Mr. Joseph Reid,) গত মাসের ২৭ তারিখে আপন কর্ম্মের ভার শ্রীযুত এ ওগলবি সাহেবের (Mr. A. Ogilvie,) প্রতি অর্পণ করেন

চাটিগাঁর একটিং সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ স্কিপউইথ সাহেব (Mr. F. Skipwith,) গত মাসের ২৭ তারিখে আপন কর্ম্মের ভার শ্রীযুত ডবলিউ জে এচ মনি সাহেবের (Mr. W. J. H. Money,) স্থানে গ্রহণ করেন।

আসামের কমিস্যনর সাহেবের প্রধান আসিস্টাণ্ট শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট ই টি ডালটন সাহেব (Lieutenant E. T. Dalton,) ঐ মাসের ২২ তারিখে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট ডবলিউ আগ্নিউ সাহেবের (Lieutenant W. Agnew,) স্থানে কামরূপ জিলার কর্ম্মের ভার পুনর্গ্রহণ করেন।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ৭ আপ্রিল।

দরঙ্গের মুনসেফ শ্রীযুত মুনশী নুরুদ্দীন আহমদ স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে গত মাসের ৬ তারিখঅবধি ১৩ তারিখপর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা কটকের কেন্দ্রপাড়ার মুনসেফ শ্রীযুত মহম্মদ আরসদ বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখঅবধি স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে পনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা পশ্চিম বর্দ্ধমানের বড়যোড়ার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মোহনলাল পাঁড়ে পূর্ব্বে যে ছুটী পান্ তদতিরিক্ত দুই সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

বি জে কলবিন। রেজিষ্টর।

৬৩৭ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৮ সাল ৭ আপ্রিল।

শ্রীযুত ব্রৌন উড সাহেব (Mr. Browne Wood,) জিলা নদীয়ার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট হইবেন এবং শান্তিপুরে নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীযুত আর জে রিচার্ডসন সাহেব (Mr. R. J. Richardson,) পাটনার মাজিস্ট্রেট সাহেবের এবং কালেক্টর সাহেবের আসিস্টাণ্ট হইবেন এবং ঐ স্থানে জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ৩ আপ্রিল।

থনাসরিমের বিশেষ সৈন্যেরদের লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুত ডি এ চেস সাহেব (Lieutenant D. A. Chase,) এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৮ সাল ৫ আপ্রিল।

ফরিদপুরের জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের আসিস্টাণ্ট শ্রীযুত ই সি ক্রাউর সাহেব (Mr. E. C. Craster,) চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে দুই সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

সিংহভূমে চৈবাসার সিবিল আসিস্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত সি বি চালমর্স সাহেব (Mr. C. B. Chalmers,) চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে বারো মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৮ সাল ৭ আপ্রিল।

যশোহরে খুলনার জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত সি এফ মণ্ট্রেসর সাহেব (Mr. C. F. Montresor,) আপনার অত্যাবশ্যক কর্ম্মোপলক্ষে ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৮ সাল ২৯ মার্চ।

বাঁকুড়া ও ঔন্দা ও রাধানগরের মুনসেফেরদের এলাকা সমান করিবার জন্যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ সাহেব হুকুম করিয়াছেন যে নীচের লিখিত গ্রাম এক এলাকাহইতে উঠাইয়া অন্য এলাকাভুক্ত হয়।

নীচের লিখিত ৮৪ গ্রাম চৌকী ওন্দাহইতে উঠাইয়া চৌকী বাঁকুড়াভুক্ত হইয়াছে।

বিনোদনগর	কমলপুর
জগন্নাথপুর	ভেদাশোল
নিদাসোল	মদনপুর
কোকিলপুর	লোদেনা
ব্যাইদহী	গোপীনাথপুর
নিত্যানন্দপুর	ধোবন্নি
ভোলা	রামনগর
মুরাবাড়ী	মুড়াকাটা
কল্যাণী	জামবেদিয়া
দুবদাকৃষ্ণনগর	মৌজা হেমচাবেদা
হীরাপুর	বিক্রমপুর
দিগসুলী	শায়রবাঁকা
বালগুমা	জগন্নাথপুর
শিউরবাদয়	শালঘাটা
দলদলী	কোতলপুর
জগন্নাথপুর	বেহার জোড়িয়া
ছাগুলিয়া	চন্দ্রপুর
নারায়ণপুর	শালিহন
বেউচিয়া	মন্নিপুর
পিত্রাহারী	গুক্রেনন্দী
নরোত্তমপুর	ইতাপাচরা
হাটবাড়ি	রনিয়ারা
বামমুরা	কুলগাঙ্গুড়ী
আকারিয়া	নিশচাঁদপুর
মুর্চাগরিয়া	হরিহরপুর
ঔষনাসোল	রাধাকৃষ্ণপুর
সাহেবগঞ্জ	কুমপাড়া
দুবরাকন	পাহাড়পুর
নূতনগ্রাম	রঘুনাথপুর
মাদারবন্নি	তেঁতুলমুড়ি
দাঙ্গাকাইগু	কলাবেড়িয়া
আমনবন্নি	বিক্রমপুর
মণ্ডখামার	পাকবানী
দেহগ্রাম	কেমাকিরাপুর
দামোদরপুর	পিঙ্গড়ুই
ধোগড়িয়া	নিকুঞ্জপুর
বৈদ্যনাথপুর	মাকড়া
ভাগাবাঁধ	বাওচানারাহেলিতি
গৌরমোহনপুর	চামটেতরা
নূতনগাঁও	কাকলাদী
ভীমপুর	দীয়া
পিররা দমুরা	শাহপুর

নীচের লিখিত ৭ গ্রাম চৌকী রাধানগরহইতে উঠাইয়া চৌকী বাঁকুড়াতে ভুক্ত হইয়াছে।

ঘুষকিডাঙ্গা গোপীনাথপুর	পরানগরী
মুসুরিয়া	কোদালিয়া
গোপালহাটী	কুড়ারি
পারফুণ্ডা	

১৮৪৮ সাল ৮ আপ্রিল।

সারণের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত এচ বি হেথর্ণ সাহেব (Mr. H. V. Hathorn,) জিলা চম্পারণের ১৮৪৮ সালের ত্রৈমাসিক প্রথম সেশনের মিছিল করিবার জন্যে মতিহারিতে গমনার্থ বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখে আপন সিরিশ্তার কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করেন।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর্ সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

---

৬৪৮ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর্ সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৮ সাল ৮ আপ্রিল।

শ্রীযুত জি এচ রিকেট্স সাহেব (Mr. G. H. Ricketts,) ছাপরার মাজিস্ট্রেট সাহেবের এবং কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টান্ট হইবেন।

শ্রীযুত এ হামণ্ড সাহেব (Mr. A. Hammond,) বেহারের মাজিস্ট্রেট সাহেবের এবং কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টান্ট হইবেন এবং ঐ জিলাতে জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

১৮৪৮ সাল ১০ আপ্রিল।

শ্রীযুত এ জে শেরিডন সাহেব (Mr. A. J. Sheridan,) শ্রীরামপুরের ডাকের অধ্যক্ষ হইবেন।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ৭ আপ্রিল।

সারণের সিবিল আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত আর জে ব্রাসি সাহেব (Mr. R. J. Brassey,) চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে চারি মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৮ সাল ১০ আপ্রিল।

যশোহরের দ্বিতীয় প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু লোকনাথ বসু স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে বর্ত্তমান মাসের ৯ তারিখঅবধি ১৬ তারিখপর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

পশ্চিম বর্দ্ধমানের ফতওয়াদায়ক শ্রীযুত মৌলবী এক্রামুলহক গত মাসের ৩০ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে দুই সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের আবকারীর সুপরিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ সমাদ্দারকে গত মাসের ২২ তারিখের হুকুমক্রমে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহা ঐ মাসের ১৯ তারিখঅবধি আরম্ভ না হইয়া ২৫ তারিখঅবধি আরম্ভ হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৮ সাল ১১ আপ্রিল।

শ্রীযুত আর জে রিচার্ডসন সাহেবকে (Mr. R. J. Richardson,) গত মাসের ১০ তারিখে যে এক মাসের ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল বর্ত্তমান মাসের ৮ তারিখঅবধি রহিত রইল।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর্ সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৪৮। ১৮ আপ্রিল।]

[Government Gazette, 18th April, 1848.]

নম্বর শ্রেণী	মহালের হাল	নম্বর রেজেষ্টরি	নাম মহাল	নাম মালিক	সদর জমা	বাকী লাং কিস্তি ফাল্গুণ সন ১২৫৪। মায় পুলীষ	কৈং
১	কাএমি তৌজিভুক্ত	৭০৯	হরিবপুর	মদনমোহন দে চৌধুরী	৮৶৩	৩ ৷৷৵৫	
ঐ	ঐ	৭২০	ফতেপুর	গোলোকমণি দেব্যা	৯/১	৯/১	
ঐ	ঐ	৭৯২	কামদেবপুর	কৈলাশচন্দ্র রায়	৷৵৮	৷৵৮	
ঐ	ঐ	৭৯৬	ঐ	ভগবানচন্দ্র বাঁড়ুয্যা	৶৩	৷৷০	
ঐ	ঐ	৭৯৯	ঐ	রামকমল ভট্টাচার্য্য দীং	১৶১০	১ ৷৷৵৮	
ঐ	ঐ	৮০৫	চরঅগ্রদ্বীপ	আনন্দময়ী গুপ্তা	২ ৷৷৶৬	২ ৷৷৶৬	
ঐ	ঐ	৮১৪	চর ভবানন্দদেয়াড় লস্করপুর	রাণী সূর্য্যমণি দীং	৭২৭৯৸/১	৩৭৯ ৷৷৫	
ঐ	ঐ	৯৩৯	কিশোরপুর	তারিণীচরণ চাটুয্যা ও গঙ্গাপ্রসাদ চাটুয্যা	২১৸৶৪	৬/৩	

D. J. Money, Collector.

এজেলানামা কাছারী কালেক্টরি জেলা যশোর।

সন ১৮৪৫ সালের ১ প্রথমাইনের ৬ ধারামত সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত রাজস্ব বাকীপড়া মহালাত এই কালেক্টরি কাছারিতে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের হুজুরে সন ১৮৪৮ সালের ২৬ এপ্রেল বাঙ্গলা সন ১২৫৫ সালের ১৫ বৈশাখ রোজ বুধবার নিয়মিত সময়ে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৪৮ সাল তারিখ ৩ এপ্রেল বাঙ্গলা সন ১২৫৫ সাল তারিখ ২২ চৈত্র।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের প্রকার	তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মালেকের নাম	সদর জমা	বাকী লাং ফাল্গুণ সন ১২৫৪ সাল	বকয়া বাকী	একুন বাকী	কৈং
১	এস্তমুরারী জমা ধার্য্য হওয়া মহাল	৩২১	কিশমত লক্ষ্মীপুর বিলকাচড়া পং মামুদসাহি	কাজীগোলাম এমাম ...	২৩০ ৷১০	১৬৮৲১০	০	১৬৮৲১০	ষোল আনা নীলাম বিক্রী হইবেক ইতি
ঐ	ঐ	২৫১	কিশমত এবেত্তা পং নলদী ...	মাতু চক্রবর্ত্তী দং পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী	১৸৶৩	১৸৶৩	০	১৸৶৩	ঐ
ঐ	ঐ	৩০২	কিশমত পটীরা পং হাবেলী ...	দ্বীপচন্দ্র ভাদুড়ি	৬ ৷৵৫	৬ ৷৵৫	০	৬ ৷৵৫	ঐ
ঐ	ঐ	৩৭৩	কিশমত নারায়ণদিয়া পরগনে ঐ ...	হরিশ্চন্দ্র রায় ওগয়রহ ...	১৩৸/৪	২৸৶৪	০	২৸৶৪	ঐ
ঐ	ঐ	৪১৪	কিশমত গ্রাকুল পরগনে ঐ ...	গোলোকচন্দ্র বিশ্বাস ওং ...	২৮৲৫	৭ ৷৵৭	০	৭ ৷৵৭	ঐ
ঐ	ঐ	৪৪৬	কিশমত আলনদিয়া পরগনে ঐ ...	রামভদ্র মিত্র দং জয়মঙ্গল মিত্র	৭৶২	৭৶২	০	৭৶২	ঐ
ঐ	ঐ	২১	কিশমত কমলাপুর পরগনে সেবদিয়া	গঙ্গাপ্রসাদ বসু ওগয়রহ ...	৫৸৩	৪ ৷৷৶৬	১৸/৯	৬ ৷৷৩	ঐ
ঐ	ঐ	৩২	কিশমত ঐ	ঐ জন	১২৲	৪৶২	০	৪৶২	ঐ
ঐ	ঐ	২০	কিশমত গোড়চর পং হাকীমপুর ...	গোলোকনাথ দাস ওং ...	৩৮ ৷৷৶১	১০ ৷৷/১০	০	১০ ৷৷/১০	ঐ
ঐ	ঐ	১১৯	কিশমত বাগাট পরগনে সাতৈর ...	ব্রজনাথ বকসী	৸৯	৸৯	০	৸৯	ঐ
ঐ	ঐ	৫	কিশমত ময়নাদহা প্রং গঙ্গাপদ ...	দ্বীপচন্দ্র ভাদুড়ি	২ ৷৷৭	২ ৷৵৫	০	২ ৷৵৫	ঐ

শ্রেণীর নম্বর	মহালের প্রকার	তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মালেকের নাম	সদর জমা	বাকী লাং ফাল্গুণ সন ১২৫৪ সাল	বকেয়া বাকী	একুন বাকী	কৈং
১	এস্তমুরারী জমা ধার্য্য হওয়া মহাল	৩৯	কিশমত বেতাঙ্গা পং নশীরনাহী মং লাওরা	রঘুনাথ দাস	৩৶২	২ ৶৬	০	২ ৶৬	ষোল আনা নীলাম বিক্রী হইবেক ইতি
ঐ	ঐ	৭৮	কিং রাজধরপুর পরগনে সাতৈর মহাল ঐ	সভারাম দাস	৫৶	৪৶৫	০	৪৶৫	ঐ
ঐ	ঐ	১১০	কিশমত ঐ পং মহিমসাহী ...	কার্ত্তিক বর্দ্ধন ওগয়রহ ...	১৬ ৶১০	৫৸৶১	০	৫৸৶১	ঐ
ঐ	ঐ	২৫	কিশমত ধুনজোড়া পং নলদীখালিশা বসলশী	নীলাম খরিদার জার্জ উমন সাহেব	২৶৯	১৸৭	০	১৸৭	ঐ
ঐ	ঐ	৪২৯	কিশমত মিঠাপুর পং নলদী মং খোর্দ্দা	হাসীম কেত্তাবদ্দীন ...	৫/৮	১৷৶১	০	১৷৶১	ঐ
ঐ	ঐ	২০	চকঃ পাবমাগুরখালী যোং সুন্দরবন ...	রামসুন্দর মিত্র	৫৩/১	৩২৲	০	৩২৲	ঐ
ঐ	ঐ	৩৩	কিশমত পোটবা পং মহিমশাহী লাও রাবসলশী	মাহামুদ ওয়াবেশ মুং প্রভুরাম শর্ম্মা	৷৶৩	।৩	০	।৩	ঐ
ঐ	ঐ	২৯২৩	কিশমত শীকারপুর ও খামারপাড়া ওং পং মাহামুদসাহী	রাধাচরণ রায় মুং রামকুমার ঘোষ...	৸২	৸২	০	৸২	ঐ
ঐ	ঐ	২৯২৮	কিশমত খেদাপাড়া ওং পরগনে ঐ ...	রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ...	৸৶১০৸	৸৶১০।	০	৸৶১০।	ঐ
ঐ	ঐ	২৯৪৫	কিশমত রামচন্দ্রপুর ওং পরগনে ঐ ...	দ্বারকানাথ জোয়াবদার ...	২৷৶০৸	।৩	০	।৩	ঐ
ঐ	ঐ	২৯৬৩	কিশমত নরসিংহপুর ওগয়রহ পং ঐ	ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ	৷৶৮৷	৷৶৮৷	০	৷৶৮৷	ঐ
ঐ	ঐ	২৯৭৪	কিশমত মুতি ও বন্দনপুর পরগনে ঐ ...	রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ...	২৸৶৩	২ ৷৶১০	০	২ ৷৶১০	ঐ
ঐ	ঐ	৩০০৭	কিশমত আতুশে পং তারাউজিয়ান ...	নবকিশোর মজুমদার ...	৮৩৶০	৮৩৶০	৮৩৶	১৬৬ ।০	ঐ
ঐ	ঐ	৩০০৯	কিশমত রামনগর শ্রীধরপুরদিগর পং খলিসখালী	মধুসূদন বসু দিগর... ...	১২ ।৶৫	১২ ।৶৫	০	১২ ।৶৫	ঐ
ঐ	ঐ	৩০৭৩	কিশমত খানকুলা ওং পং মামুদসাহী..	কালাচাঁদ সেন	১ ।৶৭	১ ।৶৭	০	১ ।৶৭	ঐ
ঐ	ঐ	৩১৬০	কিশমত কৃষ্ণপুর পরগনে ঐ	রাধাচরণ রায় মুং কমলাকান্ত মজুমদার	৩৸৶২	৩৸৶২	০	৩৸৶২	ঐ
ঐ	ঐ	৩১৭৫	কিশমত মল্লীকপুর ওং পং মাহামুদসাহী	রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ...	৫ ৷৶০	৫ ৷৶০	০	৫ ৷৶	ঐ
ঐ	ঐ	৩২৩২	কিশমত শনদহ ওং পরগনে ঐ ...	তিতুরাম সরকার	১২৮৲	৫৫৲	০	৫৫৲	ঐ
ঐ	ঐ	৩২৬০	কিশমত ধনঞ্জয়পুরদিগর পরগনে ঐ ...	রাজচন্দ্র মজুমদার	৪৸/৫	৪৸/৫	০	৪৸/৫	ঐ
ঐ	ঐ	৩৪৩৯	কিশমত উল্যাটৈতলকুপী পরগনে ঐ ...	রাধাচরণ রায় মুদানেসগাজী ...	২ ।৶০	২ ।৶০	০	২ ।৶	ঐ

শ্রেণীর নম্বর	মহালের প্রকার	তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মালেকের নাম	সদর জমা	বাকী লাং ফাল্গুণ সন ১২৫৪ সাল	বকেয়া বাকী	একুন বাকী	কৈং
১	এস্তমুরারী জমা ধার্য্য হওয়া মহাল	৩৪৪১	কিশমত উল্যা তৈলকুপী	দেবীপ্রসাদ চৌধুরী ...	।/০	।/০	০	।/	ষোল আনা নীলাম বিক্রী হইবেক
ঐ	ঐ	৩৪৪৩	কিশমত বেলাহাটী পরগনে ইশকপুর ...	রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ওং	২৮ ॥/৪	২৮ ॥৶১০	০	২৮ ॥৶১০	ঐ
ঐ	ঐ	৩৫৫৪	কিশমত ষষ্ঠিবরদিয়া পরগনে মামুদ সাহী	বংশীবদন অধিকারী ...	১৫১৲	৭৬৲	০	৭৬৲	ঐ
ঐ	ঐ	৩৫৩৩	কিশমত কুলবাড়িয়া হরিষপুর পং ঐ ...	বদরুদ্দী বিশ্বাস	।১০ ॥	।১০ ॥	॥০	।১১	ঐ
ঐ	ঐ	৩৫৪৪	কিশমত আমিরাণ পং ঐ	বিবি হছিনা খাতুন ...	২৮ ।৶০	১৫ ।৶০	০	১৫ ।৶	ঐ
ঐ	ঐ	৩৫৫৮	কিশমত মেঘনা মাইজপাড়া ওং পং জাহাঙ্গিরাবাদ ওং	চৈতন্য ও লোকনাথ আচার্য্য ওগয়রহ	১ ॥৶০	১ ॥৶০	০	১ ॥৶	ঐ
ঐ	ঐ	৩৫৫৯	কিং ঐ ও হাবাসপুরের উত্তর পাড়া পরগনে ঐ	রাধাচরণ রায়	৸৫	৸৫	০	৸৫	ঐ
ঐ	ঐ	৩৫৬৪	কিশমত খোর্দ্দা ঝিনাই দহ ও চণ্ডীপুর পং ঐ	দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ...	৪ ॥/ ৬	৪ ॥/ ৬	॥/ ৬	৫৶	ঐ
ঐ	ঐ	৩৫৯১	কিশমত গোপালপুর দীং পরগনে ঐ ...	ফকীরচাঁদ কর্ম্মকার ...	৩৸০	৩৸০	০	৩৸০	ঐ
ঐ	ঐ	৩৫৯২	কিশমত ঐ	ব্রজমোহন সাহা	৩৸০	৩৸০	০	৩৸০	ঐ
ঐ	ঐ	৩৬৫৪	কিশমত খড়াশনি পরগনে ঐ	চণ্ডীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ...	॥/ ০	॥/ ০	০	॥/	ঐ
ঐ	ঐ	৩৭১২	কিশমত হরিনাকুণ্ড পরগনে ঐ	গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	।/৪	।/৪	০	।/৪	ঐ
ঐ	ঐ	৩৭৭৬	কিশমত বরিসাট পং শাহাউজিয়াল ...	মামুদইশফ	৪৸০	৪ ॥/০	০	৪ ॥/	ঐ
ঐ	ঐ	৩৭৯৩	কিশমত আউসেরহাট পরগনে ঐ ...	আনাদু ও মাজেমদী ...	৫৸/ ৬	৫৸/ ৬	॥/ ৪ ।	৬ ।৶১০ ।	ঐ
ঐ	ঐ	৩৭৯৪	কিশমত ঐ	ভীমসাফলরাম মণ্ডল ...	২৸৶১০	২৸৶১০	২৸/১	৫৸/ ১১	ঐ
ঐ	ঐ	৩৭৯৫	কিশমত ঐ	আজিমদ্দীন	১৸৯ ।	১৸৯ ।	৩ ॥/ ৬ ॥	৫ ।৶৩৸	ঐ
ঐ	ঐ	৩৭৯৬	কিশমত ঐ	চৈতন গোলদার	১ ।/ ০	১ ।/ ০	১ ।/	২ ॥৶	ঐ
ঐ	ঐ	৩৭৯৭	কিশমত ঐ	গোবিন্দ সাই	৸২ ॥	৸২ ॥	১ ॥৵	২ ।৭ ॥	ঐ
ঐ	ঐ	৩৭৯৮	কিশমত ঐ	শীতলনন্দরাম	১৸৯ ॥	১৸৯ ॥	১৸১০	৩ ॥/ ৭ ॥	ঐ
ঐ	ঐ	৩৭৯৯	কিশমত ঐ	রামসুন্দর ভগীরথ... ...	৪ ॥২ ।	৪ ॥২ ।	৫/ ৬৸	৯ ॥/ ৯	ঐ
ঐ	ঐ	৩৮৬৬	কিশমত বারোবাজার পং শাহাউজিয়াল ওগয়রহ	প্রাণনাথ মৌলিক মুং গোলাম গওছমোল্লা	২ ।/১১	২ ।/১০	০	২ ।/১০	ঐ
ঐ	ঐ	৩৮৬৭	কিশমত ঐ	সৃষ্টিধর দালাল মুং মির নছিমদ্দী	৸/৬	৸/৬	০	৸/৬	ঐ
ঐ	ঐ	৩৯৪৯	কিশমত মাদিয়া ও ভেটকীয়া রঘুরামপুর পরগনে এয়াদপুর...	কালীচরণ সাহা	১ ।৶৬	১ ।৶৬	০	৬১ ।৶	ঐ

শ্রেণীর নম্বর	মহালের প্রকার	তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মালেকের নাম	সদর জমা	বাকী লাং ফা লুগুণ সন ১২ ৫৪ সাল	বকয়া বাকী	একুন বাকী	কৈং
১	এস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল	৩৯৮৭	কিশমত কামালপুর বিলহরিনা পরগনে ঐ ...	মোহনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১২॥০	১০৲	০	১০৲	ঐ
ঐ	ঐ	৪০০১	কিশমত রামনগর পং খলিসখালী	রামকুমার বসু...	২৶	২৶	০	২৶	ঐ
ঐ	ঐ	৪০০১৭	কিশমত চালকীডাঙ্গা পং এমাদপুর	নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়... ...	৩৫॥৶৩৸	২২৸৵৪৸	০	২২৸৵৪৸	ঐ
ঐ	ঐ	৪০২৬	কিশমত ভৈরবনদী লক্ষতালতলা ওগয়রহ পং হোগলা	বিবিবারবরা সেরাজন বেলি সাহেব	॥/৯	॥/৯	০	॥/৯	ঐ
ঐ	ঐ	৪০৪০	কিশমত কাইটপাড়া পং মলই	মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নীলাম খরিদার	৮৯৲৩	৩৲৯	০	৩৲৯	ঐ
ঐ	ঐ	৪০৫০	কিশমত সেখহাটী পং ইসফপুর	যাদবচন্দ্র রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র রায়...	১২৬৸৫	৮০৲	০	৮০৲	ঐ
ঐ	ঐ	৪০৫৭	কিশমত আড়পাড়া মুজাপুর দিগর পর গনে ইসফপুর	দেবকুমার বসুদিগর	৪১ ৷৶৫	৩৪৲	১৫৫৸৬	১৮৯৸৬	ঐ
ঐ	ঐ	৪০৬৩	কিশমত জুগীপাড়া পং মামুদসাহী	পার্ব্বতীচরণ মিত্র	১৪৸৶৫	১৪৸৶৫	১৪৸৶৫	২৯৸৵১০	ঐ
২	এস্তমুরারি জমা ধার্য্য না হওয়া মহাল	০	কিং লক্ষারের বেড মোং সুন্দরবন	ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ	৫৫০৸/৯	৪৭৪৲	০	৪৭৪৲	ঐ
৪	এস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল	২২৬	পরগনে রামচন্দ্রপুর ...	কাশীনাথ রায় ওগয়রহ ...	১৮৪৫৪৵৪	৬২১০৬ ৷/১॥	০	৬২১০৬ ৷/১॥	জেলা চব্বিশপরগনার শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের বর্ত্তমান সনের ২৯ ফেব্রুআরি ও ২৯ মার্চ তারিখের রুবকারী মোতাবেক কিং পং মামুদআমিনপুর ওগয়রহের ॥৶ আনা রকমের নাবালগ জমীদার যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় ওগয়রহ জমিদারীর ইজারদার রায় বৈকুণ্ঠনাথ ও মথুরানাথ কৃষ্ণনাথ ও প্রিয়নাথ চৌধুরীর দেনা বাকী মবলক মজকুর আদায় কারণ এই মহালের ।০ আনা রকম নীলাম বিক্রী হইবেক ইতি।

C. D. RUSSELL, *Collector.*

এজেলানামা কাছারী কালেক্টরী জেলা বর্দ্ধমান।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৫ সালের প্রথম আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই জেলার নীচের লিখিত মহালাত সরকারের বাকী রাজস্বের টাকা আদায় কারণ সন ১৮৪৮ সালের ২৪ আপ্রিল মোং সন ১২৫৫ সাল ১৩ বৈশাখ সোমবার দিবা দুই প্রহর কালীন এই কাছারীতে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ সাল তাং ৬ আপ্রিল।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জিলার তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম ও পরগনা	তৌজির লিখিত মালিকের নাম	সদর জমা কোম্পানি	সন ১২৫৪ সালের লাং ফাল্গুণ সন ১৮৪৮সালের লাং ফেব্রুআরির বাকী	মন্তব্য কথা
১ নং	১ শ্রেণী ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল	১১০২ নং	আঃ পালিতপুর দীং পঃ বর্দ্ধমান… … …	দুখু খাঁ … … … … …	৪ ।৶৮	৪ ।৶৮	০
২ নং	ঐ	১১৭০ নং	আঃ মাজখাড়া পঃ আজমত সাহি … … …	নুরমহামুদ দীং … … … …	৯৲৩	৯৲৩	০
৩ নং	ঐ	১২৭৯ নং	আঃ নাবেজ্ঞা দীং পঃ মনোহরসাহি … … …	গোলামএছমাইল ও গোলাম মকদুম ও গোলাম আম্বিয়া ও মির ওয়াছক আলীর ওয়ারিস গোওহর আলী ও নোতফননেছা বিবি ও মরিএমনেছা বিবি	২৯৬৲৪	১১৩৸৶	এই মহাল বাটওয়ারার অধীনে আছে গোলাম এছমাইল ও গোলাম মকদুম ও গোলাম আম্বিয়া ও মির ওয়াছফ আলীর ওয়ারিস গোওহর আলীর হিস্যা ঐ খামার মধ্যে নিজ নারেঙ্গা ও মঙ্গল কোটের মুছলম মুদীয়ানের রকম ⁄ আনা মহালের ঐ বাকী আদায় না হওয়াতে ১৮১৪ সালের ১১ আইনের ৩৩ ধারার হুকুমমতে উহারদিগের হিস্যা নীলাম হইবেক। নোতফন নেছা বিবির ও মোরিয়ননেছা বিবির হিস্যা মৌজা মুদীয়ানের রকম৸৶ আনার বাকী বেবাক আদায় হইয়াছে।
৪ নং	ঐ	১৯৩৬ নং	আঃ বিরামপুর পঃ ঐ …	হরিসর … … … … …	৩ ॥৶৯	৩ ॥৶৯	
৫ নং	ঐ	১৯৫৭ নং	আঃ চকখাজি পঃ ঐ …	সৈএদ আবদুল্লা ও গোলাম মুস্তফা … …	৯ ॥৶২	৪ ॥৶২	
৬ নং	ঐ	২০৪২ নং	আঃ পালটী দীং পঃ ঐ …	মহামুদ অজহর চৌধুরী … … …	৫৸১১	৫৸১১	
৭ নং	ঐ	২৯৪০ নং	চরঘোষহাট পঃ ইন্দ্রাণী…	শ্রীযুত মহারাজা মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর …	৬ ।৶৩	৬ ।৶৩	০
৮ নং	ঐ	৩২২৫ নং	মামুক দীং পঃ আজমচসাহী	খোন্দকার বসিরদ্দীন … … …	৮৵/১১	৮৵/১১	০
৯ নং	ঐ	৩২৪২ নং	টাইপাট পঃ মণ্ডলঘাট …	কামেশ্বর দেবভরথী … … …	৩১৸৶৮	১৫৸৶৮	০
১০ নং	ঐ	৩৩২৭ নং	চরবোলিয়া দীং ওরফে বিল্যাপুর পঃ মনোহরসাহি	শ্রীযুত মহারাজা মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর …	৪৪ ॥৶৫	২২ ॥৶৫	০
১১ নং	২ শ্রেণী ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য না হওয়া মহাল	৩৬৩৮ নং	পানাগড় পঃ সেলামপুর	অজিতলাল গোস্বামী … … …	২৮৲	৮৲	০
১২ নং	ঐ	১৩২৯ নং খাস	বানানি দীং পঃ সেরগড়	হরিপ্রসাদ নাএক … … … …	৫ ॥৶১১	৫ ॥৶১১	০

নম্বর	নাম বাকীদার যাহার জায়দাদ নীলাম হইবেক	তপসীল জায়দাদ	বাকী ।০	কৈফিয়ৎ যে নিমিত্তে বিক্রয় হয়
০	৺ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ও হীরানন্দ মুখোপাধ্যায়	চৌকী জাহানাবাদ দাখিল জাহানাবাদ পরগনার সাকীম তাজপুর ও আনর রঘুনাথপুরের দেশদায়ানের মধ্যে ৺ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের জায়দাদ ভোলানাথ ভট্টাচার্য্যের রসুইশালার দক্ষিণ ঐ ভট্টাচার্য্যের রাস্তাদি বাটীর পূর্ব্বে কার্ত্তিক ভট্টাচার্য্যের পতিত ভিটার উত্তর রামধন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির উঠানের পশ্চিম এই চতুঃসীমার মধ্যে লাখেরাজ বাস্তু আন্দাজি /১॥ কাটা মায় ঐ বাস্তুর পূর্ব্ব দ্বারি ঘর মায় সাজ ও কপাট। ১ দফা। শ্রী হীরানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জায়দাদ। রাজেশ্বরী ঠাকুরাণীর দক্ষিণ দ্বারি ঘরের দক্ষিণ ঐ রাজেশ্বরীর বাড়ির উঠানের পশ্চিম ঐ রাজেশ্বরীর জলছবির উত্তর কার্ত্তিক ভট্টাচার্য্যের পতিত ভিটার পূর্ব্ব এই চতুঃসীমার মধ্যে বাস্তু আন্দাজী /১॥ কাটা মায় ঐ বাস্তুর বাঙ্গলা ঘর মায় সাজ ও কপাট। ১ দফা। ――― ২ দফা।	৪৬৷৹	জেলা হুগলির শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের গত সনের ৪ সেপ্টেম্বরের রোবকারি জেলা মেদিনীপুরের ডিপুটী কালেক্টর শ্রীযুত চারলেস পীটর কেম্পর সাহেবের ৬ সেপ্টেম্বরের হুকুমযুক্তে ১৩১৩ নং বাজেআপ্তি ধর্ম্মপুরের তহসীলদারানের জায়দাদ জাহানাবাদে থাকা বিধায় প্রথম নীলামী খরিদার নীলামে খরিদ করিয়া বায়না দাখিল করিয়া মূল্যের টাকা দাখিল না করা হেতুতে ছানি নীলামে বিক্রয় হইবেক।
	৬ শ্রেণী বাকী মালগুজারি যেরূপে আদায় হয় সেইরূপে আদায় করণের দাওয়ার নিমিত্তে বিক্রী হওয়া মহাল	সেরগড় পরগনার কোন্দাগ্রামে তাঁতি পুষ্করিণী লাখেরাজ আন্দাজী ৫/ বিঘা ১ দফা।	বামাসুন্দরী দেব্যা ১২৸৶৬	খাস ২৭২ নম্বরের বন্দবোস্তগ্রহীতা বামাসুন্দরী দেব্যার জিম্মার সন ১২৫৩ সালের বকেয়া বাকী আদায় কারণ দেনাদারের এই জায়দাদ হুজুরের সন হালের ২৮ জানুআরি ও ৬ এপ্রেল তারিখের হুকুমমতে বিক্রয় হইবেক এই জায়দাদ নাজিরের দ্বারা তদারক ও ক্রোক হইয়াছে ইতি।

G. G. Mackintosh, *Offg. Collector.*

এস্তালানামা কাছারী কালেক্টরী জেলা বাকরগঞ্জ।

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৫ ইংরেজির ১ প্রথম আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নীচের লিখিত মহালাত সন ১২৫৪ বাঙ্গলার লাগায়ত কিস্তী ফাল্গুণের পাওনা বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য যে দাওয়া চলিত আইনক্রমে বাকী মালগুজারির ন্যায় আদায় করার হুকুম আছে তাহার নিমিত্তক সন ১৮৪৮ সালের ২৬ মাহে আপ্রিল মোতাবেক সন ১২৫৫ বাং ১৫ মাহে বৈশাখ রোজ বুধবার এই কালেক্টরি কাছারীতে বিনাওজরে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ ইং তারিখ ২৯ মার্চ মোং সন ১২৫৪ বাঙ্গলা তারিখ ১৭ চৈত্র।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জেলার তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখিত মালিক	সদর জমা কোম্পানি	বাকি লাগায়ত কিস্তী ফাল্গুণ সন ১২৫৪ বাং	মন্তব্য কথা
১	এস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল	৬৯৪	খারিজা পরগনে বাঙ্গবোড়া জয়রাম দাস তালুক	জয়রাম দাস	১ ৷৶৬	১ ৷৶৬	যোল আনা মহাল নীলাম বিক্রয় হইবেক
ঐ	ঐ	১০১৯	খারিজা পরগনে ঐ রামগোপাল সেন তালুক হিস্যে কাশীনাথ সেন	কাশীনাথ সেন	৬৸৶৫	৬৸৶৫	ঐ
ঐ	ঐ	১৬৪০	খারিজা পরগনে রোজ বগওমেদপুর রামরত্ন চাটুয্যা তালুক	জয়চন্দ্র মুখয্যা	৪৬২ ৷৶ ॥	২৪২৸৶৩	ঐ
ঐ	ঐ	৩২৮৪	খারিজা পরগনে সাহাজাদপুর রামদেব চক্রবর্ত্তী তালুক	ভৈরবচন্দ্র গুহ	৬ ৷৵৫	৬ ৷৵৫	ঐ
ঐ	ঐ	৩৭৪৮	খারিজা পরগনে শ্রীরামপুর রামচন্দ্র গুপ্ত তালুক	রামচন্দ্র গুপ্ত	৩৭৸৶ ৪	২২৲	ঐ
৪	অন্য মাহলের বাবতে পাওনা বাকী মাল গুজারি নিমিত্তে যে মহাল নিলাম হয় তাহা।	০	থানে নলছিটী পং সেলেমাবাদ ওগয়রহ হিস্যে ১৩।– ক্রান্ত জমিদারি শ্রীযুতা রাজমণি চৌধুরাণী গয়রহ মধ্যে বহরমপুর ও বারইকরন তালুক লক্ষ্মীনারায়ণ রায় হক নবকৃষ্ণ রায় ও কৃষ্ণমঙ্গল রায় নিলাম খরিদ জগচ্চন্দ্র কর জামিনদার	জগচ্চন্দ্র কর জামিনদার	৩১ ॥৭ ॥	খাজানা ৫১ ।১০ মালিকানা ৫ ॥৶২ ॥ ——— ৫৭৲ ॥	নং ১১১ পং সেলেমাবাদ চরকদমতলা ইজারা রাজকুমার রায় এই মহালের সন ১২৫৪ বাং লাং কিস্তী ফাল্গুণের খাজানা মায় মালিকানা মং ৫৭৲ ॥ পাই বাকি আদায় নিমিত্তে ৪ ঘরের লিখিত জামিনদার মধ্যে জগচ্চন্দ্র কর জামিনদারের যে হক বিক্রয় হইবেক. ইতি।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	জেলার তৌজিতে মহালের নম্বর	মহালের নাম	মহালের লিখিত মালিক	সদর জমা কোম্পানি	বাকী লাগায়ত কিস্তী ফাল্গুণ সন ১২৫৪ বাং	মন্তব্য কথা
৪	অন্য মহালের বাবতে পাওনা বাকী মাল গুজারি নিমিত্তে যে মহাল নিলাম হয় তাহা।	০	থানে নলছিটী পরগনে সেলেমাবাদ হিস্যে ১৩ গণ্ডা জমিদারি রাজনারায়ণ রায় চৌধুরী ও হিস্যে ১৩ গণ্ডা গঙ্গানারায়ণ রায় চৌধুরী মোতালকে তালুক প্রাণনাথ সেন হিং ॥০ আনা রাজকৃষ্ণ সেন মধ্যে ও শত তালুক কালীপ্রসাদ সেন কিং কেফায়েত নগর দখীলকার কালীপ্রসাদ সেন একরার দেহেন্দা	কালীপ্রসাদ সেন জামিনদার	১৩৲	খাজানা ১৮৲ মালিকানা ২৲ ——— ২০৲	নং ১১৪ পং সেলেমাবাদ চর চাড়াখালি ইজারা কালীপ্রসাদ সেন ও শিবশঙ্কর দাস এই মহালের লাং ফাল্গুণের খাজানা সায় মালিকানা মং ২০ টাকা বাকী আদায় নিমিত্তে ৪ ঘরের লিখিত জায়দাদ মধ্যে কালীপ্রসাদ সেন জামিনদারের যে হক বিক্রয় হইবেক ইতি।

F. E. READ, *Collector.*

ইস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরি জেলা ভাগলপুর।

সন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ দফার মতে ইস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে জেলা ভাগলপুরের অধীন নীচের লিখিত মহাল সকল যাহার সরকারী বাকী রাজস্ব সন ১৮৪৮ সালের ২৮ মার্চপর্য্যন্ত দাখিল হওয়া উচিত ছিল তাহা বর্ত্তমান সনের ২৫ আপ্রেল মঙ্গলবার দিবস ভাগলপুর জেলার কালেক্টরির কাছরিতে নীলাম করা যাইবেক।

নম্বরের শ্রেণী	মহালের শ্রেণী	রেজষ্টরের নম্বর	মহালের নাম	মালিকের নাম	সদর জমা	সন ১৮৪৮ সালের ফেব্রুআরি লাং বাকী	মন্তব্য কথা
২	ইস্তেমুরারি জমা ধার্য্য না হওয়া মহাল	৪৫	থানা উধুনের নালা পং কাঁকজোল	লাডুবেগম	১২৫৻৬	৫০৷৹	বন্দোবস্তী বস্তু নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	৭১	মোং রেজপুর পং ঐ	উমানাথ শর্ম্মা	৩৩৸৶৬	১৬৸৶৬	ঐ।
	ঘাটওয়ালি মহাল						
ঐ	ঐ	৩২	ঘাট দমকা তপ্পে বেলপাতা	রতন রায় ঘাটওয়াল	৫১১ ৷৵	১৭৬/৮	ঐ।
ঐ	ঐ	২৯৯	ঘাট পেথনা পং জমনি	খূদী রায় ঘাটওয়াল	৩২০/২	১৬৻২	ঐ।

তারিখ ৩১ মার্চ সন ১৮৪৮। ইঙ্গরেজী

PIERCE TAYLOR, *Collector.*

সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারামতে জেলা নদীয়ার কালেক্টরির মহালাত বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্তে সন ১৮৪৮ সালের ২৯ আপ্রিল মোং সন ১২৫৫ সালের ১৮ বৈশাখ রোজ শনিবার জেলা নদীয়ার কালেক্টরির কাছারিতে হজুরের অর্থাৎ শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের সমক্ষে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ও বিক্রী হইবেক ইতি সন ১৮৪৮ সাল তারিখ ৭ আপ্রিল।

শ্রেণীর নম্বর	মহালের শ্রেণী	নম্বর রেজিষ্টরি	নাম মহাল	নাম তালুকদার	সদর জমা	রকম বিক্রী	বাকী টাকার সংখ্যা	কৈঃ
১	দশসালা দা এমী মহাল	২১৫	গোগাঁ	গোপীনাথ রায়	সিক্কা ৩৬২১ ।৶১২। কাত কোং ৩৮৬২৸৭	॥০ আনা	সন ১৮৪৮ সালের লা২ ফেব্রুআরি তলবের খাজানা মায় সুদ কোং ৬২১০৬ ৴১॥	জেলা ২৪ পরগনার শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের সন হালের ২৯ ফেব্রুআরি ও ২৯ মার্চ তারিখের রোবকারীর মর্ম্মানুসারে নাবালগ জমীদার যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় দিগরের ইস্টেট কোং পং মামুদআমীলপুর ওগয়রহের রকম ॥৶ আনার সদর ইজারদার রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী ওগয়রহ লিখিত বাকী আদায় না করায় উহারদিগের জামীনীর আবদ্ধীয় এই দুই দফা জায়দাদ নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	১৮	আচড়া	কমলনাথ রায় ওগয়রহ ...	৫১৬১ ॥৶১১ কাত কোং ৫৫০৫৸৩	ঐ		
ঐ	ঐ	৬৫৫	ডিহি সা দিপুর	রত্নেশ্বর মিত্র ওগয়রহ ...	কোম্পানি ১৮২৬৩৸৯	৶০ আনা	সন ১২৫৪ সালের লা২ ফাল্গুণ তলবের বাকী ৩৩৬১ ॥৴৭	জেলা ২৪ পরগনার শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের সন হালের ৬ মার্চ তারিখের রোবকারীর মর্ম্মানুসারে এবং অত্র স্থলের কাগজাত দৃষ্টে উক্ত জেলার ডিহি মাথুর ওগয়রহের ইজারদার ভগবানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বাকী আদায় না করায় ইজারদার মজকুরের জামীনীর আবদ্ধীয় এই জায়দাদ নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	২৪৩	ডিহি হা তিছানা	ডোমন সিংহ রায় ও শান্তিরাম রায় ও রঘুনাথ ও চন্দ্রমোহন ও কেশবচন্দ্র ও মাধবচন্দ্র ও নরেন্দ্রচন্দ্র ও বেহারিলাল ও দামোদর ও সর্ব্বচন্দ্র ও ঈশান চন্দ্র রায় ওগয়রহ এজমালী তালুকদারান।	কোং ৯৫৯৪ ॥৴৫	লিখিত সদর জমার মধ্যে জামীনদার চন্দ্রমোহন রায়ের নিজ অংশের মধ্যে ৪০০৲ টাকা সদর জমা নীলাম হইবেক।	লা২ ফাল্গুণ তলবের বাকী ১১৯৭৸৯/১	শ্রীযুত মহারাজা শ্রীশচন্দ্র বাহাদুরের অনিদ্ধ লাখরাজ বাজেআপ্তী মহাল সাহেব নগরের ইজারদার রামচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত বাকী আদায় না করায় জামীনীর এই আবদ্ধীয় জায়দাদ নীলাম হইবেক। D. J. MONEY, *Collector.*

SALT. নিমক।

মাসকাবারী হিসাব মৌজুদ নেমক মাঞ্জ ৪ পরসেন্ট গোলাস্তক্তি বাবৎ লাগাদ ৩১ মার্চ ১৮৪৮ সাল প্রত্যেক এজেন্সীর ও খালিখার নমকের গোলাজাতের মৌজুদ নমকের মৌজুদ নমক বিঃ গত ইষ্টেটমেণ্ট।

এজেন্সীর নাম	সন ১২৫০ সাল মতাবকে ইং ১৮৪৩। ৪৪ সাল	সন ১২৫১ সাল মতাবকে ইং ১৮৪৪। ৪৫ সাল	সন ১২৫২ সাল মতাবকে ইং ১৮৪৫। ৪৬ সাল	সন ১২৫৩ সাল মতাবকে ইং ১৮৪৬। ৪৭ সাল	সন ১২৫৪ সাল মতাবকে ইং ১৮৪৭। ৪৮ সাল	মৌজুদ নমকের একুন।
হিজলী।						
দক্ষিণ কালীনগর।	১১;১৪,৭৬০/	২,৭৯,৯৭৪/	৩,৮২,৫০৭৸৹	১,৬৫,১৪৩/	১৯,১৯৭/	১২;৬১,৫৮১৸০
ঐ ঐ কৃষ্ণনগর।	২২,০৬২৸০	০	০	০	৯,৫৫২/	৩১,৬১৪৸০
ঐ ঐ তেরপাইকা।	২,২০,৫৫৯/	১৮,০৪১/	৮৫,৫৩৩/	৫,১৯৭/	২১,২৪৫/	৩,৫০,৫৭৫/
ঐ ঐ রামনগর।	০	০	০	৩২,৫০৭/	১৩,৫৯২/	৪৬,০৯৯/
গাছা নমক।	২৮,৫৮৩ ॥০	০	০	০	০	২৮,৫৮৩ ॥০
একুন।	১৩,৮৫,৯৬৫ ।০	২,৯৮,০১৫/	৪,৬৮,০৪০৸০	২,০২,৮৪৭/	৬৩,৫৮৬/	২৪,১৮,৪৫৪/
তমলুক।						
পাঙ্গা নেমক। ঘাট নারায়ণপুর।	০	৩৩,৪২৩/৫	১,৩৫,৮৪৪/৭	৪,১৩,৩৬৪ ।০	০	৫,৮২,৬৩১ ॥২
ক্রোকী নেমক।	০	০	০	০	০	১০১ ।১ ॥১০
একুন।	০	৩৩,৪২৩/৫	১,৩৫,৮৪৪/৭	৪,১৩,৩৬৪ ।০	০	৫,৮২,৭৩২ ৸৩ ॥১০
২৪ পরগনা।						
পাঙ্গা নেমক ঘাট নারায়ণপুর বাহিরবুনি।	০	০	২,৫৭১/	২৮,২৬২/	০	৩০,৮৩৩/
ঐ ঐ ঐ তাফাল।	৬,৪৫৪/	৫৪,৩৫২৸০	২,৬৫,৮০৩ ॥০	২২,৯৫৭/	০	৩,৪৯,৫৬৭ ।০
ঐ ঐ বালিয়া ঘাটা।	০	০	১৫০ ।৫	০	০	১৫০ ।৫
ঐ ঐ বেঁওতা।	০	০	০	০	০	০
ঐ ঐ গোরদা।	০	০	৫৩৩ ॥০	০	০	৫৩৩ ॥০
ঐ ঐ ডাইমণ্ডহারবর।	০	০	১৬,১৭০/	৪৬,০৪১/	০	৬২,২১১/
ঐ ঐ বাগুন্ডী।	০	০	০	১,৬৭,৩৭২/	০	১,৬৭,৩৭২/
শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেবের পহিলা রকম।	০	০	০	০	০	০
ঐ ঐ মিশ্রিত।	৪,৬২৮ ।০	৫,৭৯২ ॥০	২,৮০৭/	১১,৮০৩/৫	০	২৫,০৩০৸৫
ঐ ঐ মিশ্রিত পাঙ্গা।	০	০	০	০	০	১,১১১/
ঐ ঐ মিশ্রিত ইংলিস।	০	০	০	০	০	৫,৫৭৩/
একুন।	১১,০৮২ ।০	৬০,১৪৫ ।০	২,৮৮,০৩৫ ।৫	২,৭৬,৪৩৫/৫	০	৬,৪২,৩৮২/

এজেন্সীর নাম।	সন ১২৪০ সাল মতাবকে ইং ১৮৪৩। ৪৪ সাল	সন ১২৫১ সাল মতাবকে ইং ১৮৪৪। ৪৫ সাল	সন ১২৫২ সাল মতাবকে ইং ১৮৪৫। ৪৬ সাল	সন ১৮৫৩ সাল মতাবকে ইং ১৮৪৬। ৪৭ সাল	১২৫৪ সাল মতাবকে ইং ১৮৪৭। ৪৮ সাল	মৌজুদ নমকের একুন
চট্টগ্রাম।						
পাঙ্গা নমক নেজামপুর ঘাট ডোমখালি।	১,৫৭,৬০২৸৫	১,০৯,৭২৪ ॥৫	০	০	০	২,৬৭,৩২৭ ॥০
ঐ সদর ঘাট।	০	০	০	১,৫৯,২১০ ॥৭	০	১,৫৯,২১০ ॥৭
ঐ আরাকান।	০	১,১২,৫৭৫ ।৯	১,৭৯,১৬৯ ।০	৪,১৮,৪৭২৸৫	৭৪/৩	৭,১০,২১৭ ॥৪
ক্রোকি নেমক।	০	০	০	০	০	৭৪/৩
একুন।	১,৫৭,৬০২৸৫	২,২২,৩০০/৪	১,৭৯,১৬৯ ।০	৫,৭৭,৬৮৩ ॥২	৭৪/৩	১১,৩৬,৮২৯৸৪
ভুলুয়া।						
পাঙ্গা ঘাট কাঁকড়া আরাকিন।	০	০	৯৭,১২৪৸০	০	০	৯৭,১২৪৸০
ক্রোকি নেমক।	০	০	০	০	০	০
একুন।	০	০	৯৭,১২৪৸০	০	০	৯৭,১২৪৸০
শালিখা।						
পাঙ্গা নেমক কটক।	১,৪০,০৯৮৸০	৩,০০,৬৬৬ ॥০	১,৭৯,৬২২/	১,৪৮,২৫৩৸০	০	৭,৬৮,৬৪১/
ঐ বালেশ্বর।	০	০	০	৭২,৪৫১/৭	০	৭২,৪৫১/৭
ঐ খোরদা।	০	৯,৯৩১ ॥০	৩৬,০০৯/	৩৪,৮৮৩৸৩	০	৮০,৮২৪ ।৩
ঐ চিলকা।	১,৯৫,১৭৬/	১,০০,২২২৸৫	৪৪,৪১৫/	৩৩,৩৮৪/	০	৩,৭৩,১৯৭৸৫
করকচ নেমক মান্দ্রাজ পরমিট ১ পহিলা রকম।	৩,০৮২ ॥০	১,৬৭৯/	১৭,৯৯২/	১,৯৭৪/	০	২৪,৭২৭ ॥০
ঐ ঐ ২ দোসরা রকম।	২,৮২,০৭৪/	২,৪৭,৪৪৫৸০	৭৭,১০৮/	২,১৯৬/	০	৬,০৮,৮২৩৸০
ঐ ঐ ৩ তেসরা রকম।	৪৮/	০	০	০	০	৪৮/
মিশ্রিত পাঙ্গা।	০	০	০	০	০	০
ক্রোকি করকচ।	০	০	০	০	০	০
ক্রোকি সৈন্ধব।	০	০	০	০	০	০
ক্রোকি নেমক।	০	০	০	০	০	০
মোট	৬,২০,৪৭৯ ।০	৬,৫৯,৯৪৫ ॥৫	৩,৫৫,১৪৬/	২,৯৩,১৪২৸০	০	১৯,২৮,৭১৩ ॥৫
পাঙ্গা ঘাট কৈফিয়ৎ। আরাকিন।	০	০	০	১,১৯,৬৭২/	৬৫,৬৭৫/	১,৮৫,৩৪৭/
একুন	০	০	০	১,১৯,৬৭২/	৬৫,৬৭৫/	১,৮৫,৩৪৭/
মোট একুন।	২,১৭৫,১২৯ ॥৫	১২,৭৩,৮২৯/৪	১৫,২৩,৩৬০ ।২	১৮,৮৩,১৪৪ ॥৭	১,২৯,৩৩৫/৩	৬৯,৯১,৫৮৪/২ ॥১০

সি বীডন। একটিং সেক্রেটারী।

INSOLVENT COURT. যোত্রহীনেরদের আদালত।

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

NOTICE is hereby given, that by an order of the said Court, bearing date the fourth day of April instant, the matters of the Petition of OSWALD WOOD, of the Town of Calcutta, at Fort William, in Bengal, late a Clerk in the Office of the Railway Company in Calcutta, and late a prisoner confined in the Common Gaol of Calcutta, seeking the benefit of the Act of the ninth year of the Reign of his late Majesty George the Fourth, entitled an Act to provide for the Relief of Insolvent Debtors in the East Indies, are appointed to be heard in the said Court, on Saturday, the third day of June next.

The names of the Creditors of the said OSWALD WOOD now appear in a Schedule filed with his said petition in the Office of the Chief Clerk of the said Court, to which any Creditor may refer.

MOLLOY, MACKINTOSH and POE, *Attornies for the Insolvent.*

Calcutta, 12th April, 1848.

শহর কলিকাতার অক্ষম ঋণিরদিগের পরিত্রাণার্থ আদালত।

পূর্ব্বে কলিকাতা নগরের রেলওএ কোম্পানির দপ্তরখানায় কেরাণী বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের কলিকাতা নগরনিবাসি অসওয়াল্ড উড সাহেব সম্প্রতি কলিকাতার সাধারণ জেলখানায় কয়েদ হইয়া ভারতবর্ষের যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ আইননামক মৃত চতুর্থ জর্জ রাজার অধিকারের নবম বৎসরের আইন দ্বারা উপকার প্রার্থনা করিতেছেন অতএব ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ৪ তারিখে উক্ত আদালতে হুকুম হইল যে তাঁহার দরখাস্তের মর্ম্ম আগামি জুন মাসের ৩ তারিখ শনিবারে উক্ত আদালতে শুনা যায়।

উক্ত অসওয়াল্ড উড সাহেবের মহাজনেরদের নাম তফসীলে লিখিত হইয়া তাঁহার উক্ত দরখাস্ত সহিত উক্ত আদালতের প্রধান ক্লার্ক সাহেবের সিরিশ্তায় দাখিল হইয়াছে মহাজনেরা তাহা দেখিতে পারেন।

মলয় ও মাকিন্টশ ও পো। যোত্রহীনের উকীল।

কলিকাতা। ১৮৪৮। ১২ আপ্রিল।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENT. সাধারণ ব্যক্তিরদের ইশ্তিহার।

রিসিবর আফিস সুপ্রিম কোর্ট।

জমীদারি ইজারা।

দ্বারকানাথ ঠাকুরদিগর। বাদী।
রাণী ইন্দ্রাণী দেবী ও আনন্দচন্দ্র ঘোষ। প্রতিবাদী।

ওরিবাইবেট সুট।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ২২ আপ্রিল শনিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত উইলিএম মেকফর্সন সাহেব তাঁহার আফিসে নীচের লিখিত জমীদারির ইজারার ডাক লইবেন ও যে২ নিয়মে ইজারা দেওয়া যাইবেক তৎকালীন ব্যক্ত করিবেন যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন ঐ সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন।

জেলা হুগলি মোতালক পরগনা মণ্ডলঘাটের উক্ত প্রতিবাদিনী রাণী ইন্দ্রাণী দেবীর অংশ রকম নয় আনা বার গণ্ডা ও ঐ পরগনার উক্ত প্রতিবাদী আনন্দচন্দ্র ঘোষের অংশ রকম তিন আনা চারি গণ্ডা একুনে বার আনা ষোল গণ্ডা। ৮১৬

আর২ বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন ইতি।

রিসিবর আফিস কোর্ট হৌস।
তারিখ ৮ আপ্রিল ১৮৪৮ সাল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৮। ১৮ আপ্রিল।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জান কাশমন সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট্

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, APRIL 25, 1848.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৮ সাল ২৫ আপ্রিল।

DRAFT OF ACT.

FORT WILLIAM,
HOME DEPARTMENT,
LEGISLATIVE,
THE 15TH APRIL, 1848.

Resolution.—The following Act is brought up before the Legislative Council this day, The Right Honourable the Governor General in Council being desirous that no time should be lost in passing the Act, Resolved, that the Rule requiring a previous publication of two months or three months before the passing of any Act of the Government of India be suspended in respect to the following proposed Act, and that it be re-considered at the first Legislative Meeting after the 15th of May next.

FORT WILLIAM,
HOME DEPARTMENT,
LEGISLATIVE,
THE 15TH APRIL, 1848.

The following Draft of a proposed Act was read in Council for the first time on the 15th April, 1848.

ACT No. —— OF 1848.

An Act for better defining the jurisdiction of the Calcutta Court of Commissioners for the Recovery of Small Debts.

Whereas by a Statute passed in the 39th year of the reign of His late Majesty King George the Third, intituled "An Act for establishing further "Regulations for the Government of the Bri-"tish Territories in India and the better Adminis-"tration of Justice within the same," it was enacted that it should be lawful for the Governor General and Council of Fort William for the time being to order and appoint in what manner the Court of Requests of the Settlement of Fort William should in future be formed, and to what amount in value

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৫ আপ্রিল।

নির্দ্ধারণ।—নীচের লিখিত আইন ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে অদ্য উপস্থিত করা গেল শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইচ্ছা করেন্ যে এই আইন জারী করণ বিষয়ে বিলম্ব না হয় অতএব নির্দ্ধারণ হইল যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কোন আইন জারী হওনের পূর্ব্বে তাহা দুই মাস কিম্বা তিন মাসপর্য্যন্ত প্রকাশ করণের যে বিধান আছে সেই বিধান নীচের লিখিত প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে স্থগিত হয় এবং আগামি মে মাসের ১৫ তারিখের পর ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের প্রথম যে বৈঠক হয় তাহাতে তাহা পুনর্ব্বার বিবেচনা করা যায়।

ফোর্ট উলিয়ম।
দেশীয় ডিপার্টমেণ্ট।
লেজিসলেটিব।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৫ আপ্রিল।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১৫ আপ্রিল তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল —— আক্ট।

অল্প কর্জ আদায় করিবার জন্যে কলিকাতার কমিস্যনরেরদের আদালত অর্থাৎ ছোট আদালতের এলাকা পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে নির্ণয় করণের আইন।

যেহেতুক "ভারতবর্ষে ব্রিটনীয় রাজ্যের শাসনের জন্যে "নূতন নিয়ম স্থাপন করণার্থ এবং ঐ২ দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা "উত্তমরূপে আদালতের কার্য্য নির্বাহার্থ আইন" এই নামবিশিষ্ট মৃত তৃতীয় জর্জ বাদশাহের রাজ্য কালের ৩৯ বৎসরে পার্লিমেণ্টের আইনের দ্বারা হুকুম হইয়াছিল যে ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সেলী পদে যাঁহারা নিযুক্ত হন তাঁহারা উক্ত ফোর্ট উলিয়মের বসতি অর্থাৎ শহর কলিকাতার ছোট আদালত উত্তর কালে যেরূপে সংস্থাপন হইবেক এবং সিক্কা চারি শত টাকা মূল্যের অনধিক যত টাকাপর্য্যন্ত তাহার এলাকা ধার্য্য হইবেক তাহার হুকুম ও নিরূ-

not exceeding the sum of Four Hundred Sicca Rupees the jurisdiction of the same should extend, and to frame and make such new rules and orders, and to establish and declare such new modes and forms of proceeding as to them should appear expedient for new-modelling, altering and reforming the then constitution of the said Court, and by their Proclamation to be made and published in due form of law to notify to all persons concerned such new constitution, rules, orders, modes and forms of proceeding and the time from whence they were to have force and effect : And whereas the then Vice President in Council, with the sanction and approbation of the then Governor General, by his Proclamation bearing date the 18th day of March in the year 1802, did in pursuance of the powers and authorities given by the said Statute, order and direct that the then Court of Requests for the Recovery of Small Debts, and all powers and authorities exercised by it should cease and determine, and that a new Court of Requests for the Recovery of Small Debts, to be composed of three Commissioners and to be called " The Court of Commissioners for the Recovery of Small Debts," should be created in and for the Settlement of Fort William, and should exercise the powers and authorities in the said Proclamation particularly mentioned or referred to, and did by the said Proclamation extend the jurisdiction of the said Court to the sum of One Hundred Sicca Rupees and no more, and did by the said Proclamation give to the said Court full power and authority to make and frame such Rules and Regulations as might be necessary to direct the process and practice of the same, provided that no rule should be made which should be inconsistent with the said Proclamation, and that no rule or order to be framed by the said Court should be in force until the same should have been allowed by the Supreme Court of Judicature, and that the same when so allowed should be printed and published for the information of the public, and did by the said Proclamation order that the Summonses issued by the said Court should be made returnable on Mondays, Wednesdays and Fridays only : And whereas the then Governor General of and for the Presidency of Fort William in Bengal in Council did afterwards by another Proclamation bearing date the 25th day of September in the year 1813, extend the jurisdiction of the said Court to the sum of Two Hundred and Fifty Sicca Rupees and no more: And whereas the then Governor General in and for the Presidency of Fort William aforesaid in Council did afterwards by another Proclamation, bearing date the 29th day of October in the year 1819, order and direct that from and after the First day of December then next ensuing the jurisdiction of the said Court should extend to the sum of Four Hundred Sicca Rupees and no more, and that the Commissioners of the said Court should hold and exercise all powers and authorities theretofore or

পণ করিতে পারেন এবং উক্ত আদালতের তৎকালের মূল নিয়মের নূতন দাঁড়া করণের ও মতান্তর করণের ও সংশোধন করণের জন্যে যে নূতন বিধান ও নিয়ম তাঁহারদের বোধে বিহিত হয় তাহা প্রস্তুত ও নিরূপণ করিতে পারেন এবং কার্য্য নির্ব্বাহের যে নূতন রীতি ও দাঁড়া তাঁহারদের বোধে বিহিত হয় তাহা সংস্থাপন ও প্রকাশ করিতে পারেন এবং আইনের রীত্যনুসারে করা ও প্রকাশহওয়া তাঁহারদের ঘোষণাপত্রের দ্বারা তদ্বিষয়ে লিপ্ত সকল ব্যক্তিকে ঐ নূতন মূল নিয়ম ও বিধান ও হুকুম ও কার্য্য নির্ব্বাহের রীতি ও দাঁড়া ও যে সময়-অবধি তাহা সিদ্ধ ও প্রবল হইবেক তাহা জানাইতে পারেন। এবং যেহেতুক তৎকালের শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে তৎকালের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতি ও অনুমতিক্রমে পার্লিমেণ্টের উক্ত আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা ও শক্ত্যনুসারে ১৮০২ সালের ১৮ মার্চ তারিখের আপনার এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা হুকুম ও নিয়ম করিলেন যে অল্প কর্জ আদায় করণের তৎকালের যে কোর্ট রিকেস্ট অর্থাৎ ছোট আদালত ছিল তাহা এবং ঐ আদালতের সকল ক্ষমতা ও শক্তি শেষ ও নিবৃত্ত হইবেক এবং অল্প কর্জ আদায়ের জন্যে এক নূতন কোর্ট রিকেস্ট ফোর্ট উলিয়মের বসতির মধ্যে ও তন্নিমিত্তে স্থাপন হইবেক এবং তাহাতে তিন জন কমিস্যনর নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার নাম " অল্প কর্জ আদায়ের জন্যে কোর্ট কমিস্যনর" থাকিবেক এবং উক্ত ঘোষণাপত্রে যে শক্তি ও ক্ষমতা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট অথবা উল্লিখিত ছিল ঐ আদালতের সেই শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেক এবং উক্ত ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত আদালতের এলাকা সিক্কা এক শত টাকামাত্রপর্য্যন্ত বিস্তার করিলেন এবং উক্ত ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত আদালতকে আপনার হুকুম ও ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্যে যে২ বিধান ও নিয়ম আবশ্যক বোধ হয় তাহা করিতে ও তাহা সৃষ্টি করিতে সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা দিলেন এবং আরো এই হুকুম করিলেন যে উক্ত ঘোষণাপত্রের অসঙ্গত কোন বিধান করিতে হইবেক না এবং উক্ত আদালত যে বিধান ও হুকুম করেন্ তাহা যাবৎ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা মঞ্জুর না হয় তাবৎ প্রবল হইবেক না এবং ঐ বিধান ও হুকুম সেইরূপ মঞ্জুর হইলে সকল লোকের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে তাহা ছাপা ও প্রকাশ হইবেক এবং উক্ত ঘোষণাপত্রের দ্বারা আরো বিধান করিলেন যে উক্ত আদালতের সমন কেবল সোমবার ও বুধবার ও শুক্রবার দিবসে আদালতে ফিরিয়া দাখিল হইতে পারে। এবং যেহেতুক বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর তৎকালের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮১৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে অন্য এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা তৎপরে উক্ত আদালতের এলাকা সিক্কা আড়াই শত টাকামাত্রপর্য্যন্ত বিস্তার করিলেন। এবং যেহেতুক পূর্ব্বোক্ত ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে ও তাহার জন্যে নিযুক্তহওয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮১৯ সালের ২৯ অক্টোবর তারিখের অন্য এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা তৎপরে এই হুকুম ও নিয়ম করিলেন যে তৎপরের ১ ডিসেম্বর তারিখ-অবধি ও তাহার পর উক্ত আদালতের এলাকা সিক্কা চারি শত টাকামাত্রপর্য্যন্ত বিস্তার হইবেক এবং সিক্কা আড়াই শত টাকা মূল্যপর্য্যন্ত বিষয়ে উক্ত আদালতের যেরূপ সম্পূর্ণ ও প্রচুর শক্তি ও ক্ষমতা পূর্ব্বে বা তৎসময়ে ছিল তত্তুল্য সম্পূর্ণ ও প্রচুররূপে উক্ত কমিস্যনরেরদের আদালতের প্রতি সিক্কা চারি শত টাকা মূল্যের অনধিক কর্জ ও কার্য্য ও দাওয়ার নালিশে যে শক্তি ও ক্ষমতা তাহার পূর্ব্বে অথবা ঐ ঘোষণাপত্রের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল সেই ক্ষমতা তাঁহারা ধার্য্য করিবেন ও সেই শক্ত্যনুসারে কার্য্য করিবেন এবং উক্ত ঘোষণাপত্রের

thereby granted to the said Court of Commissioners in suits for debts, duties or demands, not exceeding the value of Four Hundred Sicca Rupees in as full and ample a manner as the same powers and authorities had theretofore been or were then exercised by the said Court to the amount in value of Sicca Rupees Two Hundred and Fifty, and did by such Proclamation order that Summonses be made returnable on such days as the said Commissioners might lawfully from time to time direct: And whereas the said Court of Commissioners hath exercised jurisdiction over and heard and determined all such matters as it is in and by the said several Proclamations authorized to hear and determine to the extent and amount in the said last Proclamation authorized: And whereas doubts have arisen whether the Governor General in Council had authority by a second Proclamation further to extend the jurisdiction of the said Court, and it is expedient to establish both retrospectively and prospectively the legality of the said last two Proclamations, and of all that has been done or may hereafter be done in pursuance of and in conformity with the same or either of them: And whereas doubts have also arisen whether the powers given to the said Commissioners by the first of the said Proclamations are by the terms of the said third Proclamation effectually extended to the matters over which jurisdiction is thereby declared to be given to the said Court of Commissioners, and it is expedient to remove such doubts: And whereas the Rules, Orders and Regulations for the direction of the process and practice of the said Court which have been established in and by the said Court have not been allowed or published as directed by the said first Proclamation, and it is expedient to ratify and confirm the same notwithstanding such omission: And whereas the said Commissioners have been accustomed to sit separately and to form separate Courts sitting at the same time, and it is also expedient to establish as well prospectively as retrospectively the legality of that practice,—therefore, It is enacted, that all proceedings heretofore had or hereafter to be had in pursuance of and in conformity with the said Proclamations, or any of them by the said Commissioners, or any person or persons acting under their authority shall be deemed to have been and to be valid in law to all intents and purposes whatever and against all persons and bodies corporate whomsoever, and that all the powers and authorities declared to be given to the said Commissioners by the said first Proclamation shall extend to and be exercised in respect of and shall be deemed to have heretofore extended to all matters which in and by the said several Proclamations, or any of them, the said Commissioners were authorized to hear and determine, and that all proceedings heretofore had by any Commissioner or Commissioners whilst sitting apart from the others or other of them or by any person, or persons under his or their au-

দ্বারা হুকুম করিলেন যে যে২ দিবস উক্ত কমিস্যনরেরা সময়ক্রমে আইনানুসারে নিরূপণ করিতে পারেন সেই২ দিবসে উক্ত সমন ফিরিয়া দাখিল করিবার হুকুম হইতে পারে। এবং যেহেতুক উক্ত কোর্ট কমিস্যনরেরা যে সকল বিষয় উক্ত নানা ঘোষণাপত্রের দ্বারা শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা পাইয়াছিলেন এবং ঐ শেষোক্ত ঘোষণাপত্রে যে সীমা ও সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল সেই সীমা-পর্য্যন্ত সেই সকল বিষয়ের উপর উক্ত কোর্ট কমিস্যনরেরা কর্তৃত্ব করিয়াছেন এবং তাহা শুনিয়াছেন ও নিষ্পত্তি করিয়াছেন। এবং যেহেতুক দ্বিতীয় এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত আদালতের এলাকা বিস্তার করিতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা ছিল কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে এবং শেষোক্ত দুই ঘোষণাপত্র এবং তাহার উভয়ের অথবা তাহার কোন একটার অনুসারে ও অনুযায়ি যে২ কর্ম্ম ইহার পূর্ব্বে হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহার আইনসিদ্ধতা পূর্ব্ব কালাবধি ও উত্তর কালের সম্পর্কে সংস্থাপন করা বিহিত বোধ হইয়াছে। এবং যেহেতুক উক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল সেই২ ক্ষমতা উক্ত তৃতীয় ঘোষণাপত্রের কথার দ্বারা যে২ বিষয়ের উপর ঐ তৃতীয় ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত কোর্ট কমিস্যনরদিগকে কর্তৃত্ব দেওয়া গেল সেই২ বিষয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে বিস্তার হইয়াছিল কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে এবং ঐ সন্দেহ নিবৃত্ত করিতে বিহিত বোধ হইয়াছে। এবং যেহেতুক উক্ত আদালতের হুকুম ও ব্যবহারের নিয়ম করণের জন্যে যে বিধান ও হুকুম ও আইন উক্ত আদালতে এবং ঐ আদালতের দ্বারা স্থাপন হইয়াছে তাহা উক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের নিয়মমতে মঞ্জুর হয় নাই কিম্বা প্রকাশ হয় নাই এবং ঐ ত্রুটি হইলেও সেই বিধানপ্রভৃতি প্রবল ও স্থাপন করা বিহিত বোধ হইয়াছে। এবং যেহেতুক উক্ত কমিস্যনরেরা আলাহিদা২ বৈঠক করণের এবং একি কালে ভিন্ন২ আদালত করণের ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন এবং এই ব্যবহারের আইনসিদ্ধতা পূর্ব্ব কালাবধি এবং উত্তর কালের নিমিত্তে সংস্থাপন করা বিহিত বোধ হইয়াছে। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সকল ঘোষণাপত্র বা তাহার কোন একটার অনুযায়ি বা তৎক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বারা অথবা তাঁহারদের ক্ষমতানুসারে কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের দ্বারা যে সকল কার্য্য ইহার পূর্ব্বে হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে এবং সকল ব্যক্তি ও সকল চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের বিরুদ্ধে আইনমতে সিদ্ধ ছিল এবং সিদ্ধ আছে জ্ঞান হইবেক এবং যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা উক্ত কমিস্যনরদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের দ্বারা দেওয়া গিয়াছিল তাহা যে সকল বিষয় উক্ত নানা ঘোষণাপত্র বা তাহার কোন একটার মধ্যে বা তাহার দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল সেই সকল বিষয়ের উপর বিস্তার হইবেক ও আমলে আসিবেক এবং ইহার পূর্ব্বে বিস্তারিত ছিল এমত জ্ঞান হইবেক এবং ইহার পূর্ব্বে কোন কমিস্যনর অথবা কমিস্যনরেরা অন্য কমিস্যনরের বা অন্য কমিস্যনরদিগের-হইতে পৃথক করিয়া বৈঠক করণ সময়ে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন বা তাঁহারদের শক্তিক্রমে কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা করিয়াছিলেন ঐ কমিস্যনরেরা উক্ত কোর্ট রিক্রেক্টের মধ্যে একত্র বৈঠক করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে সেই সকল কার্য্য সর্ব্বতোভাবে এবং সকল ব্যক্তি ও সকল চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের বিরুদ্ধে আইনানুসারে সিদ্ধ ছিল এবং সিদ্ধ আছে এমত জ্ঞান হইবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরা ইহার পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন সেইরূপে ইহার পর সকলে একত্র বা আলাহিদা২ বৈঠক করিতে পারেন এবং একি সময়ে বৈঠককারি এক আদালত

thority, shall be deemed and taken to have been as valid in law to all intents and purposes whatever, and against all persons and bodies corporate whomsoever as if the said Commissioners had been sitting together in the said Court of Requests, and that it shall be lawful for such Commissioners henceforth to sit either all together or apart, and to hold one Court or separate Courts sitting at the same time in like manner as they have been heretofore accustomed to do; and that all rules, orders, forms of procedure, tables of fees now used or established in the said Court shall be deemed to have been from the time of their being first used or established respectively, and to be valid in law to all intents and purposes, notwithstanding the omission to procure the allowance of such of the same as should have been allowed as aforesaid, and notwithstanding the non-publication of such of the same as should have been published as aforesaid, and that all summonses and other process issued by the said Commissioners or any of them, whether issued before or after the passing of this Act, shall be deemed to be valid and effectual in the law on whatsoever day the same shall have been made returnable.

Ordered, that the Draft now read be published for general information.

Ordered, that the said Draft be re-considered at the first meeting of the Legislative Council of India after the 15th day of May, 1848.

G. A. Bushby,
Secy. to the Govt. of India.

কিম্বা স্বতন্ত্র আদালত করিতে পারেন এবং যে২ বিধান ও নিয়ম ও কার্য্য নির্ব্বাহের দাঁড়া ও রসুমের তফসীল উক্ত আদালতে এক্ষণে স্থাপন কিম্বা ব্যবহার আছে সেই সকল বিধানপ্রভৃতি প্রথম ব্যবহার ও সংস্থাপন হওনাবধি সর্ব্বতোভাবে আইনানুসারে সিদ্ধ ছিল এবং সিদ্ধ আছে এমত জ্ঞান হইবেক এবং তাহার মধ্যে যে২ বিধানপ্রভৃতি মঞ্জুর করাওনের আবশ্যক ছিল সেইরূপ মঞ্জুর করাওনের ত্রুটি হইলেও এবং তাহার মধ্যে যে২ বিধান পূর্ব্বোক্তমতে ঘোষণা করা উচিত ছিল তাহা ঘোষণা না হওয়াতেও কিছু ব্যাঘাত হইবেক না এবং যে সকল সমন ও অন্য হুকুম উক্ত কমিস্যনরেরদের বা তাঁহারদের কোন এক জনের দ্বারা বাহির হয় তাহা এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে বা পরে বাহির হইলে তাহা যে কোন দিবসে ফিরিয়া দাখিল করিবার হুকুম হয় তাহা আইনানুসারে সিদ্ধ ও প্রবল হইবেক ইতি।

হুকুম হইল যে এক্ষণে পাঠকরা মুসাবিদা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

হুকুম হইল যে আগামি ১৫ মে তারিখের পর ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের যে প্রথম বৈঠক হয় তাহাতে এই মুসাবিদা পুনরায় বিবেচনা করা যায়।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
John C. Marshman, Bengalee Translator.

REPORTS OF REGULAR CASES DETERMINED BY THE COURT OF SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

6th January, 1848.

The *onus probandi* what has become of Property illegally attached, rests with the wrong doer.

Jobah Chowdhree,—Plaintiff,
versus
Pertab Nurain Singh,—Defendant.

This case was heard on the application of the plaintiff, for the admission of a special appeal from the decision of the Judge of Zillah Shahabad, under date the 17th June, 1846, altering that of the Sudder Ameen of the same district, dated 17th February preceding.

The application was granted by the Court (present Mr. C. Tucker,) on the following grounds:

"The petitioner, the original plaintiff, in this "case, stated in his plaint, that the defendant had "caused the attachment of 8 *biggahs* of sugarcane, "8 *biggahs* of transplanted paddy, 3 cows, and 3 "male buffaloes, belonging to him, as the property "of other persons, against whom he (the defendant "claimed arrears of rent; that he took all the steps "he could to get the attachment withdrawn, but to "no purpose, that part was sold and part destroyed: in short, that he never recovered any portion "of the said articles. This suit was brought to

সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৪৮ সাল ৬ জানুআরি।

বেআইনীমতে ক্রোকহওয়া সম্পত্তির কি হইয়াছে ইহা সাব্যস্ত করণের ভার অপরাধি ব্যক্তির প্রতি আছে।

জবা চৌধুরী ফরিয়াদী।
প্রতাপনারায়ণ সিংহ আসামী।

জিলা শাহাবাদের সদর আমীন ১৮৪৬ সালের ১৭ ফেব্রুআরি তারিখে যে হুকুম করিলেন তাহা ঐ জিলার জজ সাহেব ঐ সালের ১৭ জুন তারিখে মতান্তর করিলেন। ঐ জজ সাহেবের নিষ্পত্তির উপর ফরিয়াদী খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত করাতে এই মোকদ্দমার শুননি হইল।

সদর আদালতের জজ শ্রীযুত সি টকর সাহেব এই২ হেতুতে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন।

"দরখাস্তকারী অর্থাৎ এই মোকদ্দমার আদৌ ফরি-"য়াদী আপনার নালিশের আরজীতে লিখিল যে আ-"সামী অন্য যে ব্যক্তিরদের স্থানে বাকী খাজানার দাওয়া "করিল সেই ব্যক্তিরদের সম্পত্তি বলিয়া আমার ৮/ "বিঘা ইক্ষু ও ৮/ বিঘা রোআ ধান ও ৩ টা গরু ও "৩ টা মহিষ ক্রোক করাইয়াছিল আমি আপন সাধ্য-"পর্য্যন্ত ঐ ক্রোক খালাস করণের উদ্যোগ করিলাম "কিন্তু আমার উদ্যোগ বিফল হইল ঐ সম্পত্তির কতক "বিক্রয় হইল এবং কতক নষ্ট হইল ফলতঃ ঐ সম্পত্তির "কোন অংশ আমি ফিরিয়া পাইলাম না। ঐ ক্রোক

" reverse the attachment, and to recover the value " of the property.

" The attachment of the property was proved, " and the Sudder Ameen decreed for the plaintiff. " On appeal, the Judge modified the decision of " the Lower Court, decreeing the value of 4 *big-* " *gahs* of sugarcane, 20 *maunds* 34 *seers* of paddy, " and of some paddy straw; and, with regard to " the rest of the property, he observes he cannot " discover what became of it.

" This is no reason for dismissing the plaintiff's " claim. It was for the defendant, the wrong-doer, " to show what had become of the property illegal- " ly attached by his agent. Unless he can prove " that it was restored to the plaintiff, he is bound " to make good the value of it.

" Considering the proceedings of the Judge to " be incomplete and manifestly unjust, I admit a " special appeal, and remand the proceedings un- " der Clause 2, Section 2, Regulation 9, 1831, to " the Judge for further enquiry and investigation, " on the principle just laid down."

29th January, 1848.

What a farmer suing for arrears of rent, at a certain rate, is bound to do, his claim being disputed by the tenant.

Sheikh Nubbee Buksh,—Plaintiff,

versus

Shewuk Mehtoon,—Defendant.

This case was heard on the application of the defendant, for the admission of a special appeal from the decision of the Principal Sudder Ameen of Tirhoot, under date the 25th June, 1847, affirming that of the Moonsiff of Dulsing Surai, dated 18th December, 1846.

The application was granted by the Court, (present Mr. C. Tucker, Sir R. Barlow, and Mr. J. A. F. Hawkins,) on the following grounds:

" The plaintiff had taken the farm of certain " estates from the proprietor thereof, from the year " 1252 to 1258 F. S.; and now sued the defendant, " a tenant on the farm, for arrears of rent alleged " to be due for 1252 F. S., the first year of " the farm. The suit was for a money-rent, at 5 " Rupees and 2 Rupees a *biggah*, according to the " quality of the land.

" The defendant answered, that he and his re- " latives (sued in four other separate cases) held " part of the lands under a *mocurruree* tenure; " and that he held part under a *bhaolee* tenure, by " which the rent is satisfied by a division of the " produce in kind. Other pleas were urged, which " are not material to the disposal of the present " application.

" The Moonsiff and Principal Sudder Ameen gave " judgment for the plaintiff, on the grounds that " the *mocurruree* pottah, pleaded by the defen- " dant, was invalid, and that the rent must be " paid according to the proper rates for such " lands.

[*Government Gazette, 25th April,* 1848.]

" অন্যথা করিবার জন্যে এবং সম্পত্তির মূল্য ফিরিয়া " পাইবার জন্যে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হইল।

" সম্পত্তি ক্রোকহওনের প্রমাণ হইয়াছিল এবং সদর " আমীন ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী করিলেন। তা- " হার উপর আপীল হইলে জজ সাহেব অধস্থ আদাল- " তের নিষ্পত্তি মতান্তর করিয়া ৪/ বিঘা ইক্ষু ও ২০মোন " ৩৪সের ধান ও কতক বিচালীর মূল্য ফরিয়াদীর পক্ষে " ডিক্রী করিলেন এবং অন্য সম্পত্তির বিষয়ে তিনি " কহিলেন যে তাহার কি হইয়াছে আমি বুঝিতে পা- " রিলাম না।

" কিন্তু ইহা ফরিয়াদীর দাওয়া ডিসমিস করণের উপ- " যুক্ত কারণ নহে। এই ক্রোকে আসামী অপরাধী " অতএব তাহার উচিত ছিল যে তাহার গোমাশ্তার " দ্বারা যে সম্পত্তি বেআইনীমতে ক্রোক হইয়াছিল তা- " হার কি হইল তাহা দর্শায়। এবং সেই জিনিস ফরি- " য়াদীকে ফিরিয়া দেওয়া গিয়াছে এমত প্রমাণ যদি সেই " ব্যক্তি দিতে না পারে তবে তাহার মূল্যের নিশা তা- " হার করিতে হইবেক।

" জজ সাহেবের কার্য্য অসম্পূর্ণ এবং স্পষ্টতঃ " অন্যায় বোধ করিয়া আমি খাস আপীল মঞ্জুর করি " এবং আমি ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ " প্রকরণানুসারে রোয়দাদ জজ সাহেবের নিকটে ফি- " রিয়া পাঠাইতেছি তিনি উক্ত নিয়মমতে এই বিষয়ের " পুনর্ব্বার তজবীজ ও বিচার করিবেন।"

১৮৪৮ সাল ২৯ জানুআরি।

ইজারদার বিশেষ হারানুসারে বাকী খাজানার বাবৎ নালিশ করিলে যদি রাইয়ত তাহার দাওয়া অস্বীকার করে তবে তাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

সেখ নবী বক্‌শ ফরিয়াদী।

সেবক মেহতুন আসামী।

দলসিংহ সরাইয়ের মুনসেফ ১৮৪৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করিলেন তাহা ত্রিহুতের প্রধান সদর আমীন ১৮৪৭ সালের ২৫ জুন তারিখে বহাল রাখিলেন তাঁহার নিষ্পত্তির উপর আসামী খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত করাতে এই মোকদ্দমার শুনানি হইল।

সদর আদালতের জজ শ্রীযুত সি টকর সাহেব ও শ্রীযুত সর আর বার্লো সাহেব ও শ্রীযুত হকিন্স সাহেব এই২ হেতুতে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন।

" ফরিয়াদী ফসলী ১২৫২ সালঅবধি ১২৫৮ সাল- " পর্য্যন্ত কতক মহালের ইজারা ঐ মহালের মালিকের " স্থানে লইয়াছিল। আসামী ঐ ইজারার এক জন " রাইয়ত এবং ঐ ইজারার প্রথম বৎসর অর্থাৎ " ফসলী ১২৫২ সালের নিমিত্তে যে বাকী খাজানা পা- " ওনা আছে কহিল তাহার বাবতে আসামীর নামে " নালিশ করিল। ভূমি উত্তম ও অধম বুঝিয়া বিঘা " প্রতি ৫৲ টাকা এবং ২৲ টাকার হারে নগদ খাজানার " বাবতে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল।

" আসামী জওয়াব দিল যে আমি ও আমার যে কুটু- " ম্বেরদের নামে চারি স্বতন্ত্র নালিশ হইয়াছে তাহারা " ও আমি ঐ ভূমির এক অংশ মোকররী পাট্টাক্রমে " দখল করি এবং ঐ ভূমির অন্য ভাগ আমি ভাও- " লীনামক পাট্টাক্রমে দখল করি সেই প্রকার পাট্টার " নিয়ম এই যে খাজানার বদলে ঐ ভূমির ফসলের ভাগ " দেওয়া যায়। সেই ব্যক্তি অন্যান্য ওজরও করিল কিন্তু " তাহা এই দরখাস্তের নিষ্পত্তির বিষয়ে আবশ্যক নহে।

" মুনসেফ এবং প্রধান সদর আমীন ইহা বলিয়া " ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী করিলেন যে আসামী যে " মোকররী পাট্টা ধরিয়া ওজর করে তাহা অসিদ্ধ এবং " ঐ প্রকার ভূমির উপযুক্ত হারানুসারে তাহার খাজানা " দিতে হইবেক।

" The defendant now applies for permission to " file a special appeal in this Court.

" We are of opinion, that the lower Courts have " proceeded upon a wrong principle in the deci- " sion of this case. If a farmer sues for a money- " rent at a given rate, he is bound, in the event of " the claim being disputed by the tenant, to show " that such tenant has previously paid at the same " rate, or has executed an engagement to the effect " that he will pay it. Again, if his claim is for an " enhanced rent, he is bound to show that he has " taken the proper steps to entitle him to recover " at the rate claimed by him. On these points, " the decisions of the lower Courts are defective.

" We accordingly admit the appeal; and remand " the case to the Principal Sudder Ameen, who " will replace it on the file, and decide it de novo, " with reference to the foregoing observations."

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER BOARD OF REVENUE.

No. 6.

From the Secretary to the Sudder Board of Revenue to the Commissioner of Revenue for the Division of ——.

In continuation of the Circular Orders of the 16th July last, No. 13, I am desired by the Sudder Board of Revenue to transmit to you the accompanying Copy of a Set of Rules of Practice, for the conduct of Summary Suits, proposed by Mr. Elliott, the Deputy Collector of Chumparun, with his explanatory Notes attached.

2d. The Board are desirous, agreeably to the suggestion of the late Commissioner of Patna, Mr. Ravenshaw, of bringing the whole law regarding the realization of rent by Distraint and Summary Suit, under the consideration of the Government, with a view to its consolidation and improvement.

3d. The law on this subject is scattered among the numerous enactments specified in the margin,* and the Board request that after considering these and the Rules now forwarded, and consulting with the several Collectors subordinate to you, you will favor them with your opinion of the omissions, additions, and amendments required to improve and render more complete—first, the Law and Process of Distraint and sale for Arrears of Rent; and second, the Law and Process of Summary Suits to recover arrears, or contest exactions of Rent.

(Signed) G. PLOWDEN,
Sudder Board of Revenue, *Secretary.*
Fort William, the 9th March, 1848.

* 17 of 1793; 35 of 1795; 7 of 1799; 2 of 1805; 5 of 1812; 29 of 1814; 19 of 1817; 20 of 1817; 8 of 1819; 2 of 1821; 7 of 1822; 14 of 1824; 8 of 1831; 7 of 1832.

" এক্ষণে আসামী এই আদালতে খাস আপীল দাখিল " করণের অনুমতি প্রার্থনা করে।

" আমরা বোধ করি যে এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি- " করণেতে উভয় অধস্থ আদালত অশুদ্ধ নিয়মানুসারে " কার্য্য করিয়াছেন। যদি ইজারদার নির্দ্দিষ্ট হারানুসারে " নগদ খাজানার বাবতে নালিশ করে তবে ঐ দাওয়া " রাইয়ত অস্বীকার করিলে তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ রাইয়ত " সেই হারানুসারে পূর্ব্বে খাজানা দিয়া আসিতেছে কিম্বা " উত্তর কালে তাহা দিবার একরার লিখিয়া দিয়াছে " ইহা প্রমাণ করে। পুনশ্চ যদি সেই ইজারদার বেশী " খাজানার দাওয়া করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে যে " হারের দাওয়া করে সেই হারানুসারে খাজানা পাই- " বার নিমিত্তে যেং উদ্যোগ তাহার করিতে হয় তাহা " করিয়াছে এমত প্রমাণ দেয়। এইং বিষয়ে উভয় " অধস্থ আদালতের হুকুম অশুদ্ধ।

" অতএব আমরা আপীল মঞ্জুর করি এবং মোক- " দ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে ফিরিয়া পাঠাই " তিনি সেই মোকদ্দমা পুনর্ব্বার সাবেক নম্বরে বহাল " করিয়া উক্ত কথাতে দৃষ্টি রাখিয়া গোড়াঅবধি তাহার " বিচার করিবেন।"

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডর।

৬ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

গত ১৬ জুলাই তারিখের ১৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমে সদর বোর্ড রেবিনিউর আজ্ঞানুসারে চম্পারণের ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এলিয়ট সাহেবের সরাসরী মোকদ্দমা নির্ব্বাহের জন্যে কার্য্যের নিয়মের এবং তাহা স্পষ্ট করিবার জন্যে তাহার সঙ্গে সংযুক্ত মন্তব্য কথার পশ্চাৎ লিখিত নকল তোমার নিকটে পাঠাইতেছি।

২। পাটনার পূর্ব্বকার কমিস্যনর শ্রীযুত রেবন্সা সাহেবের পরামর্শানুসারে ক্রোক ও সরাসরী মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা আদায় করণের বিষয়ি সমস্ত আইন একত্র করণ ও সংশোধন করণের অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার অধীনে আনিতে বোর্ডের সাহেবেরদের ইচ্ছা আছে।

৩। এই বিষয়ের আইন পশ্চাৎ লিখিত* নানা আইনের মধ্যে ছিন্নভিন্ন আছে এবং বোর্ডের সাহেবেরা আদেশ করিতেছেন যে এই সকল আইন এবং এক্ষণকার প্রেরিত বিধি বিবেচনা করণের পর এবং তোমার অধীন নানা কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রথমতঃ বাকী খাজানার জন্যে ক্রোক ও নীলামের আইন ও রীতি এবং দ্বিতীয়তঃ বাকী খাজানা আদায়ের এবং বেশী খাজানা না লওনের সরাসরী মোকদ্দমার আইন ও রীতির উত্তম করণ এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ করণার্থ যাহা রহিত করা বা বৃদ্ধি করা কি সংশোধন করা আবশ্যক বোধ হয় তদ্বিষয়ে তোমার মত জানাও।

জি প্লৌডন্। সেক্রেটারী।
সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৮। ৯ মার্চ।

* ১৭৯৩ সালের ১৭ আইন। ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইন। ১৭৯৯ সালের ৭ আইন। ১৮০৫ সালের ২ আইন। ১৮১২ সালের ৫ আইন। ১৮১৪ সালের ২৯ আইন। ১৮১৭ সালের ১৯ আইন। ১৮১৭ সালের ২০ আইন। ১৮১৯ সালের ৮ আইন। ১৮২১ সালের ২ আইন। ১৮২২ সালের ৭ আইন। ১৮২৪ সালের ১৪ আইন। ১৮৩১ সালের ৮ আইন। ১৮৩২ সালের ৭ আইন।

Rules of Practice for the Conduct of Summary Suits, proposed by the Deputy Collector of Chumparun, with explanatory notes.

Rule 1.—Every one wishing to institute a summary suit, will mention in his plaint the abstract of his claim, and at the foot of it the names of his witnesses, detailing the particulars of the debt on a separate paper, signed by the Putwaree. These two papers will be presented, with the Tulubana required according to the fixed rates of the District, for the issue of the Dustuck, to the Nazir, who will write on the upper cover of the petition, "The Tulubana has been deposited. Date ——;" and return the papers to the bearer, who will then file them in the Summary Suit Serishtah, where an order for the issue of the *Dustuck and Ishtihar* will be written, and presented to the Collector for signature.

Note. It seems to me pure waste of time for a Collector to receive and peruse Petitions like the plaint in a Summary Suit, upon which one only order can be passed, and which must afterwards be studied by him as a portion of the suit. I would therefore allow all such to be delivered in to the Serishtah. But whereas great delay often occurs, and Reports from the Nazir are rendered necessary in consequence of the Plaintiffs neglecting to deposit Tulubana, I propose that no plaint be received without a certificate of that deposit. This will save much trouble, it can in no wise injure the Plaintiff, and will greatly expedite the first steps in the case, and thereby necessarily reduce the average period required for the decision of these Suits.

Rule 2.—To the Peadah, sent for the Defendant, both Dustuck and Ishtihar will be delivered. If the Defendant be not found, he will issue the Ishtihar; and, on his return, the Nazir will certify on the back of the Dustuck the absence of the Defendant and the issue of the Ishtihar, and if the Defendant be still absent at the end of 15 days, the Nazir will certify that fact on the back of the Ishtihar, which he will file with the usual receipt.

Note. I do not think that the most scrupulous can consider the simultaneous issue of the Dustuck and Ishtihar illegal; and, if it be not so, it is a manifest saving of all the time now consumed in the return of the Peadah from the Mofussil, the issue of fresh orders, and his second arrival at the Defendant's village, while the Plaintiff will have to pay just one-half the present charge for these two processes.

Rule 3.—If the Defendant be found on the issue of the Dustuck, the Nazir will, on his reaching the Court, give the Ishtihar to him, taking his receipt in order that he may comply with the requisition for cash-deposit or security, and file his defence

সরাসরী মোকদ্দমা নির্ব্বাহার্থ যে২ কার্য্যের নিয়ম চম্পারণের ডেপুটী কালেক্টর সাহেব প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং স্পষ্ট করণার্থ যে২ মন্তব্য কথা লিখিয়াছিলেন তাহা।

১ বিধান। যে কোন ব্যক্তি সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহে সেই ব্যক্তি আপনার নালিশী আরজীতে আপনার দাওয়ার খোলাসা লিখিবেক এবং তাহার নিম্ন ভাগে আপনার সাক্ষিরদের নাম লিখিবেক এবং আলাহিদা এক কর্দ্দে পাওনা টাকার বৃত্তান্ত লিখিবেক এবং পাটওয়ারী তাহাতে দস্তখৎ করিবেক। এই দুই কাগজ নাজিরকে দিতে হইবেক এবং তাহার সঙ্গে২ দস্তক বাহির হওনের জন্যে জিলার নির্দ্ধারিত হারানুসারে যে তলবানা লাগিবেক তাহাও দাখিল করিতে হইবেক তৎপরে নাজির দরখাস্তের উপরি ভাগে "অমুক তারিখে তলবানা দাখিল হইয়াছে" এই কথা লিখিয়া কাগজবাহককে তাহা ফিরিয়া দিবেন এবং সেই ব্যক্তি তাহা সরাসরী মোকদ্দমার সিরিশ্তায় দাখিল করিবেক এবং সেখানে দস্তক ও ইশ্তিহার বাহির করণের হুকুম লেখা যাইবেক এবং তৎপরে কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ হইবার নিমিত্তে তাঁহাকে তাহা দেওয়া যাইবেক।

মন্তব্য কথা। সরাসরী মোকদ্দমার নালিশী আরজীর ন্যায় দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের লইয়া পাঠকরা আমার বোধে কেবল সময় হরণ হয়। তাহার বিষয়ে কেবল এক হুকুম দেওয়া যাইতে পারে এবং তৎপরে মোকদ্দমার এক ভাগস্বরূপ সেই দরখাস্ত তাঁহার বিবেচনা করিতে হইবেক। অতএব আমার পরামর্শ যে সেই সকল দরখাস্ত একেবারে সিরিশ্তায় দাখিল হয়। কিন্তু ফরিয়াদীরদের দ্বারা তলবানা দাখিল হওনের ত্রুটি হওয়াতে বারম্বার বিলম্ব হইয়া থাকে এবং নাজিরের স্থানে কৈফিয়ৎ তলব করণের আবশ্যক হয় অতএব আমার পরামর্শ যে ঐ তলবানা আমানৎ করণের সর্টিফিকট বিনা কোন নালিশ গ্রাহ্য না হয়। ইহাতে অনেক ক্লেশের নিবারণ হইবেক এবং ইহাতে ফরিয়াদীর কোন প্রকার ক্ষতি হইতে পারিবেক না এবং মোকদ্দমার আদি কার্য্য শীঘ্র হইবেক এবং তদ্দ্বারা এই প্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণার্থ গড়ে যে সময় লাগে তাহার লাঘব হইবেক।

২ বিধান। আসামীকে গ্রেফ্তার করিবার জন্যে যে পেয়াদা পাঠান যায় তাহাকে দস্তক ও ইশ্তিহার উভয় দেওয়া যাইবেক। যদি আসামীকে না পাওয়া যায় তবে সেই পেয়াদা ইশ্তিহার জারী করিবেক এবং সেই পেয়াদা ফিরিয়া আইলে নাজির দস্তকের পৃষ্ঠে লিখিবেন যে আসামীকে পাওয়া গেল না তাহাতে ইশ্তিহার জারী হইল এবং যদি আসামী তৎপরের পনের দিনের শেষ পর্য্যন্ত হাজির না হয় তবে নাজির ইশ্তিহারের পৃষ্ঠে তাহা লিখিবেন এবং নিয়মিত রসীদের সঙ্গে তাহা দাখিল করিবেন।

মন্তব্য কথা। আমার বোধ হয় যে অতিসন্দিগ্ধ ব্যক্তিও দস্তক ও ইশ্তিহার একি সময়ে বাহির করা বেআইনী জ্ঞান করিবেন না এবং তাহা যদি বেআইনী না হয় তবে মফঃসলহইতে পেয়াদা ফিরিয়া আইসনেতে এবং নূতন হুকুম বাহির করাতে এবং আসামীর গ্রামে তাহার দ্বিতীয়বার যাওয়াতে যে সকল সময় লাগে তাহা বাঁচিবেক এবং এই দুই হুকুমের নিমিত্তে ফরিয়াদীর এক্ষণে যত টাকা লাগে তাহার কেবল অর্দ্ধেক লাগিবেক।

৩ বিধান। যদি দস্তক বাহির হওনের পর আসামীকে পাওয়া যায় তবে সেই ব্যক্তি আদালতে পঁহুছিলে নাজির তাহাকে ইশ্তিহার দিবেন এবং তাহার রসীদ লইবেন তাহার অভিপ্রায় এই যে সেই ব্যক্তি নগদ টাকা আমানৎ করণের কিম্বা জামিন দেওনের হুকুম প্রতিপালন করে এবং সেই তারিখঅবধি পনের

either personally or by Attorney, within 15 days from that date.

Note. My remarks on Mr. Beaufort's proposed Rule 8 will shew the difficulties which a Defendant may have to undergo, and in consideration of which I think 15 days only a reasonable time to allow for the preparation of a reply.

Rule 4.—On the arrival of a Defendant the Plaintiff's Attorney must immediately deposit diet allowance, at the rate of one anna per diem, for the remaining portion of the current English month, and on the last day of each month, he must pay in diet allowance for the next month. In default of the first or any subsequent payment, the Jail Darogah will bring the Defendant before the Collector for instant release.

Note. By paying up at first only to the end of the month much trouble may be saved to the Jail Darogah and to the Attornies of Plaintiffs, as it will become a fixed rule that all diet money is to be paid on the last day of the month, and that, in default of such payment, the Defendant will certainly be released the next morning.

Rule 5.—Every Security bond must be presented to the Nazir with the Tulubana of the Peadah to be sent to investigate its validity, and must then be taken with the Nazir's Certificate to the Summary Serishtah, where the customary order will be written and presented to the Collector for signature. Whilst the validity of the bond is being tested, the Defendant may, with the sanction of the Plaintiff be left at liberty in charge of any one of the regular Mooktears of the Court whom he may have employed, on that person's giving a receipt for him on a Stamp Paper of 8 annas value, which receipt will be held binding on the giver to produce the Defendant or to pay the demand, failing in which his property will be distrained to make it good.

Rule 6.—The reply, at the foot of which the names of the Defendant's witnesses are to be specified, must be presented with the Tulubana for the subpœna for Defendant's witnesses (as directed in Rule 1 for the plaint) within 15 days after the appearance of the Defendant, and no reply without Tulubana will be received, excepting in the cases provided for in Rules 8 and 11.

Rule 7.—The Plaintiff will be required to deposit Tulubana for the issue of his subpœna within three clear days after the arrival of the Defendant in the Court, if brought up by the Dustuck or, if he be not then seized, within three clear days after the expiration of the term of the Ishtihar.

Rule 8.—If either party engage in writing, in the plaint or reply respectively, to produce his own witnesses, he need not deposit Tulubana, but no subpœna for those witnesses will afterwards be allowed, if he shall represent himself as unable to fulfil his intention.

Note. This restriction is absolutely necessary to prevent the parties making an engagement which

দিনের মধ্যে স্বয়ং আপনার জওয়াব দাখিল করে অথব, উকীলের মারফৎ তাহা দেয়।

মন্তব্য কথা। বোফর্ট সাহেবের প্রস্তাবিত ৮ বিধানের বিষয়ে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে দৃষ্ট হইবেক যে আসামীর কিপর্য্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে এবং তাহা বিবেচনা করিয়া জওয়াব প্রস্তুত করণার্থ তাহাকে পনের দিবস মিয়াদ দেওয়া আমি উপযুক্ত বোধ করি।

৪ বিধান। আসামী পঁহুছিলে পর ফরিয়াদীর উকীলের সেই ইঙ্গরেজী মাসের অবশিষ্ট কালের জন্যে দিনপ্রতি ১০ আনা করিয়া খোরাকী আমানৎ করিতে হইবেক এবং প্রতি মাসের শেষ দিবসে তৎপর মাসের খোরাকী সেইরূপে আমানৎ করিতে হইবেক। যদি প্রথম টাকা কি তৎপরের কোন টাকা দিবার ত্রুটি হয় তবে জেলখানার দারোগা আসামীকে তৎক্ষণাৎ খালাস করিবার জন্যে তাহাকে কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনিবেন।

মন্তব্য কথা। প্রথম কেবল সেই মাসের শেষপর্য্যন্ত টাকা দেওনের হুকুম করাতে জেলখানার দারোগা এবং ফরিয়াদীদের উকীল অনেক ক্লেশহইতে মুক্ত হইবেন যেহেতুক তাহাতে এই নিয়ম ধার্য্য হইবেক যে সকল খোরাকী মাসের শেষ দিবসে দাখিল করিতে হইবেক এবং সেই টাকা দাখিল না হইলে আসামী অবশ্য তৎপরে প্রাতঃকালে খালাস হইবেক।

৫ বিধান। প্রত্যেক জামিনীনামার সঙ্গে ঐ জামিনীর সিদ্ধতার তদারক করণার্থ যে পেয়াদা পাঠান যায় তাহার তলবানা নাজিরকে দিতে হইবেক এবং তৎপরে তাহা নাজিরের সর্টিফিকট সমেত সরামরী সিরিশ্তায় লইয়া যাইতে হইবেক সেই খানে নির্দ্ধারিত হুকুম লেখা যাইবেক এবং কালেক্টর সাহেবের দস্তখতের জন্যে তাঁহাকে তাহা দেওয়া যাইবেক। এবং যে কালে জামিনীনামার মাতবরীর তদারক হইতেছে সেই কালে আসামী আদালতের যে নিরূপিত মোখ্তারকে নিযুক্ত করিয়াছে ফরিয়াদীর অনুমতিক্রমে সেই মোখ্তারের জিম্মা করিয়া সেই ব্যক্তি বিনা কয়েদে থাকিতে পারে। এবং ঐ মোখ্তার তাহার বিষয়ে ॥০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে এক রসীদ দিবেক ঐ রসীদের একরার এই যে মোখ্তার আসামীকে হাজির করিবেক নতুবা দাওয়ার টাকা দিবেক এবং তাহা না দিলে ঐ দাওয়ার জন্যে ঐ মোখ্তারের সম্পত্তি ক্রোক হইবেক।

৬ বিধান। জওয়াবের নিম্ন ভাগে আসামীর সাক্ষিরদের নাম লিখিতে হইবেক এবং ঐ জওয়াব নালিশী আরজীর বিষয়ে প্রথম বিধানে যেরূপ নিরূপণ আছে সেইরূপে আসামীর হাজির হওনের পর পনের দিবসের মধ্যে আসামীর সাক্ষির সফীনার তলবানা সমেত দাখিল করিতে হইবেক এবং ৮ ও ১১ বিধানের নির্দ্দিষ্ট গতিক ভিন্ন তলবানা বিনা কোন জওয়াব গ্রাহ্য হইবেক না।

৭ বিধান। যদি আসামী দস্তকঅনুসারে আদালতে হাজির হয় তবে তাহার পঁহুছনের পর তিন সম্পূর্ণ দিবসের মধ্যে ফরিয়াদীর সফীনা বাহির হইবার জন্যে তলবানা তাহার আমানৎ করিতে হইবেক। যদি আসামী দস্তকঅনুসারে গ্রেফ্তার না হয় তবে ইশ্তিহারের মিয়াদ অতীত হওনের পর তিন সম্পূর্ণ দিবসের মধ্যে তলবানা তাহার দাখিল করিতে হইবেক।

৮ বিধান। যদি ফরিয়াদী কি আসামী আপন২ সাক্ষী হাজির করাইবার একরার আপন২ নালিশী আরজী বা জওয়াবে লেখে তবে কোন তলবানা আমানৎ করণের আবশ্যক হইবেক না কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি ইহার পর কহে যে আমি সাক্ষিরদিগকে হাজির করিতে অক্ষম তবে ঐ সাক্ষিরদিগকে হাজির করাওনের জন্যে কোন সফীনা বাহির হইবেক না।

মন্তব্য কথা। এই নিয়ম করা অত্যাবশ্যক যেহেতুক, তাহা না হইলে উভয় বিবাদী যে একরার প্রতিপালন

they have no intention of fulfilling, and set forth merely to create delay.

Rule 9.—When a subpœna on either side is issued, the witnesses must be pointed out without delay to the Peadah, who is required to return within the prescribed period; and if any party agree to bring up his own witnesses he must do so within that time, and no longer term, which he may mention in any receipt or other paper, will be allowed. If for any *special* reason, such as the illness or absence of a witness, an extra period be absolutely necessary, a Petition to that effect must be presented to the Collector, who will issue the requisite order. The documentary evidence of all parties concerned must be produced on or before the date on which the evidence of the respective witnesses is taken in writing.

Rule 10.—Whenever a Collector may have reason to suppose that a false, or malicious, or exaggerated demand has been made, he may call upon the Plaintiff [for a detail of the extent, and boundaries, and quality and rate of assessment of the lands for which the arrear is claimed, and also require him] to pay, according to the fixed meads of the District, one Rupee per diem for an Ameen, to be deputed by the Court to measure and assess the lands aforesaid. The Collector may also call upon the parties to bring forward any oral or documentary evidence, that may seem to him needful for the elucidation of the case, over and above any that may have been voluntarily offered by the parties concerned. The Defendant, or any interposing party, who may appear to be vexatiously disputing a reasonable demand, may also be called upon at the discretion of the Collector, to pay for the deputation of an Ameen.

Note. In the last clause of my remarks, on Mr. Beaufort's Rule 6, I have mentioned that I do not hesitate to adopt the plan here recommended, when I find it necessary; but, if new Rules are to be issued to assimilate the practice of the Courts, I think this should be one. The people here did not like it at first, but now freely acknowledge its usefulness, and I could not have a better proof of its working well, than the fact of my *now* being very seldom compelled to resort to it.

If Mr. Collector Sandys' proposal, that the *Plaint* should invariably specify in detail the lands on which arrear is claimed, be adopted, that order may be inserted in my first Rule, and the portion of this Rule No. 10, which I have included in brackets may be omitted. But it appears to me that this rule will answer all the purposes of justice, and will prove less troublesome in its working than that proposed by Mr. Sandys.

Rule 11.—If a defaulter, having been seized, and, by reason of inability to furnish security or deposit

করিতে তাহারদের কোন মানস নাই এমত একরার তাহারা কেবল বিলম্ব করণার্থ লিখিয়া দিবেক।

৯ বিধান। যখন উভয় পক্ষের সফীনা বাহির হইয়াছে তখন পেয়াদাকে অবিলম্বে সাক্ষিসকল দেখাইয়া দিতে হইবেক এবং নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে ঐ পেয়াদার ফিরিয়া আসিতে হইবেক। যদি কোন বিবাদী আপনার সাক্ষিরদিগকে আনাইতে একরার করে তবে সেই মিয়াদের মধ্যে তাহারদিগকে আনিতে হইবেক এবং তাহাহইতে অধিক যে কোন মিয়াদ সেই ব্যক্তি কোন রসীদে বা অন্য কাগজে লেখে তাহা দেওয়া যাইবেক না। যদি কোন বিশেষ কারণ অর্থাৎ সাক্ষির পীড়া বা অবর্ত্তমানতাপ্রযুক্ত অধিক মিয়াদ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয় তবে সেই বিষয়ের এক দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবকে দিতে হইবেক এবং তিনি যথোচিত হুকুম দিবেন। ঐ মোকদ্দমাতে যে সকল ব্যক্তি লিপ্ত আছে তাহারদের দলীলদস্তাবেজ যে দিবসে উভয় পক্ষের সাক্ষির জোবানবন্দী লেখা যায় সেই দিবসে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে দাখিল করিতে হইবেক।

১০ বিধান। যখন কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ হয় যে কোন মিথ্যা বা দ্বেষপূর্ব্বক কি বেশী দাওয়া হইয়াছে তখন তিনি ফরিয়াদীকে এমত হুকুম করিতে পারেন যে [যে ভূমির বিষয়ে বাকী খাজানার দাওয়া হইয়াছে সেই ভূমির পরিমাণ ও সীমা ও উত্তম অধমতা ও খাজানার হারের বৃত্তান্ত দাখিল করে এবং] সেই ভূমি জরিপ ও খাজানা ধার্য্য করণার্থ আদালত যে আমীন নিযুক্ত করেন সেই আমীনের নিমিত্তে জিলার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে দিন প্রতি ১৲ টাকা আমানৎ করে। উভয় বিবাদী স্বেচ্ছাক্রমে যে মৌখিক অথবা দলীলদস্তাবেজের সাক্ষ্য দাখিল করিয়াছে তাহা ছাড়া যদি উভয় প্রকার অন্য কোন সাক্ষ্য মোকদ্দমা স্পষ্টরূপে বুঝিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেব আবশ্যক বোধ করেন তবে তিনি বিবাদিরদিগকে সেই সাক্ষ্য আনাইতে হুকুম করিতে পারেন। আসামী অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি মোকদ্দমায় হাত দেয় সেই ব্যক্তি যদি ক্লেশ দিবার জন্যে ওয়াজিবী দাওয়ার আপত্তি করিতেছে এমত বোধ হয় তবে কালেক্টর সাহেব আপনার বিবেচনামতে সেই ব্যক্তিকে এক জন আমীন নিরূপণ করণের খরচা দিতে হুকুম করিতে পারেন।

মন্তব্য কথা। বোফর্ট সাহেবের ৬ বিধানের বিষয়ে আমি যাহা লিখিলাম তাহার শেষ দফাতে কহিয়াছি যে যে নিয়মের এখানে পরামর্শ দিতেছি তাহা যখন আবশ্যক বোধ করিলাম তখন তদনুসারে আমি নির্ভয়রূপে কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু যদি আদালতের ব্যবহারের একি প্রকার করণার্থ নূতন নিয়ম করা যায় তবে তন্মধ্যে উক্ত নিয়ম এক নিয়ম করা আমার বোধে আবশ্যক হইবেক। এই জিলার লোকেরা প্রথমতঃ তাহাতে নারাজ ছিল কিন্তু এক্ষণে তাহারা তাহা উপকারক স্বীকার করিতেছে। এবং তাহার কার্য্য উত্তম হইতেছে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম প্রমাণ এই যে এক্ষণে সেই নিয়মানুসারে কার্য্যকরা প্রায় আবশ্যক হইতেছে না।

কালেক্টর শ্রীযুত সাণ্ডিস সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে যে ভূমির বাকী খাজানার দাওয়া হয় সেই ভূমির বৃত্তান্ত নিয়ত নালিশী আরজীতে বিশেষ করিয়া লেখা যায় যদি ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় তবে ঐ হুকুম আমার প্রথম বিধানেতে লেখা যাইতে পারে এবং আমার ১০ বিধানের যে ভাগ আমি [ ] এইরূপে পৃথক করিয়াছি তাহা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমার বোধ হয় যে এই বিধানের দ্বারা যথার্থ বিচারের সকল অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক এবং সাণ্ডিস সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তদপেক্ষা ইহাতে কম ক্লেশ হইবেক।

১১ বিধান। যদি বাকীদার গ্রেফ্তার হইলে পর জামিন দিতে কি টাকা আমানৎ করিতে না পারাপ্রযুক্ত

cash, confined in Jail, shall evidently be unable to adopt measures for his own defence, the Collector may receive his reply on plain paper, and require the Plaintiff to deposit Tulubana for the subpœna of the Defendant's witnesses, which will of course be charged on the decision of the suit to the losing party.

জেলখানায় কয়েদ হয় এবং আপনার জওয়াব দিতে স্পষ্টতঃ অপারক হয় তবে কালেক্টর সাহেব তাহার জওয়াব শাদা কাগজে লইতে পারেন এবং আসামীর সাক্ষিদের সফীনার জন্যে তলবানা আমানৎ করিতে ফরিয়াদীকে হুকুম দিতে পারেন। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর সুতরাং পরাজিত ব্যক্তির শিরে তাহা পড়িবেক।

Note. A Rule of this kind appears to be required as cases sometimes occur, in which the main object of the Plaintiff seems to be to eject a tenant from his land, from mere malice, or with a view to a more profitable arrangement for the land held by him.

মন্তব্য কথা। এই প্রকার কোন নিয়ম করণের আবশ্যক বোধ হইতেছে, যেহেতুক কখন২ এই মত হইয়া থাকে যে ফরিয়াদীর মুখ্য অভিপ্রায় এই যে দ্বেষপূর্ব্বক অথবা রাইয়তের ভূমির বিষয়ে অধিক লাভজনক বন্দোবস্ত করণের জন্যে ঐ রাইয়তকে ভূমিহইতে বেদখল করিতে চাহে।

Rule 12.—These Rules for the conduct of Summary Suits in regard to arrears of land rent shall be held to apply and be in force, so far as they may be applicable, to all Summary Suits cognizable by a Collector, and any party failing to adhere to the practices herein enjoined, will, at the discretion of the Collector, subject his case, if a Plaintiff or other claimant, to be struck off the files, and, if a Defendant, to be decided ex-parte.

১২ বিধান। ভূমির খাজানার বাকীর বিষয়ে সরাসরী মোকদ্দমা নির্ব্বাহের এই২ বিধান যেপর্য্যন্ত খাটান যাইতে পারে সেইপর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেবের বিচার্য্য সকল সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ে খাটিবেক এবং প্রবল হইবেক এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং যে কোন ব্যক্তি ইহার মধ্যে লিখিত কোন বিধানানুসারে কার্য্য না করে সেই ব্যক্তি ফরিয়াদী বা অন্য দাওয়াদার হইলে তাহার মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের বিবেচনাক্রমে নম্বর খারিজ হওনের যোগ্য হইবেক এবং যদি আসামী হয় তবে তাহার মোকদ্দমা একতরফা নিষ্পত্তি হওনের যোগ্য হইবেক।

Rule 13.—The title *Collector* above used is to be understood to signify the Collector or any other Officer vested, pro-tempore, with the power of deciding Summary Suits.

১৩ বিধান। এই২ বিধানের মধ্যে "কালেক্টর সাহেব" এই কথা কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য যে কোন কর্ম্মকারক ক্ষণেক কালের জন্যে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকে বুঝাইবেক।

(Signed) W. H. ELLIOTT,
Deputy Collector of Chumparun.

ডবলিউ এচ এলিয়ট।
চম্পারণের ডেপুটী কালেক্টর।

Chumparun, Depy. Collr.'s Office,
The 29th Sept., 1846.

চম্পারণের ডেপুটী কালেক্টরের
দপ্তরখানা। ১৮৪৬। ২৯ সেপ্টেম্বর।

Diary of Parties in attendance in the Court of the Collector of ——.

1	2	3	4	5	6	7
		Case in which concerned.				
Date of Arrival.	Names of Parties and designation, whether Plaintiff, Defendant or Witness.	Plaintiff.	Defendant.	Name of Mooktear of Party named in Column 2.	Date of Deposition or Examination.	Date of Discharge.

Chumparun, the 29th September, 1846.

(Signed) W. H. ELLIOTT, *Depy. Collector.*

True Copies,

(Signed) G. PLOWDEN, *Secretary.*

অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে যাহারা হাজির হয় তাহারদের রোজনামা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		যে মোকদ্দমায় লিপ্ত।				
পঁহুছিবার তারিখ।	নাম ও খ্যাতি অর্থাৎ ফরিয়াদী কি আসামী কি সাক্ষী।	ফরিয়াদী	আসামী	২ নম্বরী ঘরে লিখিত ব্যক্তির মোখ্তারের নাম।	জোবানবন্দী দেওনের কিম্বা তজবীজ হওনের তারিখ।	ছাড়িয়া দিবার তারিখ।

চম্পারণ। ১৮৪৬। ২৯ সেপ্টেম্বর।

ডবলিউ এচ এলিয়ট। ডেপুটী কালেক্টর।

(যথার্থ নকল।)

জি প্লৌডন। সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

NOTIFICATIONS.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

LEAVES OF ABSENCE.

The 13th April, 1848.

Baboo Nobinchunder Mitter, Moonsiff of Rajapore, Zillah Hooghly, for two months.

Moulvy Fuzloollah, Moonsiff of Lubsha, 24-Pergunnahs, for two months, in extension of that granted on the 11th February last.

The 19th April, 1848.

Baboo Mohunlaul Panday, Moonsiff of Burjorah, Zillah West Burdwan, for one month, in extension of that granted on the 7th instant.

B. J. COLVIN, *Register.*

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ১৩ আপ্রিল।

জিলা হুগলীর রাজাপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা চব্বিশপরগনার লবসার মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী ফজল উল্লা গত ফেব্রুআরি মাসের ১১ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৮ সাল ১৯ আপ্রিল।

জিলা পশ্চিম বর্দ্ধমানের বড়যোড়ার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মোহনলাল পাঁড়ে বর্ত্তমান মাসের ৭ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বি জে কলবিন। রেজিষ্টর।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৬৭৩ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ সাহেবের হুকুম।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ৩০ মার্চ।

আসামে শিবপুর সদর স্থানের সিবিল চিকিৎসকতা কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুত জে কাম্বেল সাহেবের (Mr. J. Campbell,) কর্ম্ম শ্রীযুত ডবলিউ জে লং সাহেব (Mr. W. J. Long,) গ্রহণ করিলে তিনি আপনার অত্যাবশ্যক কর্ম্মোপলক্ষে ছয় মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৮ সাল ১২ আপ্রিল।

জিলা চব্বিশপরগনার অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী ময়নুদ্দীন সফদর খাঁ বাহাদুর গত ফেব্রুআরি মাসের ২৪ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে দুই দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৮ সাল ১২ আপ্রিল।

দিনাজপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত জে গ্রাণ্ট সাহেব (Mr. J. Grant,) ১৮৪৮ সালের ত্রৈমাসিক দ্বিতীয় সেশনের মিছিল করিবার জন্যে মালদহে গমনার্থ বর্ত্তমান মাসের ৫ তারিখে আপন সিরিশ্তার চলিত কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করেন।

সারণের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত এচ বি হেথর্ণ সাহেব (Mr. H. V. Hathorn,) বর্ত্তমান মাসের ৫ তারিখে আপন সিরিশ্তার কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীনের স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

দিনাজপুরের কালেক্টর শ্রীযুত সি ষ্টিয়র সাহেব (Mr. C. Steer,) বর্ত্তমান মাসের ৭ তারিখে আপন খাজানাখানার কর্ম্মের ভার আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জি কুপর সাহেবের (Mr. Assistant G. Couper,) স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

পাটনার সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত আর জে লফনন সাহেব (Mr. R. J. Loughnan,) বর্ত্তমান মাসের ৮ তারিখে আপন সিরিশ্তার কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীনের স্থানে গ্রহণ করেন।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENT. গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।

LAND ADVERTISEMENT. ভূমিবিষয়ক ইশ্‌তিহার।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্‌টরি জেলা বীরভূম এই যে।

ইতঃপূর্ব্বে সন ১৮৪৫ সালের ১ প্রথম আইনের মর্ম্মানুসারে সন ১২৫৪ সালের ইস্তক পৌষ লাগাদী কিস্তি ফাল্গুণের বাকী রাজস্ব আদায় কারণ সন ১৮৪৮ সালের ২৮ মার্চ মতাবক সন ১২৫৪ সাল ১৬ চৈত্র সূর্য্যঅস্তপর্য্যন্ত টাকা দাখিলের দিবস ধার্য্য ছিল কিন্তু বাকীপড়া মাহালাতের বাকীদারান উক্ত তারিখে সূর্য্যঅস্তপর্য্যন্ত আপন২ বাকী দাখিল করে নাই অতএব উক্ত আইনের মর্ম্মানুসারে বাকীপড়া মাহালাত নীলাম করা আবশ্যক হইয়া ঐ আইনের ৬ ধারার বিধিক্রমে সন ১৮৪৮ সাল ২৪ আপ্রিল মতাবক সন ১২৫৫ সাল ১৩ বৈশাখ রোজ সোমবার নীলামের দিবস ধার্য্যে ইস্তাহার প্রচার করা গিয়াছিল এক্ষণে সেরেস্তা তদন্তে জানা গেল যে নীচের লিখিত মাহালের জমিদারের নাম নজিরা বিবি ও বছিরা বিবি লিখিত না হইয়া সাবেক মালিক তোফজ্জল হোছেনের নাম লিখিত হইয়া ইস্তাহার জারী হইয়াছে অতএব নজিরা বিবি ও বছিরা বিবির নাম লিখিতপূর্ব্বক পুনরায় এই ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৮ সাল ১১ মাই মতাবক সন ১২৫৫ সাল ৩০ বৈশাখ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহরের পর এই কাছারির প্রকাশ স্থানে নীচের লিখিত মাহাল নীলামে বিক্রী হইবেক যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ উচিত যে ঐ তারিখ ও সময়ে এই কাছারিতে হাজির আসিয়া খরিদ করহ আর যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক ইতি সন ১৮৪৮ সাল তারিখ ২০ আপ্রিল মঃ সন ১২৫৫ সাল তারিখ ৯ বৈশাখ।

শ্রেণীর নম্বর	মাহালের শ্রেণী	নম্বর রেজষ্টরি	নাম মাহাল	নাম মালিকান	সদর জমা	বাকী লাৎ ফাল্গুণ সন ১২৫৪।	কৈঃ
২	দাএমী	৫১১ নং	শাউগ্রাম	নজিরা বিবি ও বছিরা বিবি	১১৮৮৴২	৭৫ ।/ ১	মহজম মাহাল।

A. Ogilvie, *Offg. Collector.*

INSOLVENT COURT. যোত্রহীনেরদের আদালত।

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

NOTICE is hereby given, that by an order of the said Court, made in the matter of the Petition of HENRY GEORGE SMITH, lately carrying on trade and business as Carver, Gilder, and Builder in Waterloo Street, in the Town of Calcutta, in copartnership with one Edward Townsend, under the style or firm of Townsend, Smith and Company, and late a prisoner confined in the Common Gaol of Calcutta, seeking the benefit of the Act of the Ninth year of the Reign of his late Majesty George the Fourth, entitled an Act to provide for the Relief of Insolvent Debtors in the East Indies, the hearing of the matters of the Petition of the said Insolvent is adjourned to Saturday, the sixth day of May next.

Calcutta, 1st April, 1848. Wm. H. Owen, *Insolvent's Attorney.*

শহর কলিকাতার অক্ষম ঋণিরদিগের পরিত্রাণার্থ আদালত।

টৌনসেণ্ড স্মিথ কোম্পানির নামে এড্বার্ড টৌনসেণ্ড সাহেবের সঙ্গে কলিকাতা নগরের ওয়াটরলুষ্ট্রিটে যৌতায় খোদক ও সোণালী কর্ম্মকারী ও গৃহনির্ম্মাতা হেনরি জর্জ স্মিথ সাহেব সম্প্রতি কলিকাতা নগরের সাধারণ জেলখানায় কয়েদ হইয়া ভারতবর্ষের যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ আইননামক মৃত চতুর্থ জর্জ রাজার অধিকারের নবম বৎসরের আইন দ্বারা উপকার প্রার্থনা করিতেছেন অতএব ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আদালতের হুকুমক্রমে উক্ত যোত্রহীনের দরখাস্তের মর্ম্ম আগামি মে মাসের ৬ তারিখ শনিবারে শুনা যাইবেক।

কলিকাতা ১৮৪৮। ১ আপ্রিল। ডবলিউ এচ ওএন। যোত্রহীনের উকীল।

NOTICE.—That by an order of the said Court, in the matter of RHAM RHAM DOSS, late of Punchanuntollah, Harcuttah Gully, in Calcutta, and lately carrying on trade and business as a Cotton Thread Merchant, and Banian, and lately residing in the French Settlement of Chandernagore, in the Province of Bengal, against whom an Adjudication of Insolvency was made and pronounced by the said Court, on the Petition of Roopchaund Doss, a Creditor, the matters of the said Petition are appointed to be heard by the said Court, on Saturday, the third day of June next.

The names of the Creditors of the said RHAM RHAM DOSS appear in a Schedule in the Office of the Chief Clerk of the said Court, to which any Creditor may refer.

Calcutta, 24th April, 1848. Bedell, *Insolvent's Attorney.*

কলিকাতা নগরের পঞ্চাননতলার হাড়কাটা গলিনিবাসি সূতার ব্যবসায়ী ও বণিক এবং সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশে ফ্রাঙ্গীয়েরদের অধীন চন্দন নগরনিবাসি রামরাম দাস যোত্রহীন বটেন এমত নির্দ্ধারণ তাঁহার মহাজন রূপচাঁদ দাসের দরখাস্তমতে উক্ত আদালতে হইল তাহার বিষয়ে ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আদালতের হুকুমক্রমে তাঁহার উক্ত দরখাস্তের মর্ম্ম আগামি জুন মাসের ৩ তারিখ শনিবারে উক্ত আদালতে শুনা যাইবেক।

উক্ত রামরাম দাসের মহাজনেরদের নাম তফসীলে লিখিত হইয়া উক্ত আদালতের প্রধান ক্লার্ক সাহেবের সিরিশ্তায় দাখিল হইয়াছে মহাজনেরা তাহা দেখিতে পারেন।

কলিকাতা। ১৮৪৮। ২৪ আপ্রিল। বিডেল। যোত্রহীনের উকীল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৮। ২৫ আপ্রিল।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জান কার্শমন সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, MAY 2, 1848.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৮ সাল ২ মে।

REPORTS OF SUMMARY CASES DETERMINED BY THE COURT OF SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

1st March, 1848.

Sections 14 and 15, Regulation 9 of 1833, cannot be pleaded in bar of a suit, until the Board of Revenue shall have, under Section 13, prescribed rules for filing village accounts.

Dowlut Raiee, &c.—Petitioners.

The claim of Chowdree Nunkoo Raiee, and others against the petitioners, for Company's Rupees 149-1-10, principal and interest, for balances of rent for 1252 and 1253 F. S., having been dismissed by the Local Moonsiff on the 25th November, 1846, but adjudged in their favour by the Principal Sudder Ameen of Tirhoot on the 29th July, 1847, the petitioners preferred an application for a special appeal to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court (Mr. Hawkins.) "The principal "argument of the petitioners, in support of their "application is, that Sections 14 and 15, Regula"tion 9 of 1833, and Construction No. 884, have not "been attended to; but by Section 13, the Board "of Revenue must first direct how and when the "village accounts are to be furnished. As the "Board has not prescribed any rules on the sub"ject, Sections 14 and 15 cannot be cited as bar"ring the plaintiff's suit against the petitioners, "whose application must therefore be rejected." Order accordingly.

7th March, 1848.

The Civil Courts cannot entertain actions for the recovery of money allowances, granted as charges upon estates previous to the Decennial Settlement.

সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৪৮ সাল ১ মার্চ।

সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যাবৎ ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১৩ ধারানুসারে গ্রামের হিসাব দাখিল করণের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট না করেন তাবৎ ঐ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারার কথা ধরিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করণের নিষেধ হইতে পারে না।

দৌলত রায় ও অন্যেরা। দরখাস্তকারী।

চৌধুরী নঙ্কু রায় এবং অন্যেরা ফসলী ১২৫২ ও ১২৫৩ সালের বাকী খাজানা বাবৎ সুদ কোং ১৪৯/১০ টাকার বাবৎ দরখাস্তকারিরদের নামে নালিশ করিলে ত্রিহুতের মুনসেফ ১৮৪৬ সালের ২৫ নবেম্বর তারিখে তাহারদের ঐ দাওয়া ডিসমিস করিলেন। কিন্তু ঐ জিলার প্রধান সদর আমীন ১৮৪৭ সালের ২৯ জুলাই তারিখে ফরিয়াদীরদের পক্ষে ডিক্রী করিলেন তাহাতে দরখাস্তকারিরা সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন যে "দরখাস্তকারিরা আপনারদের দরখাস্তের "পোষকতার নিমিত্তে এই মুখ্য হেতু উপস্থিত করিয়াছে "যে ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারা এবং "৮৮৪ নম্বরী আইনের অর্থের অনুযায়ি কার্য্য হয় নাই। "কিন্তু ঐ আইনের ১৩ ধারায় লেখা আছে যে গ্রামের "হিসাবকিতাব যে প্রকারে ও যে সময়ে দাখিল করিতে "হইবেক তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের প্রথমে "হুকুম করিতে হইবেক। কিন্তু ঐ সাহেবেরা সেই বিষ"য়ের কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করেন নাই অতএব দর"খাস্তকারিরদের নামে ফরিয়াদীর নালিশ করনের "নিষেধ ঐ আইনের ১৪ এবং ১৫ ধারার কথা ধরিয়া "হইতে পারে না। এইপ্রযুক্ত দরখাস্তকারিরদের "দরখাস্ত নামঞ্জুর করিতে হইবেক।" তদনুসারে হুকুম হইল।

১৮৪৮ সাল ৭ মার্চ।

দশসনী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে মহালের উৎপন্নহইতে যে তনখা দেওয়া যাইত তাহা পাইবার মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে শুননি হইতে পারে না।

Isurchunder Thakoor,—Petitioner.

The Petitioner, representing that the former Zemindars of Pergunnah Buhra had granted his ancestor an allowance, at the rate of 1 pie per rupee, on the rent of their estate, for the purpose of performing idol worship, sued Lukhee Kunt Sein, the present owner of the property, for Rs. 126-4-6 being the arrears of it due from 1239 to 1250 B. S., and obtained a decree from the Moonsiff of Malda on the 17th March, 1846, which decision being reversed in appeal by the Judge of Dinagepore, on the 27th September, 1847, the petitioner presented an application for special appeal to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court (present Mr. Hawkins.) " Claims " like the present are declared not cognizable in " any Court of Judicature by Section 17, Regula- " tion 24, 1793." Application rejected.

Note. A claim similar to the foregoing was disposed of in the same way by the Court (Mr. Tucker) on the 30th August, 1847. The following was the case:

Kishen Gobind Bhuttacharj,
versus
The Collector of Tipperah.

The plaintiff stated, that previous to the English rule, Mahomed Reza Khan had given his father a money allowance, for the performance of idol worship, by assignment on certain Pergunnahs in Dacca, Backergunge, Mymensingh, and other Districts which had been regularly paid to his father while alive, and afterwards to himself. On one occasion when it had been withheld, the Collector had issued Perwannahs to the Zemindars, who thereupon discharged the arrears.

The assignment upon Pergunnah Mihr, Zillah Tipperah, was 20 Sicca Rupees annually, and had been duly paid till Bysakh 1240, B. S.

Government, however, having become the owner of 7 annas, 6 gundas, 2 courees, 2 krants of the Pergunnah, by purchase at a revenue sale; and having discontinued the payment, the plaintiff brought an action for the arrears in the Court of one of the district Moonsiffs and obtained a decree on the 13th June, 1845, which was reversed by the Principal Sudder Ameen of the District, on the 21st March, 1846. Consequently, he applied for the admission of a special appeal to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court (Mr. Tucker.) " The amount of " pensions, or allowances, formerly recoverable " from the proprietors, or farmers of lands, was in- " cluded at the Decennial Settlement in the revenue " of Government; and, by Section 5, Regulation " 24, 1793, claims to them were to be preferred to " the Collector. Their continuance, or discontinu- " ance, rested with Government, under Sections 2 " and 3 of that Regulation. Such claims as were " recognized, were acknowledged in Sunnuds given " according to Sections 11 and 12; and, in Section

ঈশ্বরচন্দ্র ঠাকুর। দরখাস্তকারী।

দরখাস্তকারী কহিল যে পরগনা বহরার সাবেক জমীদারেরা দেবসেবার জন্যে আপনারদের মহালের খাজানার উপর টাকা প্রতি এক পাইয়ের হিসাবে তনখা আমার পূর্ব্ব পুরুষকে দিয়াছিল তাহাতে দরখাস্তকারী বাঙ্গলা ১২৩৯ সালঅবধি ১২৫০ সালপর্য্যন্ত ঐ তনখার বাকী ১২৬।৬ টাকার বাবৎ ঐ মহালের বর্ত্তমান মালিক লক্ষ্মীকান্ত সেনের নামে নালিশ করিল এবং ১৮৪৬ সালের ১৭ মার্চ তারিখে মালদহের মুনসেফ তাহার পক্ষে ডিক্রী করিলেন। তাঁহার নিষ্পত্তির উপর দিনাজপুরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইলে তিনি ১৮৪৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে তাহা অন্যথা করিলেন তাহাতে দরখাস্তকারী সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন " যে ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের ১৭ ধারানু- " সারে এই প্রকার দাওয়ার তজবীজ কোন আদালতের " মোতালক নহে"। তাহাতে দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল।

মন্তব্য কথা। সদর আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব ১৮৪৭ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে ঐ প্রকারের এক দাওয়া সেইমতে নিষ্পত্তি করিলেন। সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত এই।

কৃষ্ণগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য। ফরিয়াদী।

ত্রিপুরার কালেক্টর সাহেব। আসামী।

ফরিয়াদী কহিল যে ইঙ্গরেজেরদের আমলের পূর্ব্বে মহম্মদ রেজা খাঁ দেবসেবার জন্যে টাকা ও বাকরগঞ্জ ও ময়মুনসিংহ এবং অন্যান্য জিলার কতক পরগনার উপর আমার পিতাকে তনখা দিয়াছিল এবং আমার পিতা যাবৎ জীবৎ ছিলেন তাবৎ তিনি নিত্য তাহা পাইতেন পরে আমি তাহা পাইয়া আসিতেছিলাম। কোন এক সময়ে তাহা দিবার ত্রুটি হওয়াতে কালেক্টর সাহেব জমীদারেরদের উপর পরওয়ানা জারী করিলেন এবং তাহারা ঐ তনখার বাকী টাকা দিল।

জিলা ত্রিপুরার পরগনা মেহরের উপর সালিয়ানা সিক্কা ২০৲ টাকার তনখা ধার্য্য ছিল তাহা বাঙ্গলা ১২৪০ সালের বৈশাখ মাসপর্য্যন্ত রীতিমত দেওয়া গিয়াছিল।

পরে বাকী রাজস্বের নিমিত্তে ঐ পরগনার নীলাম হইলে গবর্ণমেণ্ট ।৶৬॥= সাত আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি খরীদ করিয়া তাহার মালিক হইলেন এবং ঐ তনখা বন্দ করাতে ফরিয়াদী বাকী তনখার বাবৎ ঐ জিলার এক জন মুনসেফের আদালতে নালিশ করিলে ১৮৪৫ সালের ১৩ জুন তারিখে তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল। ঐ ডিক্রী ঐ জিলার প্রধান সদর আমীন ১৮৪৬ সালের ২১ মার্চ তারিখে অন্যথা করিলেন পরে ফরিয়াদী সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব কহিলেন যে " ভূম্যধিকারী বা ইজারদারদিগের স্থানে যে " মুশাহেরা ও তনখা পূর্ব্বে পাওয়া যাইত তাহা দশশনী " বন্দোবস্তে সদর জমাভুক্ত হইয়াছিল এবং ১৭৯৩ সালের " ২৪ আইনের ৫ ধারানুসারে তাহার বাবৎ সকল দাও- " য়ার দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে করিতে " হুকুম হইল ও ঐ আইনের ২ এবং ৩ ধারানুসারে ঐ " মুশাহেরা ও তনখা বহাল রাখণ কি বাজেয়াপ্ত করণ " গবর্ণমেণ্টের এক্তিয়ার। সেইপ্রকার যে সকল দাওয়া " বহাল রাখা গেল তাহা ঐ আইনের ১১ ও ১২ ধারা- " নুসারে দেওয়া সনন্দে স্বীকার করা গিয়াছিল এবং ১৭

" 17 it was declared, that no claims of the sort " were cognizable in any Court of Judicature.

" In the present case, the plaintiff sues Govern- " ment as the successor by purchase of the former " Zemindar; but, as shown above, the Zemindar " has no longer any connection with the grant; " and, even if the Government were sued as being " itself responsible without reference to its owner- " ship of the estate, the claim would not be cogni- " zable; for, by the law, the continuance or dis- " continuance of the grant, rests with Government " alone, and not with the Courts. The petition " must therefore be rejected."

7th March, 1848.

A suit for reversal of a sale of real property, made in execution of a decree of Court, must be instituted in the district in which the property is situated.

Boodhai Singh,—Petitioner.

The petitioner having purchased Mouzah Bishoonpoor Jugdees alias Koolhooa, in Zillah Sarun, sold by the Collector of that District in satisfaction of the debts of Baboo Byjnath Sahoo and Gocool Das, was sued by Meer Ubdoolla in Zillah Patna, who claimed to have the village brought to sale, for the realization of the balance of a decree which he held against the above parties, who, in an instalment bond, executed in Patna, (for which reason the plaintiff brought his suit in that District) had pledged the village in question for the discharge of their debt.

The petitioner, objecting to the jurisdiction, appealed to the Sudder Dewanny Adawlut against the order of the Principal Sudder Ameen, dated 20th January, 1848, for the trial of the suit in Patna.

By the Court (Messrs. Tucker and Hawkins.) " As the property under litigation is in Zillah Sa- " run, and its sale was held there, the institution " and trial of the present suit in Zillah Patna is " contrary to law and practice. The plaintiff " must be nonsuited." Order accordingly.

18th March, 1848.

Consent to arbitration, once formally given, cannot be withdrawn, on the mere allegation of one of the parties of unwillingness to abide by the award.

Kaleekunt Bidyabachusputtee,—Petitioner.

The petitioner who had sued Rajnarain Bhuttacharj and others, for the possession of 1½ beegahs of Lakhiraj land and for the stoppage of a pathway, applied for the admission of a special appeal against a decision of the Principal Sudder Ameen of Zillah Nuddeah, dated 18th August, 1847, reversing that in his favour of the Moonsiff of Howrah, dated 10th August preceding.

" ধারাতে হুকুম হইল যে এই প্রকার কোন দাওয়ার " তজবীজ কোন আদালতের মোতালক নহে।

" এই মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্ট খরীদ করণ দ্বারা সাবেক " জমীদারের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন বলিয়া ফরিয়াদী " গবর্ণমেণ্টের নামে নালিশ করিল কিন্তু পূর্ব্বকার লি- " খনমতে ঐ তনখার সঙ্গে জমীদারের আর কোন সম্পর্ক " নাই। এবং গবর্ণমেণ্টের ঐ মহালের মালিক হওনের " বিষয়ে কিছু উত্থাপন না হইয়া যদি গবর্ণমেণ্ট আপনি " দায়ী আছেন বলিয়া তাঁহার নামে নালিশ হইত " তথাপি ঐ দাওয়া গ্রাহ্য হইত না যেহেতুক আই- " নানুসারে ঐ তনখা বহাল রাখণ কি বাজেয়াপ্ত " করণ কেবল গবর্ণমেণ্টের এক্তিয়ার কোন আদালতের " এক্তিয়ার নাই। অতএব দরখাস্ত নামঞ্জুর করিতে " হইবেক।"

১৮৪৮ সাল ৭ মার্চ।

আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তির যে নীলাম হয় তাহা অন্যথা করণের মোকদ্দমা যে জিলাতে ঐ সম্পত্তি আছে সেই জিলাতে উপস্থিত করিতে হইবেক।

বুধই সিংহ। দরখাস্তকারী।

বাবু বৈজনাথ শাহু ও গোকুল দাসের কর্জ্জের জন্যে জিলা সারণের কালেক্টর সাহেব ঐ জিলার মৌজা বিষ্ণুপুর জগদীশ অর্থাৎ কুলহুআ নীলাম করিলে দরখাস্তকারী তাহা খরীদ করিয়াছিল। পরে মীর আবদুল্লা ইহা বলিয়া দরখাস্তকারির নামে জিলা পাটনায় নালিশ করিল যে বাবু বৈজনাথ শাহু ও গোকুল দাসের বিরুদ্ধে আমার হাতে এক ডিক্রী ছিল এবং তাহারা কিস্তিবন্দী খত লিখিয়া দিয়া আপনারদের কর্জ্জ পরিশোধ করিবার নিমিত্তে ঐ গ্রাম বন্ধক রাখিয়াছিল অতএব ডিক্রীর অবশিষ্ট টাকা পাইবার জন্যে ঐ গ্রাম নীলাম হওনের দাওয়া করিতেছি। (ঐ কিস্তিবন্দী খত পাটনা জিলাতে করা গিয়াছিল এইহেতুক ফরিয়াদী ঐ মোকদ্দমা ঐ জিলাতে উপস্থিত করিল।)

দরখাস্তকারী এই মোকদ্দমায় ঐ আদালতের এলাকা নাই বলিয়া প্রধান সদর আমীন ১৮৪৮ সালের ২০ জানুআরি তারিখে ঐ মোকদ্দমার বিচার পাটনাতে হইবার যে হুকুম করিলেন তাহার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন যে " বিরোধি সম্পত্তি " জিলা সারণে আছে এবং সেই জিলাতে তাহার " নীলাম হইয়াছিল অতএব জিলা পাটনায় এই মোক- " দ্দমা উপস্থিত ও বিচার করণ আইন ও ব্যবহারের " বিরুদ্ধ অতএব ফরিয়াদীকে ননসুট করিতে হইবেক।" তদনুসারে হুকুম হইল।

১৮৪৮ সাল ১৮ মার্চ।

উভয় পক্ষ আপনারদের মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করার বিষয়ে রীতিমতে সম্মতি একবার জানাইলে পর যদি এক পক্ষ কেবল বলে যে ঐ সালিসেরদের ফয়সলার মতাচরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই তবে তাহাতে ঐ সম্মতি রহিত করা যাইতে পারে না।

কালীকান্ত বিদ্যাবাচস্পতি। দরখাস্তকারী।

দরখাস্তকারী ১॥০ বিঘা লাখরাজ ভূমির দখলের বাবৎ এবং এক পথ অবরোধ করণার্থ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও অন্যেরদের নামে নালিশ করিল তাহাতে হাবড়ার মুনসেফ ১৮৪৬ সালের ১০ আগষ্ট তারিখে তাহার পক্ষে ডিক্রী করিলেন। পরে জিলা নদীয়ার প্রধান সদর আমীন ১৮৪৭ সালের ১৮ আগষ্ট তারিখে ঐ ডিক্রী অন্যথা করিলেন। দরখাস্তকারী তাঁহার নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত করিল।

By the Court (Mr. Hawkins.) "The Principal "Sudder Ameen, before whom this case was pend- "ing in appeal, made it over to arbitrators for de- "cision, with the consent of the parties; but the "petitioner some time after the reference to the "arbitrators objected to the arrangement. How- "ever, on the return of the proceedings by the ar- "bitrators, the Principal Sudder Ameen disposed "of the case according to their award. As the pe- "titioner first consented, his subsequent retraction "cannot serve him, nor can his application be "granted; otherwise, any one against whom arbi- "trators may appear about to decide, will petition "against their proceeding with the case, which "would be opposed to the spirit and tenor of the "law on the subject. Besides, the petitioner "wishes to have his Ikrarnamah, given of his own "free will to abide by the decision of the arbitra- "tors cancelled, which cannot be allowed."

Application for special appeal rejected.

22d March, 1848.

A summary appeal does not lie against the order of costs in a decree of a regular suit.

Bhurrut Chunder Mujmooadar, and others,— Petitioners.

The Principal Sudder Ameen of Jessore having on the 29th November, 1847, in nonsuiting the Plaintiffs, in an action brought by them against certain parties, charged them with costs of the defendants and an opponent in the suit, they appealed to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court (Mr. Hawkins.) "The petition- "ers pray to be relieved from costs charged against "them in a regular decree; but a summary appeal "for such a purpose is inadmissible; therefore "their arguments against the payment of costs can- "not be taken into consideration." Petition rejected.

22d March, 1848.

The alleged guardianship of a Minor, if disputed by another claimant to the office, should be enquired into before passing judgment in a case, in which such Minor and his guardian may be concerned.

Chunder Madhub Chuckerbutty,—Petitioner.

This was an appeal against an order of the Judge of Dacca, dated 20th September, 1847, striking off the file the petitioner's appeal against the decision of the Principal Sudder Ameen of that district, dated 3d June, 1846, in the case noted in the margin,* because he had not been a party to the case in the Court of First Instance. The Petitioner

* Shibnath Chatterjea, Plaintiff, *versus* Omasunker Biswas, himself and as the guardian of Soorj Koomar Biswas, the minor son of Kishnakunt Biswas, Defendant.

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন যে "প্রধান সদর আমীনের সম্মুখে এই মো- "কদ্দমা আপীলক্রমে উপস্থিত থাকিতে তিনি উভয় "পক্ষের সম্মতিক্রমে তাহা নিষ্পত্তির নিমিত্তে সালি- "সেরদের নিকটে অর্পণ করিলেন কিন্তু সালিসেরদের "নিকটে অর্পণ হওনের কিছু কাল পরে দরখাস্তকারী "তাহাতে আপত্তি করিল। তথাপি সালিসেরা ঐ মো- "কদ্দমার কাগজপত্র ফিরিয়া পাঠাইলে প্রধান সদর "আমীন তাঁহারদের ফয়সলামতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি "করিলেন। দরখাস্তকারী প্রথমে সম্মত হইয়াছিল তা- "হার পর অসম্মত হইলে তাহা রহিত হইতে পারে না "এবং তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইতে পারে না। যদি "তাহা গ্রাহ্য হয় তবে যে কোন ব্যক্তির বোধ হয় যে "সালিসেরা আমার বিরুদ্ধে ফয়সলা করিতে উদ্যত সেই "ব্যক্তি এই দরখাস্ত করিবেক যে সালিসেরা ঐ বিষয়ের "আর তজবীজ না করেন কিন্তু ইহা সালিসেরদের বিষয়ি "আইনের ভাব ও মর্ম্মের বিরুদ্ধ হয়। পুনশ্চ দরখাস্ত- "কারী আপন ইচ্ছামতে যে একরারনামা এই মজমুনে "লিখিয়া দিয়াছিল যে আমি সালিসেরদের ফয়সলাতে "সম্মত হইব সেই একরারনামা বাতিল করিতে চাহে। "কিন্তু ইহা হইতে পারে না।"

অতএব খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল।

১৮৪৮ সাল ২২ মার্চ।

নম্বরী মোকদ্দমার ডিক্রীতে খরচার বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহার উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে না।

ভরতচন্দ্র মজুমদার এবং অন্যেরা। দরখাস্তকারী।

ফরিয়াদীরা কোন২ লোকের নামে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল তাহাতে যশোহরের প্রধান সদর আমীন ১৮৪৭ সালের ২৯ নবেম্বর তারিখে তাহারদিগকে ননসুট করিয়া হুকুম করিলেন যে ঐ মোকদ্দমাতে আসামীরদের এবং এক জন প্রতিবাদির খরচা ফরিয়াদীরদের দিতে হইবেক। তাহাতে ফরিয়াদীরা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন যে "নম্বরী ডিক্রীতে দরখাস্তকারিরদের বিরুদ্ধে "যে খরচা দিবার হুকুম হয় তাহাহইতে তাহারা মুক্ত- "হওনের প্রার্থনা করে কিন্তু এই বাবতে সরাসরী আ- "পীল গ্রাহ্য হইতে পারে না অতএব খরচা না "দেওনের বিষয়ে তাহারা যে কারণ জানাইয়াছে তা- "হার বিচার হইতে পারে না।" তাহাতে দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল।

১৮৪৮ সাল ২২ মার্চ।

যদি নাবালগ ও তাহার সংসারাধ্যক্ষ কোন মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকে এবং সেই পদের অন্য এক দাওয়াদার ঐ সংসারাধ্যক্ষতার বিষয়ে আপত্তি করে তবে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী করণের পূর্ব্বে ঐ বিরোধি সংসারাধ্যক্ষতার বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।

চন্দ্রমাধব চক্রবর্ত্তী। দরখাস্তকারী।

* নীচের লিখিত মোকদ্দমাতে ঢাকার প্রধান সদর আমীন ১৮৪৬ সালের ৩ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন তাহার উপর দরখাস্তকারী ঐ জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল করিলে তিনি ১৮৪৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ আপীল নয়র খারিজ করিলেন যেহেতুক ঐ মোকদ্দমা আদালতে প্রথম উপস্থিত হইলে দরখাস্তকারী তাহার এক পক্ষ ছিল না তথাপি ঐ দরখাস্তকারী ঐ আদালতে এক দরখাস্ত দাখিল করি-

* যে মোকদ্দমাতে শিবনাথ চাটুয্যা ফরিয়াদী ও উমাশঙ্কর বিশ্বাস স্বয়ং ও কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাসের নাবালগ পুত্র সূর্য্যকুমার বিশ্বাসের সংসারাধ্যক্ষস্বরূপ আসামী সেই মোকদ্দমা।

however had presented in it a petition, stating that he was the guardian of the minor; and that the suit was a collusive one to injure the latter's rights.

By the Court, (present Mr. Hawkins.) "The "papers of the case do not shew that petitioner "*is not guardian* of the minor, which he appeared "and represented himself to be. Enquiry should "have been made into his statement; and, if prov- "ed, the case should have been disposed of in his "presence. For these reasons, the Zillah Judge "will restore his appeal to the file; and pass such "orders on it as may be proper, with reference to "the above remarks." Order accordingly.

28th March, 1848.

Execution of a Zillah decree stayed by the Sudder Dewanny Adawlut, in consequence of the lands forming the subject of litigation being undefined in the plaint and equally so in the decree.

Ooman Dutt, and Gouree Dutt,—Petitioners.

This was an appeal from an order of the Judge of Patna, dated 1st September, 1847, directing the petitioners to be put in possession of 176 Beegahs as defined by the Moonsiff of Hilsa, and 19 other Beegahs of a corresponding quality, in execution of their decree obtained on the 18th December, 1841, against Ram Suhaee Sing and others.

It appeared, that on first execution of the decree Moolvee Ullee Kurreem, the auction purchaser of Mouzah Mudhoona, to which the lands in dispute appertained, and Munkur Muhton, and others ryots, separately complained that the decree did not refer to the lands pointed out by the petitioners as the subject of it. Their objections coming before the Sudder Dewanny Adawlut, an order was passed on the 2d November, 1846, that possession should only be given after local investigation, which having been made by the above Moonsiff, under the orders of the Zillah Judge, and the petitioners being unwilling to take the lands adjudged to them, they appealed to the Sudder Dewanny Adawlut.

By the Court (Mr. Hawkins.) "Mouzah Mu- "dhoona was sold for arrears of revenue after the "decree in favour of petitioners was passed; there- "fore it is doubtful if it can be executed, as the "subject of dispute was the right to hold lands "under a *Mocurrurree* lease granted long after the "Decennial Settlement. Apart from this, the Roo- "bookaree of the Judge does not indicate what lands "the petitioners are to be put in possession of. "The plaint and final decree mention only the "name of the village and 200 beegahs without "specification of boundaries. When the plaint is "so vague, and the decree so indefinite, the latter "cannot possibly be executed. Although it has been "pending execution for six years, it is just where it "was. Under the circumstances of so indistinct "a plaint and decree, the petitioners have no re-

[*Government Gazette, 2d May*, 1848.]

য়াছিল যে আমি ঐ নাবালগের সংসারাধ্যক্ষ ও ঐ নাবালগের স্বত্ব হানি করিবার জন্যে এই মোকদ্দমা গপ্তাক্রমে হইয়াছে। জজ সাহেবের ঐ হুকুমের উপর এই আপীল হয়।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন "দৃষ্ট হয় যে দরখাস্তকারী ঐ নাবালগের "সংসারাধ্যক্ষ এবং তিনি আপনিও তাহা কহিয়াছেন "এবং তিনি যে সংসারাধ্যক্ষ নহেন ইহা মোকদ্দমার "কাগজপত্রের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে না। অতএব দরখাস্ত- "কারির এজহারের বিষয় প্রথম তজবীজ করা উচিত "ছিল এবং তাহা যদি সাব্যস্ত হইল তবে তাহার সম্মুখে "ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হইত। এই২ হেতুতে "জিলার জজ সাহেব দরখাস্তকারির আপীল সাবেক "নম্বরে বহাল করিয়া উক্ত কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া "যে হুকুম উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করিবেন।" তদনু- সারে হুকুম হইল।

১৮৪৮ সাল ২৮ মার্চ।

যে ভূমি লইয়া মোকদ্দমা হয় তাহার সীমা নালিশী আরজীতে এবং ডিক্রীতে নির্দ্দিষ্ট না হওয়াপ্রযুক্ত সদর দেওয়ানী আদালত জিলার ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিলেন।

উমান দত্ত ও গৌরী দত্ত। দরখাস্তকারী।

দরখাস্তকারিরা রামসহায় সিংহ ও অন্যেরদের বিরুদ্ধে ১৮৪১ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে যে ডিক্রী পাইয়াছিল তাহা জারীক্রমে পাটনার জজ সাহেব ১৮৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে হুকুম করিয়াছিলেন যে হিলশ্যার মুনসেফের নির্দ্দিষ্টমতে ১৭৬/ বিঘা এবং তাহার তুল্য গুণের অন্য ১৯/ বিঘা ভূমির দখল দরখাস্তকারিরদিগকে দেওয়া যায়। জজ সাহেবের ঐ হুকুমের উপর এই আপীল হইল।

ঐ বিরোধি ভূমি মৌজা মধুনার শামিল এবং দৃষ্ট হইতেছে যে ডিক্রী প্রথমে জারী হওনের সময়ে ঐ মৌজার নীলামী খরীদার মৌলবী আলী করিম এবং মঙ্কর মহতুন রাইয়ত এবং অন্যান্য রাইয়ত স্বতন্ত্ররূপে এইমত নালিশ করিয়াছিল যে দরখাস্তকারিরা যে ভূমি দেখাইয়া বলে যে ইহার ডিক্রী হইয়াছে সেই ভূমির বিষয়েতে ঐ ডিক্রীর সম্পর্ক নাই। তাহারদের আপত্তি সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা গেলে ১৮৪৬ সালের ২ নবেম্বর তারিখে হুকুম হইল যে সরে জমীনে তহকীক না হইলে ভূমির দখল দেওয়া যাইবেক না অতএব জিলার জজ সাহেবের হুকুমমতে ঐ মুনসেফ সরে জমীনে তহকীক করিয়াছিলেন কিন্তু দরখাস্তকারিরদের যে ভূমি ঐ তহকীকমতে নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা লইতে তাহারা নারাজ হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন যে "দরখাস্তকারিরদের পক্ষে ডিক্রী হইলে "পর মৌজা মধুনা বাকী রাজস্বের নিমিত্তে নীলাম হই- "য়াছিল। অতএব ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারে কি না "এই বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে যেহেতুক দশসনী বন্দো- "বস্তের অনেক কাল পরে যে মোকররী পাট্টা দেওয়া "যায় তৎক্রমে ভূমির দখলের স্বত্বের বিষয়ে বিরোধ "হইয়াছিল। তাহা ছাড়া দরখাস্তকারিরদিগকে যে২ "ভূমির দখল দিতে হইবেক তাহা জজ সাহেবের রুব- "কারীতে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। নালিশী আরজীতে এবং "চূড়ান্ত ডিক্রীতে গ্রামের নাম ও ২০০/ বিঘা এই- "মাত্র লেখা আছে কিন্তু ঐ ভূমির সীমা নির্দ্দিষ্ট "নাই। যদি নালিশী আরজী এমন অনিশ্চিত "এবং ডিক্রীও অনিশ্চিত তবে ডিক্রী কোন প্রকারে "জারী হইতে পারে না। ঐ ডিক্রী জারী ছয়-বৎসর- "অবধি হইতেছে তথাপি প্রথমে যেমন ছিল তেমনি.

" source but to apply for a review of the latter, till " they do which its execution must inevitably be " stopped. In the mean time the Judge's order, " confirming the investigation of the Moonsiff, must " be set aside." Order accordingly.

REPORTS OF REGULAR CASES DETERMINED BY THE COURT OF SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

22d September, 1847.

Course to be pursued by an Appellate Court, in an appeal from an *ex-parte* award, when default has been explained or otherwise.

Bodha Mehton, and others,—(*Plaintiffs,*)

versus

Radha Bibi, and others,—(*Defendants.*)

This case was heard on the application of the defendant, Radha Bibi, for the admission of a special appeal from the decision of Ibrahim Khan, Principal Sudder Ameen of Patna, under date the 9th March, 1847, confirming that of the Sudder Moonsiff, dated 3d September, 1846.

The application was granted by the Court, (present Mr. J. A. F. Hawkins,) on the following grounds.

" A dispute existed between the Defendant, " Radha Bibi, and Durga Bibi, in regard to the " possession of certain real property, which was de- " cided by the Criminal Court, under Act 4 of " 1840, in favor of Radha Bibi. The plaintiffs " now sued to set aside that order, as farmers hold- " ing a lease from Durga Bibi.

" The defendant, Radha Bibi, did not appear in " the Moonsiff's Court, and the case was decided " *ex-parte* in favor of the plaintiffs.

" On appeal by Radha Bibi, the decree of the " Moonsiff was confirmed on the merits of the case " by the Principal Sudder Ameen.

" The Principal Sudder Ameen has acted irre- " gularly in proceeding as he has done. Under " the present practice of the Courts, he should " have called upon Radha Bibi, to justify her de- " fault in the Court of First Instance. In failure " of such justification, he should have rejected the " appeal on that ground only. If he considered, " on the other hand, that the default had been ex- " plained, so as to admit the defendant to a hearing " he should have remanded the case to the Moon- " siff for re-investigation, after taking the de- " fence.

" I admit the appeal, and remand the case to the " Principal Sudder Ameen to be disposed of with " reference to the foregoing remarks."

23d September, 1847.

To decide upon evidence given in a case in the Magistrate's Court, when the *viva voce* testimony of the same persons is to be had, is irregular.

" আছে এমত অস্পষ্ট আরজী ও ডিক্রী থাকিতে দর- " খাস্তকারিদের কেবল এই উপায় রহিল যে ডিক্রীর " পুনর্ব্বিচার হইবার দরখাস্ত করে তাহা যাবৎ না করে " তাবৎ ডিক্রী জারী অবশ্য স্থগিত রাখিতে হইবেক। " ইতিমধ্যে জজ সাহেবের যে হুকুমক্রমে মুনসেফের " তহকীক বহাল হইল তাহার অন্যথা করিতে হইবেক।" তদনুসারে হুকুম হইল।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৪৭ সাল ২২ সেপ্টেম্বর।

একতরফা নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে যখন ত্রুটির কারণ স্পষ্ট জানান গিয়াছে কি না গিয়াছে তখন আপীল আদালতের যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

বুদ্ধ মেহতন এবং অন্যেরা। ফরিয়াদী।

রাধা বিবি এবং অন্যেরা। আসামী।

পাটনার সদর মুনসেফ ১৮৪৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করিলেন তাহা ঐ জিলার প্রধান সদর আমীন ইবরাহিম খাঁ ১৮৪৭ সালের ৯ মার্চ তারিখে বহাল রাখিলেন। তাঁহার নিষ্পত্তির উপর আসামী রাধা বিবি খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত করাতে এই মোকদ্দমার শুননি হইল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত জে এ এফ হকিন্স সাহেব এই২ হেতুতে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন।

" আসামী রাধা বিবি এবং দুর্গা বিবির মধ্যে কতক " স্থাবর সম্পত্তির ভোগদখলের বিষয়ে বিবাদ হওয়াতে " তাহা ফৌজদারী আদালতে ১৮৪০ সালের ৪ আই- " নানুসারে রাধা বিবির পক্ষে নিষ্পত্তি হইল। তাহাতে " ফরিয়াদীরা দুর্গা বিবির স্থানে পাট্টা লইয়া ইজারদার " আছে বলিয়া ঐ হুকুম অন্যথা করিবার নিমিত্তে দর- " খাস্ত করিল।

" আসামী রাধা বিবি মুনসেফের আদালতে হাজির " না হওয়াতে মোকদ্দমার একতরফা বিচার হইয়া ফরি- " য়াদীরদের পক্ষে ডিক্রী হইল।

" তাহার উপর রাধা বিবি আপীল করিলে প্রধান " সদর আমীন মোকদ্দমার দোষগুণানুসারে বিচার ক- " রিয়া মুনসেফের ডিক্রী বহাল রাখিলেন।

" কিন্তু প্রধান সদর আমীনের এই কার্য্য বেদাঁড়া " হইয়াছে। আদালতের বর্ত্তমান ব্যবহারমতে তাঁ- " হার উচিত ছিল যে মোকদ্দমা যে আদালতে প্রথমে " উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতে রাধা বিবির " ত্রুটি হইবার মাতবর কারণ জানাইতে তাহাকে " হুকুম করেন এবং মাতবর কারণ না জানাইলে " কেবল সেই হেতুতে আপীল নামঞ্জুর করেন। কিন্তু " যদি তিনি বোধ করিলেন যে ঐ ত্রুটির এমত মাতবর " কারণ দেওয়া গিয়াছে যে আসামীর মোকদ্দমার শুননি " হইতে পারে তবে তাঁহার উচিত যে ঐ মোকদ্দমা " মুনসেফের নিকটে ফিরিয়া পাঠান এবং তিনি তাহার " জওয়াব লইলে পর তাহা পুনর্ব্বিচার করিবেন।

" আমি আপীল মঞ্জুর করি এবং পূর্ব্বোক্ত কথায় " দৃষ্টি রাখিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওনের জন্যে প্রধান " সদর আমীনের নিকটে তাহা ফিরিয়া পাঠাই।"

১৮৪৭ সাল ২৩ সেপ্টেম্বর।

যখন সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় তাহারা যে সাক্ষ্য দিয়াছিল তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা বেদাঁড়া।

Mitrjeet Lal and others,—Plaintiffs,
versus
Baboo Soondur Sahee,—Defendant.

This case was heard on the application of the defendant, for the admission of a special appeal from the decision of the Judge of Zillah Sarun, under date the 13th April, 1846, affirming that of the Principal Sudder Ameen of the same District, dated 8th August, 1844.

The application was granted by the Court (present Mr. C. Tucker) on the following grounds:

"The present suit was for possession of 41 *bee-*" *gahs*, 12 *biswas* and 4 *dhoons* of land, said to "appertain to *Mouzah* Delharee Khord. The de-"fendant claimed them as appertaining to *Mouzah* "Delharee Kullan. It was a boundary dispute, "and the possession of the defendant had been pre-"viously declared by the Magistrate in a case un-"der Act 4 of 1840.

"The Lower Courts have now decided in favour "of the plaintiffs, on the deposition of certain wit-"nesses taken by the law officer, who was deput-"ed by the Magistrate to make a local enquiry, "preparatory to the decision of the case under Act "4 of 1840; but without summoning those wit-"nesses, and taking their depositions, *de novo*, in "presence of the parties. This being irregular, I "admit a special appeal; and remand the proceed-"ings to the Zillah, in order that the irregularity "may be corrected. The Judge will return the "proceedings to the Principal Sudder Ameen, with "instructions to require the party, wishing for the "evidence of the witnesses above alluded to, to "summon them in the usual manner; and, after "examination duly had, to dispose of the case."

5th February, 1848.

Circular Order of the Nizamut Adawlut, dated 10th December, 1830, is no bar to the institution of a suit for the removal of a haut.

Komul Lochun Ghose, and others,—Appellants, (Plaintiffs.)

versus

Baghiruttee Dibbea,—Respondent, (Defendant.)

This case, which was instituted in Zillah Mymensingh, on the 1st July, 1842, was admitted to a special appeal, on the 1st March, 1845, under the following certificate recorded by Mr. J. F. M. Reid.

"The petitioners (appellants,) having, on 22d March, 1823, obtained a decree against the defendant, forbidding her to establish a haut in the vicinity of that established by petitioners at Kewulgunge, sued the defendant again to remove a haut established in Bhadoon, 1247, (August—September, 1840.) On the strength of the former decree, the Moonsiff of Nitrokona passed a decree for petitioners on the 26th August, 1843, but the Principal Sudder Ameen, on the strength of Circular Order

মিত্রজিৎ লাল এবং অন্যেরা। ফরিয়াদী।

বাবু সুন্দর [illegible]ী। আসামী।

জিলা সারণের প্রধান সদর আমীন ১৮৪৪ সালের ৮ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করিলেন তাহা ঐ জিলার জজ সাহেব ১৮৪৬ সালের ১৩ আপ্রিল তারিখে বহাল রাখিলেন তাহাতে আসামী খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত করাতে এই মোকদ্দমার শুননি হইল।

তাহাতে সদর আদালতের জজ শ্রীযুত সি টকর সাহেব এই২ হেতুতে দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন।

"এই মোকদ্দমা ৪১ বিঘা ১২ বিশ্বা ৪ ধুন ভূমির "দখলের বাবৎ হইয়াছিল এবং কথিত ছিল যে ঐ "ভূমি মৌজা দেলহারি খর্দ্দের শামিল কিন্তু আসামী "তাহা মৌজা দেলহারি কল্লানের শামিল কহিয়া তাহার "দাওয়া করিল। অতএব ইহা সীমানার বিষয়ি বিবাদ "এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহার পূর্ব্বে ১৮৪০ সালের "৪ আইনানুসারে মোকদ্দমা বিচার করিয়া স্থির করি"লেন যে ঐ ভূমি আসামীর দখলে আছে।

"১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি "করণের পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সরেজমীনে তহকীক "করণার্থ যে ফতওয়াদায়ককে পাঠাইয়াছিলেন তিনি "কতক সাক্ষির যে জোবানবন্দী লইয়াছিলেন তদনুসারে "অধস্থ আদালতের বিচারকর্ত্তারা এক্ষণে ফরিয়াদীরদের "পক্ষে ডিক্রী করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা ঐ সাক্ষিরদি"গকে তলব করিলেন না এবং ঐ উভয় পক্ষের সাক্ষাতে "তাহারদের জোবানবন্দী পুনর্ব্বার লইলেন না ইহা "বেদাঁড়া হওয়াতে আমি খাস আপীল মঞ্জুর করি এবং "ঐ বেদাঁড়া কার্য্য শুধরাইবার নিমিত্তে আমি রুব"কারী জিলার জজ সাহেবের নিকটে ফিরিয়া পাঠাই। "তিনি ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্র প্রধান সদর আমীনের "নিকটে পাঠাইয়া হুকুম করিবেন যে যে পক্ষ উপরের "উক্ত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে চাহে সেই পক্ষ "রীতিমত তাহারদিগকে তলব করে তিনি এমত হুকুম "করেন এবং উপযুক্তমতে বিচার করিলে পর মোক-"দ্দমা নিষ্পত্তি করেন।"

১৮৪৮ সাল ৫ ফেব্রুআরি।

১৮৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখের সদর নিজামৎ আদালতের সরক্যুলর অর্ডর হাট উঠাইয়া লইবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের বাধাজনক নহে।

কমললোচন ঘোষ এবং অন্যেরা আপেলান্ট। ফরিয়াদী।

ভাগীরথী দেবী রেস্পাণ্ডেন্ট। আসামী।

এই মোকদ্দমা ১৮৪২ সালের ১ জুলাই তারিখে জিলা ময়মুনসিংহে উপস্থিত করা গিয়াছিল এবং শ্রীযুত জে এফ এম রীড় সাহেব নীচের লিখিত যে সর্টিফিকট লিখিয়াছিলেন তদনুসারে ১৮৪৫ সালের ১ মার্চ তারিখে ঐ মোকদ্দমা খাস আপীলে গ্রাহ্য হইল।

"দরখাস্তকারিরা অর্থাৎ আপেলান্টেরা কেবলগঞ্জে যে হাট বসাইয়াছিল তাহার নিকটে আসামীর অন্য এক হাট বসাইতে নিষেধ করিবার এক ডিক্রী তাহারা ১৮২৩ সালের ২২ মার্চ তারিখে পাইয়াছিল। পরে আসামী ১২৪৭ সালের ভাদ্র মাসে অর্থাৎ ১৮৪০ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে যে হাট বসাইয়াছিল তাহা উঠাইবার জন্যে দরখাস্তকারিরা তাহার নামে পুনর্ব্বার নালিশ করিল। তাহাতে নেত্রকোণার মুনসেফ পূর্ব্বকার ডিক্রীর অনুসারে ১৮৪৩ সালের ২৬ আগষ্ট তারিখে দরখাস্তকারিরদের পক্ষে ডিক্রী করিলেন কিন্তু প্রধান সদর আমীন ১৮৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখের সদর নিজামৎ আদালতের সর-

of Nizamut Adawlut, of 10th December, 1830, reversed the order on the 15th January following.

"As it has not been hitherto decided by this Court, whether the said Circular is or is not, a bar to the institution of suits for the purpose of putting down hauts, I think a special appeal should be admitted to try the point."

By the Court (present Mr. Tucker, Sir R. Barlow, and Mr. Hawkins.)

"The Court are of opinion, that the Circular
"Order of the Nizamut Adawlut is not a bar to
"the institution of a suit of the nature alluded to,
"nor to the investigation of the plaintiff's claim by
"the Civil Courts. The Principal Sudder Ameen
"has gone, according to the certificate, solely up-
"on the Circular; and therefore, considering his
"decree to be incomplete, we remand the case to
"be tried upon its merits."

NOTIFICATIONS.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

APPOINTMENT.

The 26th April, 1848.

Moulvy Gholam Rubanee (who has obtained a diploma,) to be Acting Moonsiff of Commercolly, Zillah Jessore.

LEAVES OF ABSENCE.

The 22d April, 1848.

Baboo Shumbhoochunder Chatterjee, Moonsiff of Santipore, Zillah Nuddea, for one month.

Moulvy Syud Ahmud, Moonsiff of Tirmohunee, Zillah Jessore, for two days.

The unexpired portion of the leave of absence for six months, granted on the 5th November last, to Baboo Kassissur Mitter, Moonsiff of Sooksaugur, Zillah Nuddea, is cancelled at his own request from the 4th instant.

The 26th April, 1848.

Baboo Gopeemohun Roy, Moonsiff of Manikgunge, Dacca, for one month, in extension of that granted on the 17th ultimo.

Baboo Gungachurn Shome, Moonsiff of Sulimabad, Zillah East Burdwan, for fifteen days, from the 18th instant.

Baboo Radhanath Chatterjee, Moonsiff of Commercolly, Zillah Jessore, for six weeks from the 13th instant.

B. J. Colvin, *Register*.

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৬৭৯ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্ন্নর্ সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৮ সাল ১৫ আপ্রিল।

শ্রীযুত ডবলিউ জানসন সাহেব (Mr. W. Johnson,)

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৮। ২ মে।]

ক্যুলর অর্ডরঅনুসারে ১৮৪৪ সালের ১৫ জানুআরি তারিখে ঐ হুকুম অন্যথা করিলেন।

"পরন্তু হাট উঠাইয়া দেওনের জন্যে মোকদ্দমা করিতে উক্ত সরক্যুলর অর্ডরে নিষেধ আছে কি না এই বিষয় এই আদালতের দ্বারা এখনপর্য্যন্ত নিষ্পত্তি হয় নাই অতএব তাহার তজবীজ করিবার নিমিত্তে আমার বোধ হয় যে খাস আপীল মঞ্জুর করা উচিত।"

সদর আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত সর আর বার্লো সাহেব ও শ্রীযুত হকিন্স সাহেব কহিলেন যে।

"সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে সদর
"নিজামৎ আদালতের সরকুলর অর্ডরের দ্বারা উক্ত
"প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত করণের এবং দেওয়ানী
"আদালতের দ্বারা ফরিয়াদীর দাওয়ার তজবীজ হওনের
"বাধা নাই। ঐ সর্টিফিকটে দৃষ্ট হইতেছে যে প্রধান
"সদর আমীন কেবল ঐ সরক্যুলর অর্ডরের উপর
"নির্ভর করিয়াছিলেন অতএব তাঁহার ডিক্রী অসম্পূর্ণ
"জ্ঞান করিয়া আমরা ঐ মোকদ্দমার দোষগুণঅনুসারে
"বিচার হইবার জন্যে তাহা ফিরিয়া পাঠাই।"

John C. Marshman, *Bengalee Translator*.

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৮ সাল ২৬ আপ্রিল।

যোগ্য তার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত মৌলবী গোলাম রবানী জিলা যশোহরে কুমারখালীর এক্টিং মুনসেফ হইবেন।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ২২ আপ্রিল।

জিলা নদীয়ার শান্তিপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র চাটুয্যা এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা যশোহরের ত্রিমোহনীর মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ আহমদ দুই দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা নদীয়ার সুখসাগরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কাশীশ্বর মিত্রকে গত নবেম্বর মাসের ৫ তারিখে যে ছয় মাসের ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল তাঁহার প্রার্থনামতে বর্ত্তমান মাসের ৪ তারিখঅবধি রহিত হইল।

১৮৪৮ সাল ২৬ আপ্রিল।

জিলা ঢাকার মাণিকগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন রায় গত মাসের ১৭ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের সলীমাবাদের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সোম বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখঅবধি পনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা যশোহরের কুমারখালীর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু রাধানাথ চাটুয্যা বর্ত্তমান মাসের ১৩ তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

বি জে কলবিন। রেজিষ্টর।

কর্ম্মে ইশ্তাফা দেওয়াতে শ্রীযুত জে সি গ্রেহাম সাহেব (Mr. J. C. Graham,) সম্বলপুরের ডাকাধ্যক্ষের আসিষ্টান্ট হইবেন।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ১২ আপ্রিল।

পশ্চিম বর্দ্ধমানের ফতওয়াদায়ক শ্রীযুত মৌলবী একরামউল হক গত মাসের ৩০ তারিখের প্রাপ্ত ছুটীর অতিরিক্ত বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখে যে দুই সপ্তাহের

ছুটী পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রার্থনায় রহিত হইয়াছে।

১৮৪৮ সাল ১৭ আপ্রিল।

শাহাবাদের কালেক্টর শ্রীযুত আর এন ফারকর্সন সাহেব (Mr. R. N. Farquharson,) স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৮ সাল ১৫ আপ্রিল।

শ্রীযুত কাপ্তান এচ এল তামস সাহেব (Captain H. L. Thomas,) শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের দ্বারা কলিকাতার মাষ্টর এটেণ্ডেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখে আপন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর্ সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

৬৯৮ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর্ সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৮ সাল ১৭ আপ্রিল।

শ্রীযুত সি এফ মণ্ট্রেসর সাহেবের (Mr. C. F. Montresor,) অনুপস্থান কিম্বা অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত শ্রীযুত জে আর মসপ্রাট সাহেব (Mr. J. R. Muspratt,) যশোহরে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটী ও ডেপুটী কালেক্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন এবং খুলনা এলাকা খণ্ডের কর্ম্ম চালাইবেন।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ১৭ আপ্রিল।

ভাগলপুরের সদর আমীন শ্রীযুত বাবু নকুড়চন্দ্র চৌধুরী স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৮ সাল ১৯ আপ্রিল।

ঢাকার সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত হেনরি সুইটনহাম সাহেব (Mr. Henry Swetenham,) বর্ত্তমান মাসের ১১ তারিখে আপন সিরিশ্তার চলিত কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত সৈয়দ আবাস আলীর প্রতি অর্পণ করেন।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর্ সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

৭১৯ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর্ সাহেবের হুকুম।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ১৯ আপ্রিল।

মেদিনীপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত সি মাকি সাহেব (Mr. C. Mackay,) স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে পনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

পশ্চিম বর্দ্ধমানের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর চৌধুরী স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে দুই সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

যশোহরের দ্বিতীয় প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু লোকনাথ বসুকে বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখে যে ছুটী ঐ মাসের ৯ তারিখঅবধি ১৬ তারিখপর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে দেওয়া গিয়াছিল তাহা কম হইয়াছে অর্থাৎ তিনি বর্ত্তমান মাসের ১৩ ও ১৪ তারিখে দুই দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

ত্রিপুরার অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবচন্দ্র চাটুর্য্যা পূর্ব্বে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে আরো তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৮ সাল ২৬ আপ্রিল।

ময়মুনসিংহের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত আর ই কনলিফ সাহেব (Mr. R. E. Cunliffe,) বর্ত্তমান মাসের ১৪ তারিখে আপনার সিরিশ্তার কর্ম্মের ভার একটিং প্রধান সদর আমীনের স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

ভাগলপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত ডবলিউ এস আলেকজাণ্ডর সাহেব (Mr. W. S. Alexander,) দায়েরসায়েরী কর্ম্মে গমনার্থ আপন সিরিশ্তার চলিত কর্ম্মের ভার প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করেন।

দিনাজপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত জেম্স গ্রাণ্ট সাহেব (Mr. James Grant,) বর্ত্তমান মাসের ১৭ তারিখে আপন সিরিশ্তার চলিত কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীনের স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

রঙ্গপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত টি ওয়াইয়েট সাহেব (Mr. T. Wyatt,) দায়েরসায়েরী কর্ম্মে বগুড়াতে গমনার্থ বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখে আপন সিরিশ্তার চলিত কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করেন।

ত্রিপুরার একটিং কালেক্টর শ্রীযুত ও ডবলিউ মালেট সাহেব (Mr. O. W. Malet,) বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখে আপন কর্ম্মের ভার শ্রীযুত সি আর কার্ণক সাহেবের (Mr. C. R. Carnac,) স্থানে গ্রহণ করেন।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর্ সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি।

---

৭৪৫ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর্ সাহেবের হুকুম।

ছুটী।

১৮৪৮ সাল ২৬ আপ্রিল।

বেহারের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত অনরবিল রাবর্ট ফর্বস সাহেব গত ফেব্রুআরি মাসের ১৬ তারিখে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ত্রিপুরার সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত ডবলিউ পিট সাহেব (Mr. W. Pitt,) স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ সি ওয়াটসন সাহেবকে (Mr. W. C. Watson,) গত মাসের ১৬ তারিখে যে আট মাসের ছুটী দেওয়া যায় তাহা ঐ মাসের ২৪ তারিখঅবধি আরম্ভ হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৮ সাল ২৬ আপ্রিল।

ভাগলপুরের সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত ডবলিউ এস আলেকজাণ্ডর সাহেব (Mr. W. S. Alexander,) বর্ত্তমান মাসের ২১ তারিখে আপন সিরিশ্তার চলিত কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীনের স্থানে পুনর্গ্রহণ করেন।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর্ সাহেবের হুকুমক্রমে।

এফ জে হালিডে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

MEDICAL COLLEGE.

14TH YEAR—SESSION 1848-49.

SUMMER TERM.

The first division of the Session will commence on Thursday, the 15th June, 1848, and continue until the 15th November, when lectures will be delivered on the following subjects:

ENGLISH CLASS.

ANATOMY AND PHYSIOLOGY, By *H. Walker, Esq.,*......	Daily except Tuesday, from 11 to 12.
DESCRIPTIVE & SURGICAL ANATOMY, ... By *A. Webb, Esq.,*	Mondays, Wednesdays and Fridays, from 12 to 1.
BOTANY, ... By *H. Falconer, Esq., M. D.,*	Tuesdays, Wednesdays, Fridays, and Saturdays, from 10 to 11 A. M.
CHEMISTRY, ... By *A. Robertson, Esq.,* ...	Mondays, Wednesdays and Fridays, at 3 P. M.
PRINCIPLES & PRACTICE OF MEDICINE, ... By *J. Jackson, Esq., M. B.,*	Mondays, from 3 to 4; Tuesdays, Thursdays and Saturdays, from 2 to 3 P. M.
PRINCIPLES OF SURGERY,... By *R. O'Shaughnessy, Esq.,*	Mondays and Wednesdays, from 2 to 3 P. M.
CLINICAL SURGERY, ... By *Ditto,*	Fridays, from 2 to 3 P. M.
MATERIA MEDICA AND THERAPEUTICS, ... By *F. J. Mouat, Esq., M. D.,*	Daily, from 10 to 11 A. M.
MIDWIFERY, ... By *H. H. Goodeve, Esq., M. D.,*	Tuesdays, Wednesdays, Fridays and Saturdays, at 3 P. M.

MILITARY CLASS.

PUNDIT MUDUSUDEN GUPTA will lecture on Anatomy and Surgery. Sub-Assistant Surgeon SHIBCHUNDER KURMOKAR will teach Medicine and Materia Medica.

HOSPITAL ATTENDANCE.

MALE HOSPITAL, ... *Medical Visit,*	From 1½ to 2 P. M., daily.
DITTO, ... *Surgical Visit,*..	1 P. M. daily.
FEMALE AND LYING-IN HOSPITAL, ...	Daily at 4 P. M.

OUT-DOOR DISPENSARY, from 7 to 11 A. M. daily, and from 5 to 6 P. M.

A general introductory lecture will be delivered on the 15th June by Professor Goodeve.

(By Order,)

FRED. J. MOUAT, M. D.,
Secretary.

Council of Education,
April 4, 1848.

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৪৮ । ২ মে ।]

মেডিকেল কালেজ ।

চতুর্দ্দশ বৎসর—সেশন ১৮৪৮ । ৪৯ ।

গ্রীষ্মকালীন বৈঠক ।

বৈঠকের প্রথমাংশ ১৮৪৮ সালের ১৫ জুন তারিখ বৃহস্পতিবারে আরম্ভ হইয়া নবেম্বর মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত চলিবেক সেই বৈঠকে নীচের লিখিত বিদ্যার শিক্ষা হইবেক ।

ইঙ্গরেজী সম্প্রদায় ।

ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ও তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা শ্রীযুত এচ ওয়াকর সাহেব দিবেন ।	মঙ্গলবার ছাড়া প্রতিদিন ১১ ঘণ্টাঅবধি দুই প্রহরপর্য্যন্ত ।
ব্যাখ্যার্থ ও অস্ত্রঘটিত ব্যবচ্ছেদবিদ্যার শিক্ষা শ্রীযুত এ উএব সাহেব দিবেন ।	সোমবার ও বুধবার ও শুক্রবার বেলা ১২ ঘণ্টাঅবধি ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ।
উদ্ভিদ্বিদ্যা শ্রীযুত ডাক্তর এচ ফকনর সাহেব ।	মঙ্গলবার বুধবার শুক্রবার ও শনিবার ১০ ঘণ্টাঅবধি ১১ ঘণ্টাপর্য্যন্ত ।
কিমিয়াবিদ্যা শ্রীযুত এ রাবর্টসন সাহেব ।	সোমবার ও বুধবার ও শুক্রবার ৩ ঘণ্টার সময়ে ।
ঔষধের মূলনিয়ম ও ব্যবহারের শিক্ষা শ্রীযুত জে জাকসন সাহেব দিবেন ।	সোমবার ৩ ঘণ্টাঅবধি ৪ ঘণ্টাপর্য্যন্ত মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার শনিবার ২ ঘণ্টাঅবধি ৩ ঘণ্টাপর্য্যন্ত
অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার মূলনিয়ম শ্রীযুত আর ওশাগনেসি সাহেব	সোমবার ও বুধবার ২ ঘণ্টাঅবধি ৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত।
শয্যাগত ব্যক্তিরদের অস্ত্রচিকিৎসা ঐ সাহেব ।	শুক্রবার ২ ঘণ্টাঅবধি ৩ ঘণ্টাপর্য্যন্ত ।
মাটিরিয়া মেডিকা এবং রোগের উপশমক বিদ্যা শ্রীযুত ডাক্তর এফ জে মৌআট সাহেব ।	প্রতিদিন ১০ ঘণ্টাঅবধি ১১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ।
ধাত্রীত্ব বিদ্যা শ্রীযুত ডাক্তর এচ এচ গুডীব সাহেব ।	মঙ্গল ও বুধ ও শুক্র ও শনিবার ৩ ঘণ্টার সময় ।

সৈন্যসম্পর্কীয় সম্প্রদায় ।

শ্রীযুত পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও অস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যার বিষয়ে শিক্ষা দিবেন । সব-আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত শিবচন্দ্র কর্ম্মকার ঔষধ এবং মাটিরিয়া মিডিকা বিষয়ে শিক্ষা দিবেন ।

হাসপাটালে রোগিরদের সেবা ।

পুরুষেরদের হাসপাটালে চিকিৎসা করণার্থ গমন ।... ...	প্রতিদিন ১॥ ঘণ্টাঅবধি ২ঘণ্টা পর্য্যন্ত ।
ঐ অস্ত্র ব্যবহারার্থ গমন । ...	প্রতিদিন বেলা ১ ঘণ্টা সময়ে ।
স্ত্রীলোকেরদের ও ধাত্রী সম্বন্ধীয় হাসপাটাল ।	প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা সময়ে ।
বাহিরের ঔষধালয় ।	প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে ৭ ঘণ্টাঅবধি ১১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত । অপরাহ্নে ৫ ঘণ্টা অবধি ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ।

উক্ত বৈঠকের আরম্ভে জুন মাসের ১৫ তারিখে শ্রীযুত ডাক্তর গুডিব সাহেব শিক্ষার ভূমিকাস্বরূপ সাধারণ বক্তৃতা করিবেন ।

(হুকুমক্রমে ।)

এফ জে মৌআট । সেক্রেটারী ।

বিদ্যাধ্যাপনের কোন্সেল । ১৮৪৮ । ৪ আপ্রিল ।

ADVERTISEMENT.

SIX HUNDRED RUPEES REWARD.

The above reward will be given, for the apprehension of Hurrish Chunder Pal, who effected his escape after murdering Mudhoosoodun Mojumdar, in the town of Sherpore, Thannah Sherpore, Zillah Bograh on the 10th November, 1847, corresponding to the 25th Kartick, 1254, B. S. Of the 600 Rupees, 500 have been offered by direction of the Superintendent of Police, Lower Provinces, the remaining 100 is offered by the relatives of the person murdered.

Description of the Murderer.

Hurrish Chunder Pal, son of Muddun Pal, a resident of Rarabundeepore, name of the Thannah unknown, Zillah 24-Purgunnahs or Baraset, about 30 or 32 years of age, blackish complexion, short and stout person, open eyebrows, small nose, short hair (bâbree), small whiskers, no particular marks on the body, can read and write the common Bengallee, and is slightly acquainted with English.

৬০০৲ টাকা পারিতোষিক।

উপরের লিখিত পারিতোষিক হরিশ্চন্দ্র পালনামক ব্যক্তিকে ধৃতকরণ নিমিত্তক দেওয়া যাইবেক উক্ত ব্যক্তি জেলা বগুড়ার অন্তঃপাতি থানা শেরপুরের অধীন শেরপুর নগরের মধুসূদন মজুমদারকে সন ১৮৪৭ ইঙ্গরেজীর ১০ নবেম্বর মোতাবেক সন ১২৫৪ বাঙ্গলার ২৫ কার্ত্তিক তারিখে হত্যাকরণানন্তর পলায়ন করিয়াছে। উক্ত ৬০০৲ টাকা মধ্যে ৫০০৲ টাকা বাঙ্গলা দেশের শ্রীল শ্রীযুক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট পোলীস সাহেব বাহাদুরের আদেশ মত এবং বাকী ১০০৲ টাকা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারির দ্বারা প্রদত্ত হইবেক।

হত্যাকারকের আকৃতি।

হরিশ্চন্দ্র পাল পিতার নাম মদন পাল সাকিন রড়াবন্দিপুর থানার নাম অজ্ঞাত জেলা চব্বিশপরগনা কি বারাসত বয়স প্রায় ৩০। ৩২ বৎসর প্রায় কাল বর্ণ খর্ব্ব ছন্দ দোহারা কায় খোলা ভুরু খর্ব্ব নাসিকা মাথায় ছোট ছোট চুল (বাবরি) বিরল বিরল মোচ শরীরে কিছু ক্ষত চিহ্ন প্রকাশ নাই পলায়িত ব্যক্তি কিছু কিছু ইঙ্গরেজী আর সাধারণমত বাঙ্গলা লেখাপড়া জানে।

سما   چھ سو روپیہ انعام

چونکہ سنہ ۱۸۴۷ مسیحہ کے تاریخ دسوین ۱۰ مہینا نومبر مطابق سنہ ۱۲۵۴ بنگلہ کے تاریخ پچیسا ۲۵ مہینا کاتک اِسی ضلع بگورہ کی متعلق تھانہ شیرپور کا بیچ شہر شیرپور کا باشندہ مدہوسودن مجموعہ دار کو مسمی ہریشچندر پال خون کرکے فرار ہواہی اوپر کا لکھا ہوا چھ سو روپیہ انعام کہ اُسے پانسو روپیہ حضور سے صاحب سپرنتندنت پولیس بہادر صوبجات بنگالہ و بہار و اُریسہ کے مقرر ہواہی اور یکسو مالک کے وارث لوگ دینے کا اقرار کئے ہین جو کوئی فرار مذکور کو گرفتار کریگا اُنکو چھ سو روپیہ دیا جایگا فقط

جلیہ قاتل

ہریشچندر پال اسامی فرار ولد مدن پال ساکن رڑابندی پور تھانہ از معلوم ضلع بیست و چہار پرگنہ یا براست عمر انداز تیس یا بتیس برس کچھ سیاہ فام کوتاہ قد میانہ اندام کھولا ابرو وپست بینے سر مین بابری یعنے چوتر چوتر بال تھورہ تھورہ یعنے پتال موچھ بدن مین کچھ داغ زخم اشکارہ نہین ہی فرار کچھ کچھ علم انگریزی اور عوام کے مطابق بنگلہ جانتاہی فقط

Zillah Bograh, Fouz. Adawlut, 7th Dec., 1847. G. U. YULE, *Joint Magistrate.*

[*Government Gazette, 2d May, 1848.*]

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of ALBERT JOHN DEHOCHEPIED LARPENT, and JOHN BECKWITH, of the Town of Calcutta, lately carrying on trade and business, in copartnership together, in Clive Street, in the Town of Calcutta, in Bengal, under the name, style and firm of Cockerell and Company, Merchants and Agents, against whom an Adjudication of Insolvency was made and pronounced on the Petition of John Freeman, a Creditor.

NOTICE is hereby given, that by an order of the Court for the Relief of Insolvent Debtors at Calcutta, made on the Twenty-sixth day of April instant, the matters of the Petition of the said John Freeman, for an Adjudication of Insolvency against the said Insolvents were appointed to be heard in the said Court, on Saturday, the fifth day of August next.

The names of the Creditors of the said Insolvents appear in a Schedule filed in the Office of the Chief Clerk of the said Court, to which any Creditor may refer.

GRANT and REMFRY, *Insolvents' Attornies.*

শহর কলিকাতার অক্ষম ঋণিরদিগের পরিত্রাণার্থ আদালত।

কাকরেল কোম্পানির নামে বাঙ্গলা দেশের কলিকাতা নগরের ক্লাইব ষ্ট্রিটে যৌতায় সওদাগরী ও এজেণ্টী কর্ম্মকারী আলবর্ট জান ডিহচিপিড লারপেণ্ট সাহেব ও জান বেকউইথ সাহেব যোত্রহীন বটেন এমত নির্দ্ধারণ তাঁহারদের মহাজন জান ফ্রিমান সাহেবের দরখাস্তমতে হইল তাঁহারদের বিষয়ে।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতা নগরে যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ আদালতে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে হুকুম হইল যে উক্ত যোত্রহীনেরদের যোত্রহীনতা নির্দ্ধারণার্থ উক্ত জান ফ্রিমান সাহেবের দরখাস্ত আগামি আগষ্ট মাসের ৫ তারিখ শনিবারে উক্ত আদালতে শুনা যায়।

উক্ত যোত্রহীনেরদের মহাজনেরদের নাম তফসীলে লিখিত হইয়া উক্ত আদালতের প্রধান ক্লার্ক সাহেবের সিরিশ্তায় দাখিল হইয়াছে মহাজনেরা তাহা দেখিতে পারেন।

গ্রাণ্ট ও রেমফ্রি। যোত্রহীনেরদের উকীল।

In the matter of the Petition of ALBERT JOHN DEHOCHEPIED LARPENT, heretofore carrying on business in Calcutta aforesaid, in partnership with John Beckwith, as Merchants and Agents, under the style or firm of Cockerell and Company, seeking the benefit of the Act of the ninth year of the Reign of his late Majesty George the Fourth, entituled "An Act to provide for the Relief of Insolvent Debtors in the East Indies."

NOTICE is hereby given, that by an order of the Court for the Relief of Insolvent Debtors at Calcutta, made on the Twenty-sixth day of April instant, the matters of the Petition of the said Insolvent were appointed to be heard in the said Court, on Saturday, the fifth day of August next.

The names of the Creditors of the said Insolvent appear in a Schedule filed in the Office of the Chief Clerk of the said Court, to which any Creditor may refer.

GRANT and REMFRY, *Insolvent's Attornies.*

কাকরেল কোম্পানির নামে জান বেকউইথ সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় যৌতায় সওদাগরী ও এজেণ্টী কর্ম্মকারি আলবর্ট জান ডিহচিপিড লারপেণ্ট সাহেব ভারতবর্ষের যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ আইননামক মৃত চতুর্থ জর্জ রাজার অধিকারের নবম বৎসরের আইন দ্বারা উপকার প্রার্থনা করিতেছেন।

অতএব ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতা নগরে যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ আদালতে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে হুকুম হইল যে উক্ত যোত্রহীনের দরখাস্তের মর্ম্ম আগামি আগষ্ট মাসের ৫ তারিখ শনিবারে উক্ত আদালতে শুনা যায়।

উক্ত যোত্রহীনের মহাজনেরদের নাম তফসীলে লিখিত হইয়া উক্ত আদালতের প্রধান ক্লার্ক সাহেবের সিরিশ্তায় দাখিল হইয়াছে মহাজনেরা তাহা দেখিতে পারেন।

গ্রাণ্ট ও রেমফ্রি। যোত্রহীনের উকীল।

In the matter of the Petition of JOHN BECKWITH, heretofore carrying on business in Calcutta, aforesaid, in partnership with Albert John DeHochepied Larpent, as Merchants and Agents, under the style or firm of Cockerell and Company, seeking the benefit of the Act of the ninth year of the Reign of his late Majesty George the Fourth, entituled An Act to provide for the Relief of Insolvent Debtors in the East Indies.

NOTICE is hereby given, that by an order of the Court for the Relief of Insolvent Debtors at Calcutta, made on the Twenty-sixth day of April instant, the matters of the Petition of the said Insolvent were appointed to be heard in the said Court, on Saturday, the fifth day of August next.

The names of the Creditors of the said Insolvent appear in a Schedule filed in the Office of the Chief Clerk of the said Court, to which any Creditor may refer.

GRANT and REMFRY, *Insolvent's Attornies.*

কাকরেল কোম্পানির নামে কলিকাতা নগরে আলবর্ট জান ডিহচিপিড লারপেণ্ট সাহেবের সঙ্গে যৌতায় সওদাগরী ও এজেণ্টী কর্ম্মকারি জান বেকউইথ সাহেব ভারতবর্ষের যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ আইন নামক মৃত চতুর্থ জর্জ রাজার অধিকারের নবম বৎসরের আইন দ্বারা উপকার প্রার্থনা করিতেছেন।

অতএব ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ আদালতে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে হুকুম হইল যে উক্ত যোত্রহীনের দরখাস্তের মর্ম্ম আগামি আগষ্ট মাসের ৫ তারিখ শনিবারে উক্ত আদালতে শুনা যায়।

উক্ত যোত্রহীনের মহাজনেরদের নাম তফসীলে লিখিত হইয়া উক্ত আদালতের প্রধান ক্লার্ক সাহেবের সিরিশ্তায় দাখিল হইয়াছে মহাজনেরা তাহা দেখিতে পারেন।

গ্রাণ্ট ও রেমফ্রি। যোত্রহীনের উকীল।

In the matter of JOHN AIRD, WILLIAM ANDERSON and THOMAS EDMOND, carrying on business in the Town of Calcutta, as Merchants and Agents, in copartnership with William Ewing the younger and George Anderson, who are out of the jurisdiction of this Court, under the name, style or firm of Ewing, Aird and Andersons, Insolvents.

NOTICE is hereby given, that by an order made by this Court on the 29th day of April instant, it was ordered that unless cause be shewn to the contrary on or before Saturday, the sixth day of May next, William Wildman Kettlewell, of Calcutta Esquire, be appointed Co assignee with William Macpherson, Esquire the Assignee of the Estate and Effects of the said Insolvents.

Calcutta, 29th April, 1848. SHAW and LYONS, *Attornies.*

ইউয়িং এর্ড ও আণ্ডরসন নামে এই আদালতের এলাকার বহির্ভূত ছোট উলিয়ম ইউয়িং সাহেবের ও জর্জ আণ্ডরসন সাহেবের সঙ্গে যৌতায় কলিকাতা নগরে সওদাগরী ও এজেন্টী কর্ম্মকারী যোত্রহীন জান এর্ড সাহেব ও উলিয়ম আণ্ডরসন সাহেব ও তামস এডমণ্ড সাহেবের বিষয়ে

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ২৯ তারিখে উক্ত আদালতে হুকুম হইল যে আগামি মে মাসের ৬ তারিখ শনিবারে বিপরীত কারণ দর্শান না গেলে কলিকাতা নগর নিবাসি উলিয়ম ওয়াইল্ডম্যান কেটলওএল সাহেব উক্ত যোত্রহীনেরদের মাল ও সম্পত্তির আসৈনি শ্রীযুত উলিয়ম মাকফরসন সাহেবের সহ-আসৈনি পদে নিযুক্ত হন।

কলিকাতা। ১৮৪৮। ২৯ আপ্রিল। শা ও লায়ন্স। উকীল।

In the matter of JOHN AIRD, WILLIAM ANDERSON and THOMAS EDMOND, carrying on business in the Town of Calcutta, as Merchants and Agents, in copartnership with William Ewing the younger and George Anderson, who are out of the jurisdiction of this Court, under the name, style or firm of Ewing, Aird and Andersons, and which said John Aird, William Anderson and Thomas Edmond are now of the French Settlement of Chandernagore in the Province of Bengal.

NOTICE is hereby given, that by an order made in this matter on the 19th day of April instant, it was adjudged that the aboveramed John Aird, William Anderson and Thomas Edmond had committed an act of insolvency within the provisions of the Statute 9th, George IV. Chapter 73.

FAITH, SANDES and WATTS, *Attornies.*

ইউয়িং এর্ড ও আণ্ডরসন কোম্পানির নামে যৌতায় এই আদালতের এলাকার বহির্ভূত ছোট উলিয়ম ইউয়িং সাহেব ও জর্জ আণ্ডরসন সাহেবের সঙ্গে কলিকাতা নগরে সওদাগরী ও এজেন্টী কর্ম্মকারী এক্ষণে বাঙ্গলা দেশে ফ্রান্সীয়েরদের অধীন চন্দননগর নিবাসী জান এর্ড সাহেব ও উলিয়ম আণ্ডরসন সাহেব ও তামস এডমণ্ড সাহেবের বিষয়ে

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিষয়ে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ১৯ তারিখে নির্দ্ধারণ হইল যে উক্ত জান এর্ড সাহেব ও উলিয়ম আণ্ডরসন সাহেব ও তামস এডমণ্ড সাহেব যোত্রহীন হইয়া চতুর্থ জর্জ রাজার নবম বৎসরের ৭৩ অধ্যায়ের বিধিমতে উপকার পাইতে পারেন।

স্মিথ ও সাণ্ডিস ও ওয়াট্স। উকীল।

In the matter of JOHN AIRD, WILLIAM ANDERSON and THOMAS EDMOND, lately carrying on business in Calcutta, as Merchants and Agents, in copartnership with William Ewing the younger and George Anderson, under the name, style or firm of Ewing, Aird and Andersons.

NOTICE is hereby given, that by an order of the Court, made on the 27th day of April instant, it was ordered that William Macpherson, Esquire, the official Assignee of this Court, be appointed Assignee of the Estate and Effects of the said Insolvents.

W. H. SMOULT.

ইউয়িং এর্ড ও আণ্ডরসন নামে ছোট উলিয়ম ইউয়িং সাহেব ও জর্জ আণ্ডরসন সাহেবের সঙ্গে যৌতায় কলিকাতা নগরে সওদাগরী ও এজেন্টী কর্ম্মকারী জান এর্ড সাহেব ও উলিয়ম আণ্ডরসন সাহেব ও তামস এডমণ্ড সাহেবের বিষয়ে

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ২৭ তারিখে উক্ত আদালতে হুকুম হইল যে এই আদালতের আসৈনি পদে নিযুক্ত শ্রীযুত উলিয়ম মাকফরসন সাহেব উক্ত যোত্রহীনেরদের মাল ও সম্পত্তির আসৈনি পদে নিযুক্ত হন্।

ডবলিউ এচ স্মোল্ট।

NOTICE is hereby given, that by an order of the said Court, the matters of the Petition of WILLIAM HENRY, late of Loudon's Buildings, in the Town of Calcutta, Surgeon, Dentist, and late a prisoner confined for debt in the Common Gaol of Calcutta, seeking the benefit of the Act of the ninth year of the Reign of his late Majesty King George the Fourth, entituled An Act to provide for the Relief of Insolvent Debtors in the East Indies, are appointed to be heard in the said Court, on Saturday, the first day of July next.

The names of the Creditors of the said William Henry appear in a Schedule filed with his said Petition in the Office of the Chief Clerk of the said Court, to which any Creditor may refer.

6, Somerset Place, Strand. WILLIAM THOMPSON, *Insolvent's Attorney.*

কলিকাতা নগরের লৌডন বিল্ডিং নিবাসী দন্তের চিকিৎসক উলিয়ম হেনরি সাহেব সম্প্রতি কলিকাতার সাধারণ জেলখানায় ঋণপ্রযুক্ত কয়েদ হইয়া ভারতবর্ষের যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ আইননামক মৃত চতুর্থ জর্জ রাজার অধিকারের নবম বৎসরের আইনদ্বারা উপকার প্রার্থনা করিতেছেন অতএব ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আদালতের হুকুমক্রমে তাঁহার দরখাস্তের মর্ম্ম আগামি জুলাই মাসের ১ তারিখ শনিবারে উক্ত আদালতে শুনা যাইবেক।

উক্ত উলিয়ম হেনরি সাহেবের মহাজনেরদের নাম তফসীলে লিখিত হইয়া তাঁহার উক্ত দরখাস্ত সম্বলিত উক্ত আদালতের প্রধান ক্লার্ক সাহেবের সিরিশ্তায় দাখিল হইয়াছে মহাজনেরা তাহা দেখিতে পারেন।

৬ নম্বর সমরসেট প্লেস। ষ্ট্রাণ্ড। উলিয়ম তামসন। যোত্রহীনের উকীল।

[*Government Gazette, 2d May*, 1848.